মেঘ কেটে যায়

ড. হুসামুদ্দীন হামিদ

www.QuranerAlo.net

বইটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটি Hard Copy সংগ্রহ করে অথবা লেখক বা প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানকে সৌজন্য মূল্য প্রদান করে সহযোগিতা করুন।

মেঘ কেটে যায়

পরম এক সত্যের উদ্ভাসিত হওয়ার উপাখ্যান...

www.QuranerAlo.net

মেঘ কেটে যায়

পরম এক সত্যের উদ্ভাসিত হওয়ার উপাখ্যান...

সম্পাদনা

ডা. শামসুল আরেফীন

উস্তায আকরাম হোসাইন

মূল : ড. হুসামুদ্দীন হামিদ

ভাষান্তর : আব্দুল্লাহ মজুমদার

www.QuranerAlo.net

মেঘ কেটে যায়

ড. হুসামুদ্দীন হামিদ

প্রথম প্রকাশ

এপ্রিল ২০১৯

গ্রন্থসত্ব

প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

লিখিত অনুমতি ব্যতীত বইটির কোনো অংশ ফটোকপি, মুদ্রণ, বই, ম্যাগাজিন বা পত্রিকায় প্রকাশ এবং অনুবাদ নিষিদ্ধ। গবেষণা, শিক্ষা বা সচেতনতার উদ্দেশ্য ব্যতীত বইয়ের অংশবিশেষ কোনো ব্যক্তিগত ব্লগ বা ওয়েবসাইটে প্রকাশ, ফাইল ট্রান্সফার ও ই-মেইল অবৈধ এবং আইনত দণ্ডনীয়।

অনলাইন পরিবেশক

www.sijdah.com
www.rokomari.com
www.wafilife.com
www.alfurqanshop.com
www.oneummahbd.com

বাঁধাই এবং মুদ্রণ

নুসরাহ পাবলিশিং সলিউশন : ০১৬১৪-১১১-০০০

ISBN: 978-984-94203-2-3

Published by Somokalin Prokashon, Dhaka, Bangladesh

Price : Tk. 268.00 US $ 25.00 only.

সমকালীন প্রকাশন

১১/১, ইসলামী টাওয়ার (দ্বিতীয় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা : ০১৬১৬-৬২৬-৬৩৬

www.QuranerAlo.net

جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا

সত্য এসেছে এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে। নিশ্চয় মিথ্যা বিলুপ্ত হওয়ারই ছিল।[১]

[১] সূরা বনী-ইসরাঈল, আয়াত : ৮১

www.QuranerAlo.net

প্রকাশকের কথা

মানুষের হৃদয় খোলা আকাশের মতো। তাতে যেমন ভোরের সূর্যরশ্মি উছলে পড়ে, তেমনই সেই আকাশ ছেয়ে যেতে পারে সন্ধ্যার গূঢ় ও নিকষ অন্ধকারে। সেই আকাশে খেলা করতে পারে মুক্ত গাঙচিল। আবার, তাতে নেমে আসতে পারে রাজ্যের স্থবিরতা। নীলে নীলে নীলাভ হয়ে যাওয়া আকাশ মুহূর্তেই হয়ে পড়তে পারে কৃষ্ণগহ্বরের মতোন অন্ধকার।

আমাদের হৃদয় হলো আকাশের মতো। তাতে যখন বিশ্বাসের ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হয়, তখন আমাদের হৃদয়ের আকাশে খেলা করে সকালের সোনাঝরা রোদ। যখন বিশ্বাসের সুরে আমরা আমাদের হৃদয়াকাশ রাঙিয়ে নিই, তখন হৃদয়ের ক্যানভাস হয়ে ওঠে আলো ঝলমলে।

আবার, যখন আমাদের হৃদয়াকাশে ভর করে অবিশ্বাসের মেঘ, তখন হৃদয়জুড়ে নেমে আসে অন্ধকার। সেই বিষাক্ত অন্ধকার গ্রাস করে নেয় সবকিছু। গিলে খায় সব নীল, সকল সুন্দর।

অবিশ্বাস আর সন্দেহের আঘাতে পৃথিবী আজ জর্জরিত। প্রশ্ন আর সন্দেহের নামে বিশ্বাসী অন্তরে অবিশ্বাসের বিষবাষ্প ঢুকিয়ে দিতে একটা মহল সদা তৎপর। তারা প্রশ্ন আর মুক্তচিন্তার নামে সাজিয়ে রেখেছে অবিশ্বাসের পসরা। বিশ্বাসীদের 'মুক্তচিন্তক' আর মুক্তচিন্তার নামে পরিণত করতে চাইছে 'অবিশ্বাসী'তে। ধর্মবিদ্বেষের বিষ

www.QuranerAlo.net

অন্তরে ঢুকিয়ে দিয়ে ধর্মবাদীদের এরা দাঁড় করিয়ে দিচ্ছে ধর্মবিদ্বেষীর কাতারে। তাদের অযাচিত মিথ্যাচার আর প্রোপাগান্ডার ফলে অনেক বিশ্বাসী তরুণ-তরুণী খেই হারিয়ে ফেলে। জড়িয়ে যায় একটা আত্মবিধ্বংসী কাজে। তলিয়ে যায় একরাশ অন্ধকারে। মিথ্যা মোহ আর অলীক মায়ার প্রেমে পড়ে এরা ছুটে চলে একটা মরীচিকার পেছনে...

সভ্যতার এই সংকট আমাদের জন্য নতুন কিছু নয়। পৃথিবীতে যুগে যুগে এরকম অনেক সংকট বিরুদ্ধবাদীরা তৈরি করেছে এবং করছে। তবে, বিশ্বাসী শিবিরও কখনো থেমে থাকেনি। যখনই বিশ্বাসের গায়ে আঘাত এসেছে, প্রতিঘাতে তার জবাবও দেওয়া হয়েছে সমানভাবে। যখনই বিশ্বাসকে চূর্ণ করতে চাওয়া হয়েছে, তখনই বিচূর্ণ হয়ে পড়েছে অবিশ্বাসের দেয়াল। বিশ্বাসের স্রোতধারাকে থামিয়ে দিতে এসে স্তব্ধ হয়ে গেছে কত অবিশ্বাসের জোয়ার!

এক প্রচ্ছন্ন বিকেলে, 'মুন্তাদা-আত তাওহিদ' নামক একটি অনলাইন ফোরামে 'আবুল হাকাম' নামের একজন অবিশ্বাসী একটি মন্তব্য করে। তার মন্তব্যের প্রতিউত্তর নিয়ে আসেন একজন বিশ্বাসী। এরপর? এরপর শুরু হয় তাদের মধ্যে প্রশ্নোত্তর, যুক্তি-তর্ক। অবিশ্বাসীর যত প্রশ্ন, যত জিজ্ঞাসা, যত কৌশল, সব প্রকাশ করে সে পরাজিত করতে চায় বিশ্বাসী প্রাণের ওই মানুষটিকে; কিন্তু পরম প্রজ্ঞা আর ধৈর্যের সাথে বিশ্বাসী প্রাণের মানুষটি একে একে সব প্রশ্নের উত্তর দিতে থাকেন। গুড়িয়ে দিতে থাকেন অবিশ্বাসের দেয়াল। সেই বিশ্বাসী প্রাণের নাম ড. হুসামুদ্দীন হামিদ। এই ফোরামে তার এবং আবুল হাকামের মধ্যকার উত্তর-প্রতিউত্তরের সংকলনের নামই হলো *মেঘ কেটে যায়*।

বইটিতে ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে কেবল অবিশ্বাসীদের প্রশ্নের জবাব-ই দেওয়া হয়নি, সাথে সাথে তুলে ধরা হয়েছে ইসলামের সুমহান আদর্শ, মাহাত্ম্য এবং সর্বোপরি জীবনবিধান হিসেবে ইসলামের কার্যকারিতা। ইসলাম যে সর্বকালে, সর্বযুগে এবং সর্বাবস্থায় একটি যুগোপযোগী জীবনবিধান—বইটির পরতে পরতে লেখক সেটি খুব সুন্দরভাবে তুলে ধরেছেন। এমন নয় যে, এই বইটি অথবা এই প্রশ্নগুলোর উত্তর কেবল একজন অবিশ্বাসীরই জানা দরকার। এই জবাবগুলো সমানভাবে একজন বিশ্বাসী মানুষেরও জানা থাকা উচিত। ইসলাম কেন এবং কীভাবে সত্যধর্ম হবার দাবি রাখে এই সত্য সকল মুসলিমের জানা থাকা অত্যাবশ্যক।

www.QuranerAlo.net

ওই ফোরামের মেম্বার আবুল হাকামের মতো আমাদের চারপাশের অবিশ্বাসী হৃদয়গুলোও বিশ্বাসের ঝলমলে আলোয় সিক্ত হোক, এই প্রত্যাশা। আমরা বইটির লেখক ড. হুসামুদ্দীন হামিদের দীর্ঘায়ু কামনা করছি। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা যেন তার দ্বারা এরকম আরও অনেক খেদমত নেন। আমরা দীর্ঘায়ু এবং সফলতা কামনা করছি এই বইটির অনুবাদক প্রিয় আবদুল্লাহ মজুমদার ভাই এবং সম্পাদক ডা. শামসুল আরেফীন শক্তি ভাই এবং উস্তায্ আকরাম হোসাইনের। আল্লাহ যেন তাদের খেদমতটুকু কবুল করে নেন। আমীন।

বিশ্বাসের স্বপক্ষের বই মেঘ কেটে যায়। এই বইটি যদি অন্তত একজন দিকভ্রান্ত পথিকের পথে ফেরার নিয়ামক হয়, তাতেই লেখক, অনুবাদক, সম্পাদক এবং প্রকাশকের পরিশ্রম সার্থক হবে, ইন শা আল্লাহ।

বাংলাভাষী পাঠকদের হাতে দুর্দান্ত এই বইটি তুলে দিতে পেরে সমকালীন পরিবার আনন্দিত। আল্লাহ যেন আমাদের ভুলত্রুটি মাফ করে দেন। আমাদের কাজগুলোতে বরকত দান করেন। আমীন।

প্রকাশক
সমকালীন প্রকাশন

www.QuranerAlo.net

সম্পাদকের কথা

ম্যাট্রিক থেকেই জীববিদ্যার সাথে প্রেম ছিল, তারপরও মেডিকেলে ঢুকে পয়লা মনে হতো বিরাট কোনো পাপ করে ফেলেছি। এত এত টার্ম (পরিভাষা), পরিভাষার ভিড়ে ভাষা হয়ে যেত দাফন। এত পেশীর নাম, শিরার নাম, ধমনীর নাম, নার্ভের নাম-ধাম-নসবনামা। কোন পেশীর ডাইনে কোন শিরা গেছে, কোন হাড্ডির ঈশান কোণে কোন নার্ভ আছে, নিচে দিয়ে কোন ধমনী কুলকুল করে বয়ে যাচ্ছে, গা ঘেঁষে গিলা-কলিজার কোন পাশ, কোন অঙ্গ ভ্রূণের কোন জায়গা থেকে এসেছে; প্রভৃতি মুখস্ত করতে গিয়ে বিলকুল লেজেগোবরে। ছবি দেখে দেখে মনে রাখা যেত বেশ, তবে ভাইভা বোর্ডে গিয়ে ওই আলগা বাহাদুরি জবানে আসত না। কত জাঁদরেল বড় ভাইয়া-আপুরা ভাইভা বোর্ডে গিয়ে 'থট-ব্লক' হয়ে যেত শুনতাম, তখন সাধারণ কোনো সংজ্ঞাও আর জবানে আসত না। স্যার-ম্যাডাম থেকে নিয়ে বড়ভাই প্রজাতি, সবার মুখে এক কথা—আলোচনা করে করে পড়বে, বেশি বেশি বলবে মুখ দিয়ে, তাহলে ভাইভায় আটকাবে না, যেটা বেশি বেশি বলবে সেটা এমনিতেই জবানে এসে যাবে। ব্যাঙের ছাতার মতো গজিয়ে উঠল ছেলেমেয়েদের রিডিং গ্রুপ, রিডিং পার্টনার-জুটি; যাদের বেশির ভাগই পড়ার বাইরেও গাঁটছড়া বেঁধে নিয়ে ঘরকন্না করছেন বেশ। আল্লাহ সবাইকে সুখে রাখুন, দোজাহানে।

আরেকটা ভাইভা বোর্ডের কথা মনে পড়ে যায় কালেভদ্রে। দুইজন এক্সটার্নাল থাকবেন, আগেই ফাঁস হয়ে যাওয়া ৩ টা মাত্র প্রশ্ন। পালনেওয়ালা (রব্ব) কে? কোন সিস্টেমে (দীন) জীবন কেটেছে? সেই সিস্টেমের বাহক ও দাঈ (নবী) কে ছিলেন?

www.QuranerAlo.net

দুনিয়ার এইসব সামান্য পরীক্ষায় সারা বছর ধরে ফুল প্রিপারেশান নিয়ে গিয়েও থট-ব্লক হয়ে যায়। আর সেই কঠিন ভাইভা বোর্ডে, যেখানে ব্লক হলে আর নিস্তার নেই, সেই চিৎকার জিন-ইনসান ছাড়া সবাই শুনতে পাবে। কবরের চাপে পাঁজর ঢুকবে পাঁজরে। সারাটা জীবন গাইরুল্লাহকে রব মেনে, কুফফার-খাহেশাতের সিস্টেমে জীবন কাটিয়ে, সিস্টেম-বাহকের প্রতিটি হাতে-কলমে-শেখানো শিক্ষাকে অবজ্ঞা-অবহেলা করে ভাইভা বোর্ডে গিয়ে উতরে যাব—এমনটা তাই আমার ঠিক বিশ্বাস হতে চায় না। একইভাবে যে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' অনুযায়ী জীবন কাটায়নি, মৃত্যুর ওই কঠিনতম সময়ে, যখন জ্যান্ত ছাগলের ছাল তুলে ফেলার মতো কষ্ট হবে—তখন কালিমা কীভাবে জবানে আসবে, আমার বুঝে আসে না। এজন্য ঈমান বাড়ানোর পেছনে দৈনিক কিছু সময় দেওয়া দরকার। কীভাবে ঈমান বাড়াতে হয়?

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন—

❝

আপন ঈমানকে তাজা/নবায়ন করতে থাকো। কেউ জিজ্ঞেস করল, 'আমরা আপন ঈমানকে কীভাবে তাজা/নবায়ন করবো'। তিনি বললেন, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বেশি বেশি বলো' [১]

মুনকার-নাকীরের ভাইভা বোর্ডে উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু কী উত্তর দেবেন তা নবীজি আগেই জানিয়ে দিয়েছিলেন। উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু বলবেন, 'আমার রব তো আল্লাহ, তোমাদের রব কে?' এই উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু কীভাবে এই জালালী ঈমান বানালেন শুনবেন?

আবু যার রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন—

❝

উমার রাযিয়াল্লাহু আনহু তাঁর সঙ্গীদের মধ্য হতে এক-দুইজনের হাত ধরে বলতেন, চলো, আমরা ঈমান বর্ধন করি। অতঃপর তাঁরা আল্লাহর কথা আলোচনা করতেন [২]

---

[১] *মুসনাদে আহমাদ*, ২/৪১৫; *তাবারানী*; *তারগীব*; *আকসিরু মিন কওলি*, হাদীসটি আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত।

[২] *কানয*, *হায়াতুস সাহাবাহ*, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ২৮১

www.QuranerAlo.net

চলেন দেখি, সাহাবীগণ রাযিয়াল্লাহু তাআলা আনহুম কীভাবে ঈমান বাড়াতেন।

আবদুল্লাহ ইবনু রাওয়াহা রাযিয়াল্লাহু আনহু তার সঙ্গীকে বললেন—

“

এসো, আমরা কিছুসময় ঈমান আনি। সে বলল, আমরা কি মুমিন নই। তিনি বললেন, নিশ্চয়ই, বরং আল্লাহর কথা আলোচনা করব, এতে আমাদের ঈমান বৃদ্ধি পাবে।

আবু দারদা রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন—

“

আবদুল্লাহ ইবনু রাওয়াহা রাযিয়াল্লাহু আনহু আমার হাত ধরে বলতেন, এসো, কিছু সময় ঈমানের আলোচনা করি। আমরা বসে আলোচনা করলাম। তারপর তিনি বললেন, এটাই ঈমানের মজলিস। কেননা, অন্তর ফুটন্ত পাতিল অপেক্ষা দ্রুত পরিবর্তনশীল।[১]

মুআয বিন জাবাল রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন—

“

এসো, আমাদের সঙ্গে বসো, কিছুক্ষণ ঈমানের আলোচনা করি।[২]

আসওয়াদ ইবনু হেলাল রাহিমাহুল্লাহ বলেন—

“

আমরা মুআয রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর সাথে হাঁটছিলাম। তিনি বললেন, বসো, আমরা কিছু সময় ঈমান আনয়ন করি।[৩]

আনাস ইবনু মালিক রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন—

---

[১] *কানয, হায়াতুস সাহাবাহ,* খণ্ড : ১; পৃষ্ঠা : ২৮১

[২] *সহীহ বুখারী, ইফাবা,* খণ্ড : ১; পৃষ্ঠা : ১৬

[৩] *আবু নুআঈম, হায়াতুস সাহাবাহ,* খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ২৮১

www.QuranerAlo.net

“

আব্দুল্লাহ ইবনু রাওয়াহা রাযিয়াল্লাহু আনহু কোনো সাহাবীর সাথে দেখা হলে বলতেন, এসো, কিছু সময় আমরা আমাদের রবের প্রতি ঈমান তাজা করি। একবার এক ব্যক্তি রাগান্বিত হয়ে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে অভিযোগ করলে তিনি বললেন, আল্লাহ তাআলা আব্দুল্লাহর ওপর রহমত বর্ষণ করুন, সে এমন মজলিস পছন্দ করছে, যাহার উপর ফেরেশতাগণ গর্ববোধ করেন।[১]

ঈমান বাড়ানোর জন্য তাদের স্বতন্ত্র একটি আমলই ছিল আল্লাহর কথা আলোচনা। আমরাও ঈমান বৃদ্ধির প্রয়োজন থেকে উর্ধ্বে নই। এজন্য প্রতিদিন কিছু সময় আলাদা করে মুসলিম ভাইদের সাথে ঈমানী আলোচনা করা দরকার। আল্লাহর সিফাত ও কুদরত, আখিরাতের ঘটনাবলী, জান্নাত-জাহান্নাম, রিসালাতের সত্যতা—প্রভৃতি গায়েবের বিষয় যত আমার জবান দিয়ে বের হবে তত ঈমান বাড়বে, মৃত্যুযাতনায় জবান ফসকে কালিমা উচ্চারণের সম্ভাবনা বাড়বে, আর মুনকার-নাকীরের ভাইভা বোর্ডে প্রদীপ্ত কণ্ঠে জবাব দেবার আশা করা যাবে। প্রতিদিন যত মানুষের সাথে দেখা হয় সবার সাথেই দুয়েক মিনিট হলেও ঈমান বাড়ানোর নিয়তে এসব বিষয়ে আলোচনা করা দরকার; বক্তা ও শ্রোতা উভয়েই লাভবান হবে ইন শা আল্লাহ।

কোনো বই পড়ে ঈমান বেড়েছে, এমনটা আমার খুব কম হয়েছে। আব্দুল্লাহ মজুমদার ভাইয়ের অনূদিত মেঘ কেটে যায় বইটি আমার পড়া সেই হাতে গোনা কয়েকটির মধ্যে একটি, যা পড়ে আমি অন্তরের ঈমানের স্বাদ পেয়েছি, মিন্ট ফ্লেভারের। মনে হয়েছে, হৃৎপিণ্ড কেউ মেনথল দিয়ে ধুয়ে দিয়েছে। যদিও মূল বিষয়বস্তু একজন মুমিন ও একজন সংশয়ীর কথোপকথন, কিন্তু সংশয়ীর খোরাকের চেয়ে ঈমানওয়ালাদের খোরাক এই বইয়ে বেশি। অবশ্য সংশয়ী যদি তার্কিক না হয়ে ভাবুক হন, তবে এ বই তাকে হয়তো শুরু থেকে আরেকবার ভাবাবে। কিছু বই একবার পড়ে ফেলে রাখতে নেই, বার বার পড়তে হয়। এই বইটি আমাদের সপ্তাহে একবার করে পড়া উচিত বলে মনে হয়েছে। সেই সাথে প্রতিদিন কিছু সময় বইয়ের কথাগুলো আরেকজনের কাছে আওড়ানো দরকার, যাতে কথাগুলো একেবারে ভেতরে বসে যায়, সত্তার সাথে মিশে যায় (assimilation)। তাওহীদ আর রিসালাতের সত্যায়ন এবং আমার সত্তা

---

[১] *মুসনাদে আহমাদ, হায়াতুস সাহাবাহ, খণ্ড : ১, পৃষ্ঠা : ২৮০*

www.QuranerAlo.net

যেন একাকার হয়ে যায়, আমার প্রতিটা নিঃশ্বাস যেন বলে তাওহীদ ও রিসালাত সত্য। তাহলে বের হবার কালেও নিঃশ্বাস কালিমার সত্যায়ন ছাড়া ভিন্ন কিছু বলার সুযোগই পাবে না। এজন্য এই বইটি নিয়মিত পড়া এবং এখানে আল্লাহর সিফাত ও রিসালাতের সত্যতা যেভাবে খুলে খুলে বিস্তারিত উঠে এসেছে, সেভাবে আরেক মুসলিম ভাইয়ের সাথে জবান নাড়িয়ে আলোচনা আমি নিজেও করব ইন শা আল্লাহ, আপনাদেরও করার আহবান।

আল্লাহ তাআলাই তাওফীক দেনেওয়ালা। অনুবাদক ও প্রকাশকসহ বইটির সাথে সম্পৃক্ত সকলকে আল্লাহ তাআলা উত্তম বদলা দান করুন। আমীন।

সম্পাদক
ডা. শামসুল আরেফীন

www.QuranerAlo.net

অনুবাদকের কথা

বিশ্বাস! যেন সুদৃঢ় সুগঠিত একটি প্রাচীর। বিশ্বাসের উপাদানের এক-একটি ইট দিয়ে যাকে নির্মাণ করা হয়েছে যত্নের সাথে। অবশ্য এই নির্মাণকাজ কখনো শেষ হয় না; জীবনভর-ই করে যেতে হয় এই কাজ। বিশ্বাসের এই প্রাচীর কারও আকাশছোঁয়া, কারও আজানুলম্বিত। তবে এ প্রাচীর যে কতটা দৃঢ় ও স্থিত—তার প্রমাণ মিলবে এই বইয়ে।

সংশয়! সে তো ঝড়ো হাওয়ার মতো এঁফোড়-ওঁফোড় করে দিতে চায় বিশ্বাসের প্রাচীর। সমস্ত শক্তি নিয়ে সজোরে আঘাত হানে তাতে। কখনো মৃদু মন্দ হাওয়ার মতো প্রবাহিত হয় নীরবে। তবে বহুরূপী এ সংশয় সর্বদাই উপড়ে ফেলতে চায় বিশ্বাসের প্রাচীর।

যে প্রাচীরের ভিত্তি ধরণীর গভীরে, তাকে কি সংশয়ের ঝড়ো বাতাস সামান্য ক্ষতিও করতে পারবে? আর যে প্রাচীর টলটলায়মান, তাকে তো মুহূর্তেই নিশ্চিহ্ন করে দিবে উন্মত্ত ঝঞ্ঝা!

সংশয়বাদ মূলত একটা ব্যাধি। এ ব্যাধিতে সে-ই আক্রান্ত হবে, যে তার বিশ্বাসের প্রাচীরের ভিত্তি মাটির গভীরে প্রোথিত করতে পারেনি। যে ইটের পর ইট রেখে মজবুত করে গড়ে তোলেনি বিশ্বাসের প্রাচীর-অবকাঠামো। সংশয়বাদী মন সব সময় বিক্ষিপ্ত। এখানে-ওখানে খুঁজে ফেরে সত্যকে; কিন্তু কোথাও সত্যের দিশা পায় না। অস্থির মনকে কেবল এটা-সেটা বলেই প্রবোধ দেয়; কিন্তু অশান্ত মন কিছুতেই তা

www.QuranerAlo.net

মেনে নিতে চায় না। এছাড়া একজন সংশয়বাদী দীর্ঘস্থায়ী কোনো মতের ওপর টিকে থাকতে পারে না। তার অবস্থা হয়ে থাকে জলে কুমির ডাঙায় বাঘের মতো। কেননা, উভয়সঙ্কটে পড়া একজন সংশয়বাদী পরকালকে যেমন অস্বীকার করতে পারে না, অনুরূপ স্বীকারও করে না। দুই নৌকায় পা দিয়ে অথৈ সাগরে পড়ার মতো।

সত্য-মিথ্যের যে চিরন্তন দ্বন্দ্ব—তারই একটি খণ্ডচিত্র দেখা যায় বিশ্বাসের সাথে সংশয়ের দ্বন্দ্বে। বিশ্বাস মানব-মনে এনে দেয় প্রশান্তি, উপহার দেয় স্থিতি। বিশ্বাস ঝলমলে রোদের মতো যখন প্রকাশ পায়, তখন মানুষের মন ঢেকে রাখা মিথ্যের যে পুরু আবরণ—তা সরে যায়। মিশকালো অন্ধকার পরিণত হয় ঝলসানো আলো ঝলমলে আঙিনায়। আঁধার কেটে স্পষ্ট হয়ে ওঠে আলোর রেখা। পথ ফিরে পায় মানুষ। ফলে পরকালের প্রতি বিশ্বাস মানুষের প্রতিটি কাজকে প্রভাবিত করে। আর একজন মানুষের জীবন যে উদ্দেশ্যহীন, অনর্থক ও তাৎপর্যবিহীন হতে পারে না—তা সে অনুভব করতে পারে।

বিশ্বাসের সাথে সংশয়ের যে দ্বন্দ্ব, তার তুলনামূলক আলোচনা নিয়েই রচিত এই ই। একজন সংশয়বাদী বিক্ষিপ্ত মনে একটি অনলাইন ফোরামে এসেছিলেন। নিজ মনের অভিব্যক্তি তিনি অকপটে স্বীকার করেছিলেন। তার মনে উদয় হওয়া নানান প্রশ্ন তিনি করেছিলেন সেখানে। এই বইয়ের লেখক তার সেসব প্রশ্নের উত্তর দেওয়া শুরু করেন। হাত ধরে তাকে এগিয়ে নিয়ে চলেন সত্যের দিকে। এদিকে সংশয়ীবাদী যুবকও তার উত্তরের পিঠে পাল্টা প্রশ্ন করে কাবু করার চেষ্টা করেছেন লেখককে; কিন্তু দমকা হাওয়া কি কখনো দৃঢ় প্রাচীর ধ্বসিয়ে দিতে পারে? নাকি প্রাচীরে ধাক্কা খেয়ে ফিরে যায় উল্টো পথে? জানতে হলে পড়ে ফেলুন পুরো বইটি। অনুভব করুন বিশ্বাসের প্রশান্তি আর সংশয়ের অশান্তি।

সকল প্রশংসা আল্লাহ তাআলার। তিনি আমাকে বইটি অনুবাদ করার তাওফীক দান করেছেন। এছাড়াও অন্তরের অন্তঃস্তল থেকে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আমারই এক প্রিয় দ্বীনী ভাই ও লেখক—ডা. শামসুল আরেফীন ভাইকে। কেননা, বইটি যখন প্রথম যখন অনুবাদ করেছিলাম তখন সেটি শুধু 'অনুবাদ'ই ছিল। শামসুল আরেফীন ভাইয়ের হাতের সোনালী ছোঁয়ায় সেটি 'বই' হয়ে উঠেছে। ভাষিক শুদ্ধতার বিচারে বইটি যেটুকু উন্নীত হয়েছে—এর সিংহভাগ অবদান তার। অধিকন্তু বইটিতে অনেক বৈজ্ঞানিক ও চিকিৎসা-সংক্রান্ত পরিভাষা ছিল—যার আগাগোড়া আমি বুঝছিলাম না, তিনি টীকা সংযোজন করে খুবই সহজ করেছেন এবং পাঠকের জন্য উপযোগী করে দিয়েছেন।

www.QuranerAlo.net

আল্লাহর তার খেদমত কবুল করে নিন, তার মনের উত্তম আশা পূর্ণ করে দিন এবং মুসলিমজাতিকে তার থেকে আরও উপকৃত হওয়ার সুযোগ দিন। আমীন।

'সমকালীন প্রকাশন' বইটি প্রকাশের উদ্যোগ নিয়েছে। আল্লাহ তাদেরকে উত্তম প্রতিদান দান করুন। পাঠক সমীপে আবেদন, লেখক-সম্পাদক-প্রকাশকের মাঝে অপাংক্তেয় এই অধম অনুবাদকের জন্য দুআ করতে ভুলে যাবেন না। দুআ করতে যখন হাত তুলবেন, নাম ধরে নাজাতের জন্য এ নামটা স্মরণ রাখবেন।

আল্লাহর অনুগ্রহপ্রার্থী

আব্দুল্লাহ মজুমদার
২১ জুমাদাল উলা, ১৪৪০ হিজরী

www.QuranerAlo.net

পূর্বকথা

হক ও বাতিলের দ্বন্দ্ব চিরন্তন। সত্য ও মিথ্যের সংঘাত চিরায়ত। উভয়ের মধ্যকার পার্থক্যও সুস্পষ্ট। বাতিল তার অনুসারীদের লাঞ্ছিত করে। সম্মুখ সমরে ঝাঁপিয়ে পড়তে দ্বিধা তৈরি করে। প্রয়োজনের সময় পিছু হটে। অনুসারীদের সাহায্য ও সান্নিধ্য বর্জন করে। সত্যের আলোকাঘাতে পশ্চাদপসরণ করে। মুহূর্তকালও টিকে থাকতে পারে না। নিজের অস্তিত্ব ও অবস্থান ধরে রাখতে পারে না। এভাবেই হক বাতিলকে লাঞ্ছিত করে। সত্য মিথ্যেকে পরাজিত করে।

তবে এই বিজয়ের জন্য হকের অনুসারীদের অসামান্য ধৈর্যধারণ করতে হয়। সত্যের ধারকদের পাহাড়ের মতো অবিচল থাকতে হয়। কারণ, হকের পথ প্রাকৃতিকভাবেই কণ্টকাকীর্ণ। অধিকন্তু যারা হকের অনুসরণ করে তারা প্রতিনিয়ত বিপদ ও বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। তাদের সামনে নিত্যনতুন ফিতনা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। এসবের মুকাবেলা করতে করতে তারা ক্লান্ত হয়ে পড়ে। স্বদেশে থেকেও প্রবাসের যন্ত্রণা ভোগ করে। অনেক সময় নিগ্রহেরও শিকার হয়। তবুও তাদের হাতে আলোর পিদিম জ্বলতে থাকে। তারা সত্যের আলো ফেরি করতে থাকে। দিন শেষে বিজয়ের হাসিটা তারাই হাসে।

ফলে বাতিলপন্থীরা এখন দিশেহারা। কারণ, তাদের সামনে রয়েছে হক ও বাতিলের সংঘাতপূর্ণ অবস্থান। অতএব, তারা যদি তাদের আরাধ্য বাতিলকে গ্রহণ করে তবে সুনিশ্চিতরূপেই লাঞ্ছিত হবে। কেননা, হকের আলোকাঘাতে মিথ্যে টিকে থাকতে পারবে না।

www.QuranerAlo.net

অনুরূপ তারা যদি হক গ্রহণের চেষ্টা করে তবুও ভূলুণ্ঠিত ও পরাভূত হবে। কেননা, তারা হকের ওপর অবিচল থাকতে পারবে না। তাকে সর্বান্তকরণে গ্রহণ করতে পারবে না। সুতরাং এখন তারা কী করবে?

বস্তুত হক ও বাতিলের প্রশ্নে আপসের কোনো সুযোগ নেই। সত্য ও মিথ্যের মধ্যে সমন্বয় সাধনের কোনো অবকাশ নেই। এই শাশ্বত সত্য জেনেও যারা হক ও বাতিলকে সমন্বিত করার চেষ্টা করে; প্রকৃত অর্থে তারা নিজেদের আকীদা-বিশ্বাস ও চিন্তা-চেতনাকেই কলুষিত করে।

কারণ, বাতিলের বাহ্যিক অবয়ব দৃষ্টিনন্দন হলেও তার ভেতরটা কদর্য; ভয়ানক কুৎসিত; ইতরতায় পরিপূর্ণ। তার ভিত্তি ঠুনকো; তার আচরণ অসংলগ্ন; উচ্চারণ অমার্জিত। অনুসারী ও প্রতিপক্ষের সঙ্গে কৃত আচরণ থেকেই তার এই চরিত্রটি প্রকটিত হয়। কেননা, আচরণই প্রতিটি চরিত্রের ইতরতা ও বিশেষত্ব প্রমাণ করে।

পক্ষান্তরে হকের ভিত্তি সুপ্রতিষ্ঠিত। তার দৃষ্টি ইস্পাতদৃঢ়। তার উচ্চারণ দ্ব্যর্থহীন। বক্তব্য সুস্পষ্ট। যুক্তি অকাট্য। আচরণ ও উচ্চারণ মার্জিত ও যথোপযুক্ত।

ফলে বাতিল তার ভয়ে তটস্থ থাকে। তাকে দেখলেই পথ ও পট পরিবর্তনের চেষ্টা করে। পালাবার পথ খুঁজে পায় না। সে দিব্য-চোখে তার ধ্বংস ও পরাজয় প্রত্যক্ষ করে। অনন্যোপায় হয়ে পিছু হটতে থাকে। এক পর্যায়ে পতনোন্মুখ দেয়ালের নিচে এসে দাঁড়াতে বাধ্য হয়।

তখন সে নিজের অন্তসারশূন্যতা অনুভব করে। তার রূপের জৌলুস ও কথার চানক্য নিঃশেষ হয়ে যায়। অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যায়। কেবল তার নামটা অবশিষ্ট থাকে ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে।

হক ও বাতিলের এই সংঘাত কারও কাছে নিছক একটি যুদ্ধ অথবা বিবদমান দু'টি সম্প্রদায়ের মাঝখানে তুচ্ছ বালুর বাঁধ মনে হলেও প্রকৃত অর্থে এই সংঘাতের মধ্য দিয়েই সমগ্র মানবজাতির চিন্তা ও হৃদয়বৃত্তির প্রকাশ ঘটে। তাদের বিশ্বাস ও মানসিকতার স্তর নির্ণিত হয়।

কেননা, এই সংঘাতের ফলে কিছু মানুষ উদ্ধত হয়। হঠকারিতা ও অস্বীকৃতির পথ বেছে নেয়। কিছু মানুষ বিনীত হয়ে সত্যকে গ্রহণ করে। স্বীকৃতি দেয়। আবার

www.QuranerAlo.net

কিছু মানুষ স্বীকৃতি ও অস্বীকৃতির ব্যাপারে সীমাহীন সংশয়ে ভুগতে থাকে। তারা ঠিক বুঝতে পারে না, কোনটা সত্য; আর কোনটা মিথ্যে। ফলে সুশোভিত মিথ্যে তাদেরকে বার বার ধোঁকা দেয়। অভিশপ্ত বাতিল তাকে পথচ্যুত করে। তার অস্তিত্বের মূল সম্পর্কে সন্দিহান করে।

তারা তখন অনন্যোপায় হয়ে সত্যের সান্নিধ্যে আসার চেষ্টা করে; কিন্তু সত্য গ্রহণের জন্য তাদের পূর্ণাঙ্গ মানসিক প্রস্তুতি না থাকায়, সত্য তাদের কাছে দুর্বহ মনে হয়। একারণে তারা প্রায়শই সত্য গ্রহণ করতে গিয়েও সরে আসে। সাহস হারিয়ে ফেলে। নির্বিকার বসে থাকে।

এটাই সমগ্র মানবজাতির মানসিক অবস্থা ও হৃদয়বৃত্তির বাস্তব চিত্র—যার বহিঃপ্রকাশ ঘটে হক-বাতিলের দ্বন্দ্ব এবং সত্য-মিথ্যের চিরন্তন সংঘাতের মধ্য দিয়ে।

প্রিয় পাঠক, আমি এখন আপনাদের সামনে নাস্তিকতা সম্পর্কে একজন দৃঢ় বিশ্বাসী ও একজন সংশয়বাদীর সংলাপ উপস্থাপন করবো। এই সংলাপটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল 'মুন্তাদা আত-তাওহীদ' নামের বিশেষ একটি ফোরামে। সংলাপটি শুরু হয়েছিল একজন সংশয়বাদীর এই বক্তব্যের মধ্য দিয়ে—

আমি সর্বান্তকরণে একজন স্রষ্টার উপস্থিতি অনুভব করি; কিন্তু অজ্ঞাত কোনো কারণে আমি তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে পারছি না। তাকে স্রষ্টা হিসেবে মেনে নিতে পারছি না।

এবং শেষ হয়েছিল তারই এই ঈমানদীপ্ত ঘোষণার মাধ্যমে—

যে-মহান স্রষ্টা কোনো স্তম্ভ ব্যতীতই মহাকাশকে সমুন্নত করে রেখেছেন আমি তার শপথ করে বলছি, ঈমানের স্বাদ অপার্থিব। এর কোনো তুলনা বা বিকল্প নেই। আফসোস! জীবনের দীর্ঘ একটি সময় ঈমানের স্বাদ ও সান্নিধ্য থেকে বঞ্চিত থাকার জন্য। আজকের পর থেকে কেউ যদি আমার বয়স জানতে চায় তবে নিঃসকোচে বলবো—

» *ইসলাম গ্রহণের আজকের এই দিনটিই আমার জন্ম দিন।*

» *এই দিনটিই আমার আত্মপরিচয়-লাভের প্রথম দিন।*

» *এই দিনটিই আমার ঈমানে অভিষিক্ত হওয়ার প্রথম দিন।*

» *এই দিনটিই আমার আত্মিক প্রশান্তিলাভের দিন।*

www.QuranerAlo.net

» *এবং এই দিনটিই আমার মরম সৌভাগ্যলাভের সুখময় দিন!*

এই সংলাপে মানবিক চিন্তার অসীম দিগন্ত উদ্ভাসিত হয়েছে। সর্বজন স্বীকৃত ও যুক্তিসঙ্গত তথ্য-প্রমাণ স্থান পেয়েছে। মানবীয় আবেগ ও বিবেককে সমান্তরালে রেখে আলোচনা করা হয়েছে।

এটি একটি দ্বিপাক্ষিক সংলাপ। এতে প্রশ্নকারী জানার জন্য বিনীত হয়ে অপেক্ষা করে। সংশয়ের প্রহেলিকা থেকে মুক্তির জন্য অধীর হয়ে থাকে। বাস্তবতাকে সম্যকরূপে উপলব্ধি করে সেই আলোকে নিজেকে গড়ে তোলার জন্য উদগ্রীব হয়ে থাকে।

আর উত্তরদাতা মহান স্রষ্টার অসীম দয়া ও অনুগ্রহের সামনে বিনয়াবনত হয়ে উত্তর দিতে থাকে। তার কাছে সাহায্য ও সমর্থন প্রার্থনা করে। শ্রোতার কাছে কথাগুলো গ্রহণযোগ্য ও হৃদয়গ্রাহী করে তোলার আবেদন করে।

পরিশেষে মহান আল্লাহর নিকট কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করছি, তিনি যেন এই সংলাপের মাধ্যমে পাঠককে উপকৃত করেন। সংশয়বাদের অমানিশা দূর করেন। দিশেহারাকে পথ দেখান। পথভ্রষ্টকে হিদায়াত দেন। সর্বোপরি এই ক্ষুদ্র প্রয়াসকে একান্তই আপনার করে নেন।

ড. হুসামুদ্দীন হামিদ

www.QuranerAlo.net

সূচিপত্র

সংশয়বাদী পক্ষ	২৫
বিশ্বাসী পক্ষ	২৯
রাসূল ও রিসালাত	৩১
তিনিই আল্লাহ	৪৪
জ্ঞান ও ক্ষমতা	৫৮
কঠিন চুক্তি	৮০
আরেক দফা চুক্তি	১০২
রাসূলদের পথ	১২৯
সত্যের পথে যাত্রা	১৫৩

www.QuranerAlo.net

সংশয়বাদী পক্ষ

[মুখপাত্র আবুল হাকাম]

আবুল হাকামের প্রথম পোস্ট

সবাইকে শুভেচ্ছা,

এই মনোজ্ঞ ফোরামে এটিই আমার প্রথম পোস্ট। আমি আমার পোস্টটি এমন একটি সম্ভাষণের মাধ্যমে শুরু করতে যাচ্ছি যা ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলেরই ভালো লাগবে—আস-সালামু আলাইকুম, শুভ সন্ধ্যা, শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন!

মূল বক্তব্য শুরু করার পূর্বে আমি নিজের সম্পর্কে কিছু কথা বলে নিচ্ছি। আমি একজন মানুষ। পবিত্র এক ভূখণ্ডে আমার জন্ম ও বসবাস। এই ভূখণ্ডের নাম ফিলিস্তিন। এখানে যুগে যুগে নবী-রাসূলদের জবানিতে ঐশীবাণী উচ্চারিত হয়েছে। মানুষ ন্যায় ও কল্যাণের পথে পরিচালিত হয়েছে।

আমি যখন এই পবিত্র ভূমিতে বিচরণ করি তখন ইসলাম ও খ্রিস্টধর্মের বিভিন্ন নিদর্শন দেখতে পাই। দেখতে পাই, পুণ্যাত্মা মারইয়ামের স্মৃতিবিজড়িত স্থান—যেখানে তিনি প্রিয় পুত্র ইসা মাসীহকে লালন-পালন করেছেন। দেখতে পাই, উমার ইবনুল খাত্তাবের স্মৃতিস্তম্ভ—পায়ের ছাপ ও সালাত আদায়ের স্থান। কুদস বিজয়ের সময় যেখানে দাঁড়িয়ে তিনি সালাত আদায় করেছেন।

www.QuranerAlo.net

আমি যখন বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের ষষ্ঠ বর্ষে তখন আমাদের দেশ দখলদারদের হাতে চলে যায়। বিনা কারণে আমার দেড় বছরের জেল হয়। ফলে দীর্ঘ দেড় বছর আমাকে পড়ার টেবিল থেকে দূরে থাকতে হয়।

প্রকৃতিগতভাবেই আমি খুব সুশৃঙ্খল ও অনাড়ম্বর জীবনে অভ্যস্ত। বই পড়তে ভালোবাসি। রাজনৈতিক পর্যালোচনাও মন্দ লাগে না। বর্তমানে আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনৈতিক ও সামাজিক অঙ্গনে যথেষ্ট ভালো অবস্থানে আছি। একটি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনেও সক্রিয় ভূমিকা পালন করছি। ব্যস, এতটুকুই! এবার প্রকৃত পরিচয়টুকু গোপন রেখেই আপনাদেরকে আমার মূল গল্পটি শোনাচ্ছি...

প্রিয় মুসলিম ভাইয়েরা,

আমি অনেক দূর থেকে আপনাদের কাছে এসেছি এবং অকপটে স্বীকার করছি যে, আমি আপনাদের তুলনায় নাস্তিকদের সঙ্গে ওঠাবসা করতেই অধিক স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি। আপনাদের চেয়ে তাদের প্রতিই অধিক হৃদ্যতা পোষণ করি।

অবশ্য ইসলাম সম্পর্কেও আমি বিস্তর পড়াশোনা করেছি। ইসলামী দর্শন ও জ্ঞান-বিজ্ঞান দ্বারা যথেষ্ট উপকৃত হয়েছি। ইসলামী ইতিহাস থেকে বীরত্ব, সাহসিকতা ও অন্যান্য গুণাবলির স্বরূপ ও মাহাত্ম্য সম্পর্কে জানতে পেরেছি।

বস্তুত আমি যদি সুনির্দিষ্ট কোনো ধর্ম বা মতবাদের অনুসরণ করতাম তাহলে সুনিশ্চিতরূপেই ইসলাম ধর্মের অনুসরণ করতাম। নিজেকে খাঁটি মুসলিম হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতাম। কারণ, আমার দৃষ্টিতে ইসলামী ভাবধারা ও ধর্মাদর্শই সর্বাধিক যুক্তিসঙ্গত ও পূর্ণাঙ্গ। আর আমি যুক্তিকে খুব পছন্দ করি।

প্রিয় ভাইয়েরা, আমি সর্বান্তকরণে অনুভব করি যে, মহাবিশ্বের একজন স্রষ্টা আছেন। তবে অজ্ঞাত কোনো কারণে আমি আজও এই অনুভূতিটিকে সুদৃঢ় বিশ্বাসের পর্যায়ে উন্নীত করতে পারিনি। হয়তো আমার অজ্ঞতার কারণেই এটা সম্ভব হয়নি।

তবে এই অবিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে আমার মধ্যে এই ভয়ও কাজ করে যে, জীবনের ট্রেনটি যদি সহসাই বিকল হয়ে যায়, মৃত্যুর দূত এসে উপস্থিত হয়; এরপর আমার ভ্রান্তিগুলো স্পষ্ট হয়ে যায়, স্রষ্টা সম্পর্কে নবী-রাসূলদের দেওয়া সংবাদ

www.QuranerAlo.net

সত্য প্রমাণিত হয় এবং সত্যি সত্যি মহাবিশ্বের স্রষ্টার[১] সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়ে যায়—তাহলে কী উপায় হবে?

ভাইয়েরা আমার, বেশ কয়েক বছর যাবৎ আমি অবিশ্বাসের আবর্তে ঘুরপাক খাচ্ছি। কোনোক্রমেই কোনো কিছুতে বিশ্বাস স্থাপন করতে পারছি না। কোনো যুক্তিতেই আমার বিবেক সুনির্দিষ্ট কোনো চিন্তা ও মতবাদের সামনে মাথানত করতে প্রস্তুত হচ্ছে না। কোনো কিছুতেই আশ্বস্ত হতে পারছে না।

এসব কারণে অনেকেই আমাকে গোঁড়া নাস্তিক ও উদ্ধত কাফির মনে করে; কিন্তু আমি যখন নাস্তিকদের মুখোমুখি হই এবং ধর্মীয় বিষয়ে তাদের সঙ্গে আলোচনা করি তখন সবিস্ময়ে আবিষ্কার করি যে, স্বয়ং আমিই ইসলামী শিক্ষা ও আরবীয় সভ্যতা-সংস্কৃতি সমর্থন করছি। ইসলাম, মুসলিম ও আরবের পক্ষে কথা বলছি!

আসলে আমি জানি না, আমি কে?

আমি কী করছি?

কোথায় আছি?

কোথায় যাচ্ছি?

অনুরূপ আমি এটাও জানি না যে, আমি কেন এই সংলাপে অংশ নিয়েছি?

আর কেনই-বা এই ফোরামের সদস্য হয়েছি?

প্রিয় ভাইয়েরা, আরেকটি সমস্যা এই যে, আমি ইসলামী দর্শন পড়ে তাতে আশ্বস্ত হতে পারি না। সর্বান্তকরণে তা মেনে নিতে পারি না; কিন্তু নাস্তিকদের দর্শন পড়ে মুগ্ধ হই। তার উল্লেখযোগ্য একটি অংশ আমার ভালো লাগে। তথাপি আমি নিজেকে নাস্তিক বলে স্বীকৃতি দিতে পারি না। আমি আসলে জানিই না, আমি কী করবো? অথবা আমার কী করা উচিত?

এত কিছুর পরও আমি গোঁড়ামি, অহংকার ও প্রগলভতা ত্যাগ করে আপনাদের কাছে চলে এসেছি। সরাসরি আপনাদের থেকে ইসলামী দর্শন শিখতে এসেছি। আমি কোনো কপি-পেস্ট চাই না; বরং সহজ ও স্বাভাবিক পদ্ধতিতে আপনাদের কাছে ইসলাম সম্পর্কে জানতে চাই।

---

[১] যুগে যুগে নবী-রাসূলগণ যে স্রষ্টার কথা জানিয়ে গেছেন।

www.QuranerAlo.net

আমার বক্তব্যে প্রগলভতা প্রকাশ পেলেও দয়া করে আপনারা আমাকে দূরে ঠেলে দেবেন না। আমার তরলতা ও সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও আপনারা আমাকে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ করবেন। আমি যদি ইসলাম গ্রহণের মধ্য দিয়ে আপনাদের দ্বীনি ভাই হতে পারি তাহলে আপনারা প্রভুর পক্ষ থেকে প্রভূত কল্যাণ ও অত্যুচ্চ মর্যাদা লাভ করবেন।

সুতরাং আপনারা আমাকে ইসলাম সম্পর্কে বলুন। আল্লাহ সম্পর্কে বলুন। মহাবিশ্বের স্রষ্টার অস্তিত্ব ও তার প্রতি ঈমান প্রসঙ্গে বলুন। এক কথায়, আপনারা যা কিছু জানেন তার সবটুকু আমাকে বলুন। আমি আপনাদের প্রতি চিরকৃতজ্ঞ থাকবো।

www.QuranerAlo.net

বিশ্বাসী পক্ষ

[মুখপাত্র ড. হুসামুদ্দীন হামিদ]

আবুল হাকামের জবাবে হুসামুদ্দীনের প্রথম কমেন্ট

প্রিয় আবুল হাকাম, কেমন আছ? মনে হচ্ছে, ধর্ম, স্রষ্টা এবং জীবন ও জীবনের লক্ষ্য সম্পর্কে জানতে হলে সর্বপ্রথম তোমাকে 'আত্মপরিচয়' সম্পর্কে জানতে হবে। আত্মপরিচয় সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান লাভ করা ব্যতীত তুমি কিছুতেই উল্লিখিত বিষয়গুলোতে সুস্থির কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারবে না।

আশা করছি, ধর্ম ও স্রষ্টা সম্পর্কিত ভাবনাগুলো তোমার মধ্যে অস্থিরতা সৃষ্টি করেছে। এই অস্থিরতা দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হচ্ছে। এমন হয়ে থাকলে এই অস্থিরতাই তোমাকে সত্যের সন্ধান দেবে। সত্যকে আলিঙ্গান করার জন্য তোমাকে প্রস্তুত করে তুলবে।

আর খুব সম্ভব সেই শুভমুহূর্ত সমুপস্থিত। সেই সুবর্ণ সুযোগ অত্যাসন্ন। আল্লাহ কবুল করুন, আমীন!

এবার তবে মূল আলোচনা শুরু হোক। আল্লাহর ইচ্ছায় এই মহতী কাজের শুভসূচনা হোক।

আচ্ছা, আবুল হাকাম, তুমি কি দয়া করে একটু বলবে, কোনো বিষয়কে প্রমাণসিদ্ধ করতে গিয়ে তুমি ওই বিষয়-সংক্রান্ত জ্ঞানের কোন কোন উৎসকে অকাট্য প্রমাণ হিসেবে বিবেচনা করে থাক?

www.QuranerAlo.net

Contents

হুসামুদ্দীনের প্রশ্নের উত্তরে আবুল হাকামের কমেন্ট

আমাকে বিশ্বাস করুন। প্রকৃত অর্থেই আমি আমার করণীয় বুঝতে পারছি না। এখন আমার জন্য আপনাদের সাহায্যের খুব প্রয়োজন। আমি জানি, বিশ্বজগতের একজন স্রষ্টা আছেন। তিনিই আড়ালে থেকে সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করছেন।

কিন্তু আত্মম্ভরিতা ও অহংকারের কারণে আমি তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে পারছি না! নিম্নোক্ত কথাটি যে বলেছে সে সত্যই বলেছে—'কুফরি হলো এক ধরনের গোঁড়ামি ও হঠকারিতা।' আমি এধরনেরই একজন গোঁড়া ও হঠধর্মী। সুতরাং আমার সমস্যার কি আদৌ কোনো সমাধান আছে?

স্রষ্টার অস্তিত্বের ব্যাপারে আমি কেবল অকাট্য যুক্তি শুনতে চাই না। যুক্তির সামনে নিঃশর্ত আনুগত্য প্রদর্শন করতে চাই না। তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেই দায়িত্ব এড়াতে চাই না; বরং আমি চাই, আপনাদের কাছ থেকে এমন কিছু শুনতে—যার মাধ্যমে আমি আপনাদের মতো মানসিক ও আত্মিক প্রশান্তি লাভ করবো; কিন্তু আমি তো সে পথই চিনি না!

www.QuranerAlo.net

রাসূল ও রিসালাত

[ড. হুসামুদ্দীনের প্রথম জবাব]

স্নেহের আবুল হাকাম, তুমি বলেছ—

> **আমি জানি, বিশ্বজগতের একজন স্রষ্টা আছেন। তবে আমি এতটাই অহংকারী যে, তার প্রতি কিছুতেই বিশ্বাস স্থাপন করতে পারছি না।**

আচ্ছা, আবুল হাকাম, তুমি কার সাথে অহংকার করছ? আল্লাহর সাথে?

তুমি কি মনে করছ যে, স্রষ্টার ইবাদত করা তোমার জন্য অপমান ও লাঞ্ছনাকর?

না, আবুল হাকাম, এই ধারণা আত্মমর্যাদাপ্রসূত নয়। এটা অহংকার বা গর্বের কোনো বিষয় নয়; বরং এটা হচ্ছে সুজ্ঞানে ও সচেতনভাবে সত্যকে প্রত্যাখ্যান করা। বাস্তবতাকে অস্বীকার করা। নিঃসন্দেহে এটা অন্ধ গোঁড়ামি ও নিরেট হঠকারিতা।

তুমি কি এমন সন্তানকে দেখেছ, যাকে তার বাবা-মা শৈশবে নিরবচ্ছিন্ন পরিচর্যা করেছে। তার ব্যয়ভার বহন করেছে। যথাযথ শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থা করেছে। পরম মমতায় লালন-পালন করেছে। অসামান্য আদর-যত্ন ও ভালোবাসায় তিলে তিলে গড়ে তুলেছে। উপযুক্ত বয়সে উপনীত হওয়ার পরও তার ভরণপোষণ চালিয়েছে। অথচ স্বাবলম্বী ও স্বয়ংসম্পন্ন হওয়ার পর এই সন্তানই মা-বাবার প্রতি সদাচার বর্জন

www.QuranerAlo.net

করেছে; তাদেরকে অমান্য করতে শুরু করেছে—কেবল এই যুক্তিতে যে, মা-বাবার আনুগত্যের অর্থ হচ্ছে নিজের ব্যক্তিত্ব বিসর্জন দেওয়া। আত্মসম্মান ভূলুণ্ঠিত করা।

আচ্ছা, আবুল হাকাম, এটা আত্মমর্যাদা, নাকি সুজ্ঞানে ও সচেতনভাবে সত্যকে প্রত্যাখ্যান করা? বাস্তবতাকে অস্বীকার করা?

অধিকন্তু তোমার ওপর আল্লাহর অনুগ্রহ ও নিয়ামত কিন্তু মা-বাবার অনুগ্রহের চেয়েও অধিক।

আমি কি তোমাকে এই নিয়ামত ও অনুগ্রহগুলো গণনা করে দেখাবো? না তুমি এমনিতেই স্বীকার করবে?

নাকি তুমি নিশ্চিতরূপেই ধরে নিয়েছ যে, আমি এগুলো গুণে শেষ করতে পারবো না?

তুমি ঠিকই ধরেছ। আসলেই মহান আল্লাহর নিয়ামতরাজি গুণে শেষ করা সম্ভব নয়। তুমি যদি তোমার ওপর আল্লাহর প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য নিয়ামত নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করো, তবে তুমি বলতে বাধ্য হবে যে, 'অসম্ভব; আল্লাহর নিয়ামতরাজি গুণে শেষ করা অসম্ভব। আল্লাহর নিয়ামত অসংখ্য। অতুলনীয়। প্রজ্ঞাপূর্ণ!'

এই সত্য স্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পরও কি তুমি অহংকার করেই চলবে? তবুও আল্লাহর সাথে তুমি দূরত্ব বজায় রাখবে?!

প্রিয় আবুল হাকাম, তোমাকে আবারও বলছি, নিছক ব্যক্তিত্ব বিসর্জন দেওয়া অথবা আত্মসম্মান ভূলুণ্ঠিত করার নাম ইবাদত নয়; বরং ইবাদত হলো ভালোবাসার সর্বোচ্চ প্রকাশ। প্রেমাস্পদের নিকট-সান্নিধ্যলাভের প্রধান সোপান। সুতরাং কেন তুমি এই প্রেমপূর্ণ সম্পর্ককে উপেক্ষা করছ? কেন তুমি সৌহার্দের পথ বর্জন করে দ্রোহের পথ বেছে নিচ্ছ?

তুমি যদি কেবল একবার বলো, 'আমি আল্লাহর ওপর ঈমান আনলাম' এরপর এই কথার ওপর অবিচল থাকো, এর দাবীগুলো আদায় করো, তবে তোমার সমস্যা কোথায়? ভয় কীসের? সাহস করে অন্তত একবার বলেই দেখ!

অহংকারবশত যদি তুমি এই সত্যটি উচ্চারণ করতে না-পারো, তবে জেনে রাখো যে, কিয়ামতের দিন জাহান্নামের আগুনে নিক্ষিপ্ত এক অহংকারীকে ডেকে বলা হবে—

www.QuranerAlo.net

ذُقْ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْكَرِيمُ

ভোগ করো (জাহান্নামের শাস্তি)। তুমি তো ছিলে প্রবল ক্ষমতার অধিকারী ও ব্যক্তিত্ববোধ সম্পন্ন।[১]

প্রিয় আবুল হাকাম, তুমি কি আয়াতে উদ্ধৃত পরিণতিই বরণ করতে যাচ্ছ না? তুমি কি ধ্বংস ও শাস্তির দিকেই অগ্রসর হতে যাচ্ছ না? শোনো আবুল হাকাম, তোমার অনুসৃত পথ সঠিক নয়। ওপথের শেষ নেই। শান্তিময় কোনো গন্তব্য নেই। কাজেই ধ্বংস ও বিপর্যয়ই ওপথের যাত্রীদের একমাত্র পরিণতি।

এরচে' বরং চলো, তোমাকে নিয়ে বাস্তবতার মিশেলে গড়া চিন্তা ও জ্ঞানের কল্পজগৎ থেকে পরিভ্রমণ করে আসি। এই পরিভ্রমণের মধ্য দিয়ে তুমি ঈমানের পরিচয় ও প্রকৃতি সম্পর্কে জানতে পারবে। সংশয়বাদের অন্ধকার জগৎ থেকে বের হয়ে আলোর পৃথিবীতে মুক্ত নিঃশ্বাস ফেলতে পারবে। সন্দেহের ঘোর অমানিশা কাটিয়ে ঈমানের দীপ্ত আলোতে পদার্পণ করতে পারবে।

কল্পজগতের এই জ্ঞানময় পরিভ্রমণে প্রথমে আমি তোমার চিন্তার গভীরে প্রবেশ করবো। তোমার সঙ্গে যুক্তির ভাষায় কথা বলবো। তোমার নিজস্ব চিন্তা ও প্রিয় যুক্তিগুলো উল্লেখ করবো। এরপর তোমার চিন্তা ও যুক্তির বিরুদ্ধে এমন যুক্তি ও তথ্য-প্রমাণ উপস্থাপন করবো—যা আমরা দুজনেই নির্দ্বিধায় ও নিঃসঙ্কচিত্তে মেনে নেবো।

আমি তোমার আবেগকে কাজে লাগিয়ে বিবেকের গভীরতম প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করবো। এতে আমরা উভয়ে যুগপৎ আনন্দিত ও পরিতৃপ্ত বোধ করবো।

আমি তোমার সৃষ্টিগত স্বভাব-চেতনাকে এমনভাবে আন্দোলিত করবো যে, তুমি অবচেতনেই সচেতন হয়ে উঠবে। সত্য গ্রহণের জন্য উন্মুখ হয়ে উঠবে।

আমরা দু'জন চিন্তা ও যুক্তির ভাষায় কথা বলবো। এরপর দেখবো, কার চিন্তা পরিপক্ক এবং কার যুক্তি অকাট্য? আস্তিকদের নাকি নাস্তিকদের?!

---

[১] সূরা দুখান, আয়াত : ৪৯

www.QuranerAlo.net

Contents

[প্রথম উদাহরণ]

আবুল হাকাম,

তুমি আমার সাথে একটু কল্পনা করো তো, একজন চরম মিথ্যেবাদী এসে দাবী করল যে, সে আল্লাহর প্রেরিত রাসূল। একদিন তার ছেলে মারা গেল। ঘটনাক্রমে ছেলের মৃত্যুর দিনই সূর্যগ্রহণ হলো। একই দিনে সন্তানের মৃত্যু এবং সূর্যগ্রহণ হওয়ায় মানুষের মধ্যে রটে গেল যে—

স্বঘোষিত রাসূলের ছেলে মৃত্যুবরণ করার কারণেই সূর্যগ্রহণ হয়েছে।

এবার এসো, বিষয়টি নিয়ে আমরা গভীরভাবে চিন্তা করি; সূক্ষ্ম পর্যালোচনা করি—

একজন চরম মিথ্যেবাদী নিজেকে 'স্রষ্টাপ্রেরিত' রাসূল বলে দাবী করছে। কিছু মানুষ ইতোমধ্যেই তার এই দাবী মেনে নিয়েছে। তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে। এমনকি স্ব-উদ্যোগী হয়ে প্রচারও করছে যে, সে সত্যবাদী। তার ছেলের মৃত্যুর কারণেই সূর্যগ্রহণ হয়েছে। সূর্যও তার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করছে?

এমতাবস্থায় ওই চরম মিথ্যেবাদী লোকটি তার অসত্য দাবীকে সত্য বলে প্রমাণের জন্য এই সুবর্ণ সুযোগ কীভাবে কাজে লাগাবে? এজন্য সে কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করবে?

আশা করছি, তুমি গভীরভাবে চিন্তা করেই এই প্রশ্নের উত্তর দেবে। কারণ, তুমি চিন্তক। যুক্তিবাদী। চিন্তা ও যুক্তিকে ভালোবাসো।

তুমি বলেছ—

> আমি ইসলামী দর্শন পড়ে তাতে আশ্বস্ত হতে পারি না। সর্বান্তকরণে তা মেনে নিতে পারি না। তবে নাস্তিকদের যুক্তি ও দর্শন পড়ে মুগ্ধ হই। তার উল্লেখযোগ্য একটি অংশ আমার ভালো লাগে।

সুতরাং তুমি তোমার বক্তব্য অনুযায়ী নাস্তিকদের দর্শন অনুসারেই উত্তর দাও তো, একজন চরম মিথ্যেবাদী যদি নিজেকে 'অলৌকিক' প্রমাণের এমন সুবর্ণ সুযোগ পেয়ে যায় তবে সে কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে? সাধারণ মানুষ ও তাদের সরল বিশ্বাসের সঙ্গে কেমন আচরণ করতে পারে?

www.QuranerAlo.net

প্রকৃত ঘটনা : নবী-পুত্রের মৃত্যু

যেদিন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পুত্র-ইবরাহীম মৃত্যুবরণ করেন ঘটনাক্রমে সেদিনই সূর্যগ্রহণ হয়। একারণে সাধারণ মুসলিমদের মধ্যে এই ধারণা জন্ম নেয় যে—

নবী-পুত্র ইবরাহীমের মৃত্যুর কারণেই সূর্যগ্রহণ হয়েছে।

অধিকন্তু মুশরিকরা এই মৃত্যুর ঘটনাটিকে বিষাদাগারের মোক্ষম অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে। তারা নবীজির বিরুদ্ধে কটূক্তি করে বলতে থাকে—

মুহাম্মাদ নির্বংশ হয়ে গেছে। মুহাম্মাদের মৃত্যুর পর কেউ তার নাম ও পরিচয় বহন করবে না।

সার্বিক অবস্থা ও পরিস্থিতি চিন্তা করে জনৈক সাহাবী শোকে-দুঃখে আর্তনাদ করে ওঠেন।

সূর্যগ্রহণ ও নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভূমিকা :

এই ঘটনার পর যদি নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কেবল চুপ থাকতেন, মৌন অবলম্বন করতেন; কাউকে কিছু না বলতেন, তাহলেই মানুষের কাছে স্পষ্ট হয়ে যেত যে, স্বীয় পুত্র ইবরাহীমের মৃত্যুর কারণেই সূর্যগ্রহণের ঘটনা ঘটেছে। অতএব, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিছক মৌন অবস্থাই-ই সাধারণ মানুষের মধ্যে উল্লিখিত বিশ্বাস সৃষ্টির জন্য যথেষ্ট ছিল।

এতে একদিকে যেমন তার প্রতি মিথ্যের অভিযোগ উত্থাপনের কোনো সুযোগ থাকত না; অপরদিকে তেমনই নিজেকে অলৌকিক প্রমাণের ক্ষেত্রেও কোনো জটিলতা অবশিষ্ট থাকত না। কারণ, আমরা তখন বলতে পারতাম, পুত্রের মৃত্যুশোক তাকে নির্বাক করে দিয়েছিল। তার চেতনা-শক্তিকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। সুতরাং তার মৌনতার পেছনে প্রাকৃতিক এই কারণটিই সক্রিয় ছিল। এর পেছনে কোনো ধরনের স্বার্থ-চিন্তা ক্রিয়াশীল ছিল না।

প্রিয় আবুল হাকাম, তুমি গভীরভাবে লক্ষ্য করো যে, শুধু চুপ থাকা বা মৌন অবলম্বন করাই কিন্তু নিজের অলৌকিকত্ব প্রমাণের জন্য যথেষ্ট ছিল!

কিন্তু...!

www.QuranerAlo.net

Contents

কিন্তু নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের এই ধারণার অসারতা প্রমাণ করে বললেন—

“

اِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ مِنْ اٰيَاتِ اللهِ، وَاِنَّهُمَا لا يَنْخَسِفَانِ لِمَوْتِ اَحَدٍ وَلا لِحَيَاتِهِ، فَاِذَا رَاَيْتُمُوهُمَا فَكَبِّرُوا، وَادْعُوا اللهَ وَصَلُّوا وَتَصَدَّقُوا

নিশ্চয় চন্দ্র ও সূর্য মহান আল্লাহর বিশেষ দু'টি নিদর্শন। কারও জন্ম বা মৃত্যুর কারণে সূর্য বা চন্দ্রগ্রহণ হয় না। সুতরাং তোমরা 'গ্রহণ' দেখলে আল্লাহকে স্মরণ করবে। তাঁর মহত্ত্ব ও বড়ত্ব ঘোষণা করবে। তাঁর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে দান-সদকা করবে এবং তাঁর স্মরণে সালাত আদায় করবে।[১]

এভাবেই নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মানুষের ধারণার ভ্রান্তি ও বিশ্বাসের অসারতা প্রমাণ করে দেন। কোনো প্রকার দ্বিধা বা সংশয়ের অবকাশ রাখেন না।

বস্তুত যে-ব্যক্তি এমন সুবর্ণ সুযোগ পাওয়া সত্ত্বেও মহান আল্লাহর ব্যাপারে মিথ্যাচার করতে পারেন না; তার পক্ষে এই মিথ্যে দাবী করা কিছুতেই সম্ভব নয় যে—তিনি আল্লাহর পক্ষ হতে প্রেরিত রাসূল।

এরপর কী করেন?

এই দুঃখ ও শোকাতুর সময়েই সালাতুল কুসুফ[২]-এর বিধান অবতীর্ণ হয়। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীদের নিয়ে সালাতুল কুসুফ আদায় করেন। এরপর সাহাবীদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন। উপস্থিত সবাইকে কবরের আযাবের ব্যাপারে সতর্ক করেন; কিন্তু আশ্চর্য! নিজের পুত্র সম্পর্কে তিনি একটি শব্দও উচ্চারণ করেননি!

এরপর কী করেন?

নবী-পুত্রের মৃত্যুশোকে কাতর হয়ে জনৈক সাহাবী উচ্চস্বরে কাঁদতে আরম্ভ করেন। সাহাবীর কান্না শুনে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিরক্ত হন। তাকে বারণ করেন। এরপর সবাইকে সতর্ক করে বলেন—'এটা শয়তানের কাজ বিশেষ!'

---

[১] *সহীহ বুখারী* : ১০৪৪; *সহীহ মুসলিম* : ৯০১

[২] সূর্যগ্রহণের সালাত।

www.QuranerAlo.net

এরপর কী করেন?

এরপর তিনি এভাবে তার শোক ও দুঃখবোধ প্রকাশ করেন—

“

আমাদের চোখ অশ্রুসিক্ত হয়। হৃদয় ব্যথিত হয়; কিন্তু আমরা আল্লাহর ইচ্ছা ও ফায়সালার বিরুদ্ধে কোনো প্রতিক্রিয়া দেখাই না। হে ইবরাহীম, তোমার মৃত্যুতে আমরা প্রকৃত অর্থেই ব্যথিত।[১]

এরপর কী করেন?

এরপর তিনি নিজের স্বাভাবিক কাজে মনোনিবেশ করেন। মুশরিকদের কথার জবাব দেওয়া থেকে সম্পূর্ণ বিরত থাকেন। এমনকি তাদেরকে শাস্তির ভয় দেখাতেও ভুলে যান! তার এই অসম ধৈর্য ও অসামান্য অবিচলতার প্রতিদান হিসেবে অবতীর্ণ হয়, সূরা কাউসার—

إِنَّآ أَعۡطَيۡنَٰكَ ٱلۡكَوۡثَرَ ۝ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنۡحَرۡ ۝ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ ٱلۡأَبۡتَرُ ۝

আমি আপনাকে কাউসার[২] *প্রদান করলাম। সুতরাং আপনি আপনার রবের জন্য সালাত আদায় করুন ও কুরবানী করুন। নিশ্চয় আপনার শত্রুরাই নির্বংশ (হয়ে যাবে)।*

প্রিয় আবুল হাকাম, তুমি যদি সূরাটি মনোযোগ দিয়ে পড়ো তাহলে বুঝতে পারবে যে, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে মূলত কাউসার প্রদানের মাধ্যমে যুগপৎ সান্ত্বনা ও সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে।

এখন লক্ষণীয় বিষয় হলো, তিনি যদি নবুওয়াতের মিথ্যে দাবীদারই হতেন[৩] তাহলে কি তিনি প্রতিদানের এই মিথ্যে আশ্বাসের মাধ্যমে নিজেকে সান্ত্বনা দিতে পারতেন? এতে কি তার শোকসন্তপ্ত হৃদয় শান্ত হতো?

---

[১] *ফাতহুল বারী, সহীহ বুখারী* : ১২৪১

[২] রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য জান্নাতে একটি নদীর সুসংবাদ দেওয়া হয়েছে। এর নাম কাউসার।

[৩] যদিও তার মিথ্যেবাদী হওয়া অসম্ভব।

www.QuranerAlo.net

Contents

তিনি যদি কদাচিৎ মিথ্যে বলেও থাকেন[১] তাহলেও 'ইন্না আ'তাইনা কাল-কাউসার' বলে নিজেকে মিথ্যে প্রবোধ দেওয়ার কথা নয়। কেননা, মানুষ নিজের সঙ্গে প্রতারণা করতে পারে না। নিজেকে মিথ্যে প্রবোধ দিয়ে প্রতারিত হতে পারে না। তাছাড়া এই মিথ্যে প্রবোধে তার লাভ-ই বা কী?

যদি ধরেও নেওয়া হয়, তিনি সান্ত্বনা ও সুসংবাদের ক্ষেত্রে মিথ্যে বলেছেন এবং মানুষের চোখে ধুলো দিয়েছেন[২] তবুও নিরাপত্তা-বিষয়ক তার নিম্নোক্ত বক্তব্যটি মিথ্যে হবার কথা নয়—

ٱللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ

আর আল্লাহই আপনাকে মানুষের আক্রমণ ও অনিষ্ট থেকে রক্ষা করবেন।[৩]

কেননা, মানুষ মিথ্যে বলে নিজের নিরাপত্তাব্যবস্থা প্রত্যাহার করে না। নিজেকে বিপন্ন ও নিরাপত্তাহীন করে না।

উল্লিখিত আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ করলেই ব্যাপারটি স্পষ্ট হয়ে যাবে। আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে তার নিরাপত্তা নিশ্চিত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। নির্দেশ অনুযায়ী সাহাবীগণ পালাক্রমে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন করতেন; কিন্তু এই আয়াত নাযিল করে আল্লাহ তাকে এই প্রতিশ্রুতি দেন যে, এখন থেকে স্বয়ং তিনিই তাকে মানুষের হাত থেকে রক্ষা করবেন। এই প্রতিশ্রুতির পর নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার নিরাপত্তা তুলে নেন। সাহাবীদেরকে ঘরে ফিরে যাওয়ার নির্দেশ করেন।

আচ্ছা, আবুল হাকাম, এখনো কি তুমি তাকে মিথ্যেবাদী মনে করছ? মিথ্যেবাদী হলে কি তিনি একটি মিথ্যে বক্তব্যের মাধ্যমে নিজেই নিজের নিরাপত্তা ব্যবস্থা তুলে নেওয়ার সাহস করতেন? একজন মিথ্যেবাদীর কি এতখানি নৈতিক ও সামরিক শক্তি থাকে?

---

[১] যদিও তা অসম্ভব।

[২] যদিও তা অসম্ভব।

[৩] সূরা মায়িদা, আয়াত : ৬৭

www.QuranerAlo.net

আল্লাহর শপথ, অবশ্যই তিনি সত্যবাদী ছিলেন। তার সত্যবাদিতা সর্বজনবিদিত ছিল। নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি সম্বলিত এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর আল্লাহ তাকে ঠিকই হিফাযত করেছেন। সার্বিক নিরাপত্তা দিয়েছেন এবং এর মাধ্যমে তার সত্যবাদিতাকে বিশ্ববাসীর জন্য স্মরণিকা করে রেখেছেন।

তুমি আল-কাউসার সূরাটি গভীর মনোযোগের সাথে পড়লে দেখবে যে, এই সূরায় নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে শারীরিক ও অর্থনৈতিক শ্রমসাধ্য ইবাদতের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বর্ণিত হয়েছে—

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَٱنْحَرْ

আপনি আপনার রবের উদ্দেশ্যে সালাত আদায় করুন এবং কুরবানী করুন।

প্রিয় আবুল হাকাম, এখানে লক্ষণীয় বিষয় এই যে, তিনি যদি আদতেই মিথ্যেবাদী হয়ে থাকেন এবং এই সূরাটি নিজেই রচনা করে থাকেন, তাহলে কি পুত্রের মৃত্যুশোকে কাতর ও কাফিরদের কটূবাক্যে জর্জরিত অবস্থায় নিজের ওপর এমন কঠিন ও ব্যয়বহুল ইবাদত চাপিয়ে নেবেন? এই শোকাতুর সময়েও কি নিজের ওপর এতখানি আত্মনিয়ন্ত্রণ বজায় রাখা সম্ভব? আদৌ কি তুমি এমনটা করতে পারবে? কিংবা অন্তত ভাবতে পারবে?

সূরার শেষে কাফিরদের কটূক্তির জবাবে কেবল এতটুকু বলা হয়েছে যে—

إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ ٱلْأَبْتَرُ

নিশ্চয় আপনার শত্রুরাই নির্বংশ (হয়ে যাবে)।

বস্তুত এই ঘটনা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুমহান জীবন ও চরিত্রের একটি খণ্ডচিত্রমাত্র। এতে নবী-পুত্র ইবরাহীমের মৃত্যু ও তৎপ্রাসঙ্গিক কিছু বিষয় আলোচিত হয়েছে। আমরা এই ঘটনা পর্যালোচনা করলে দেখতে পাই যে—

তিনি নিজের সম্পর্কে মানুষের অতিমানবীয় ধারণা প্রত্যাখ্যান করছেন। তাদের ভ্রান্তি ধরিয়ে দিচ্ছেন। বলছেন, তার পুত্রের মৃত্যুতে সূর্যগ্রহণের মতো ঘটনা ঘটতে পারে না; বরং এগুলো আল্লাহ নিদর্শনবিশেষ। একথা বলে তিনি সালাতুল কুসুফ পড়ছেন। কবরের আযাবের ব্যাপারে সবাইকে সতর্ক করছেন।

www.QuranerAlo.net

Contents

এরপর তার ওপর একটি সূরা অবতীর্ণ হচ্ছে। জান্নাতে তার জন্য অপেক্ষমান প্রতিদানের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তাকে সান্ত্বনা দেওয়া হচ্ছে। তার ওপর ইবাদতের বিধান আরোপ করা হচ্ছে। সূরার শেষে অতি সংক্ষেপে কাফিরদের কটূক্তির জবাব দেওয়া হচ্ছে।

পুত্রের মৃত্যুশোকে নিজে কাতর হওয়া সত্ত্বেও তিনি সাহাবীদেরকে বিলাপ করতে নিষেধ করছেন। শোকে মুহ্যমান হতে বারণ করছেন; অধিকন্তু এমন শব্দ ও বাক্যে শোক প্রকাশ করছেন এবং অন্যদেরকে উৎসাহিত করছেন—যাতে মহান আল্লাহর প্রতি কোনো অভিযোগ নেই; বরং আছে শুধু অশ্রুসিক্ত কৃতজ্ঞতা ও কৃতার্থতা।

তিনি সুযোগ সন্ধানীর মতো নিশ্চুপ ও নির্বিকার বসে থাকেননি; বরং মানুষকে বুঝিয়েছেন, তার ছেলের মৃত্যুর কারণে সূর্যগ্রহণ হয়নি।

অধিকন্তু তিনি ইবাদত ও স্বাভাবিক কাজকর্ম থেকেও বিরত থাকেননি; বরং সালাতুল কুসুফ আদায় করেছেন। দৈনন্দিন কাজগুলো সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করেছেন।

তিনি যদি মিথ্যেবাদী অথবা সুযোগ সন্ধানী হতেন[১] তবে 'কাউসার' প্রাপ্তির মাধ্যমে নিজেকে আত্মপ্রবঞ্চনামূলক সান্ত্বনা দিতে পারতেন না। ইবাদতের মাত্রা বাড়িয়ে নিতেন না। সাহাবীদেরকে ক্রন্দন ও বিলাপ করতেও নিষেধ করতেন না।

নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের এই আচরণ ও বক্তব্য সম্পর্কে ইসলামের ব্যাখ্যা :

وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلْهَوَىٰٓ ۝ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْىٌ يُوحَىٰ ۝

তিনি তো প্রবৃত্তি অনুসারে কথা বলেন না; বরং তিনি যা বলেন তা তো কেবল এমন ওহী—যা তাঁর কাছে প্রেরণ করা হয়।[২]

নাস্তিকদের ব্যাখ্যা :

'যৌক্তিক কোনো ব্যাখ্যা নেই!'

---

[১] যদিও এটি কোনো বিচারেই সম্ভব নয়।

[২] সূরা নাজম, আয়াত : ৩-৪

www.QuranerAlo.net

[দ্বিতীয় উদাহরণ]

আল্লাহ তাআলা বলেন—

غُلِبَتِ ٱلرُّومُ ۝ فِىٓ أَدْنَى ٱلْأَرْضِ وَهُم مِّنۢ بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ ۝ فِى بِضْعِ سِنِينَ ۗ لِلَّهِ ٱلْأَمْرُ مِن قَبْلُ وَمِنۢ بَعْدُ ۚ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ ٱلْمُؤْمِنُونَ ۝

রোমকরা পরাজিত হয়েছে—নিকটবর্তী এলাকায়। তবে তারা এই পরাজয়ের পর অতিসত্বর বিজয়ী হবে—কয়েক[১] বছরের মধ্যে। অগ্র-পশ্চাতের সমস্ত কিছু আল্লাহরই নিয়ন্ত্রণে। সেদিন মুমিনগণ আনন্দিত হবে।[২]

তিনি আরও বলেন—

يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلسَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَىٰهَا ۖ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ رَبِّى ۖ لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَآ إِلَّا هُوَ ۚ ثَقُلَتْ فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۚ لَا تَأْتِيكُمْ إِلَّا بَغْتَةً ۗ يَسْـَٔلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِىٌّ عَنْهَا ۖ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ ٱللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

তারা আপনাকে জিজ্ঞেস করে, কেয়ামত কখন অনুষ্ঠিত হবে? বলে দিন, এর খবর তো কেবল আমার পালনকর্তার কাছেই রয়েছে। তিনিই তা প্রকাশ করবেন নির্ধারিত সময়ে। আসমান ও জমিনের জন্য তা অতি কঠিন বিষয়। যখন কিয়ামত আসার সময় হবে তখন অজান্তেই এসে যাবে। আপনাকে তারা এমনভাবে জিজ্ঞেস করতে থাকে, যেন আপনি তার অনুসন্ধানেই লেগে আছেন। বলে দিন, এর সংবাদ কেবল আল্লাহর নিকটই রয়েছে; কিন্তু অধিকাংশ লোকই তা উপলব্ধি করে না।[৩]

প্রথম আয়াতে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ওহীর ভিত্তিতে এই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, রোমকরা কয়েক বছরের মধ্যেই বিজয়ী হবে। দুর্ঘটনাক্রমে কয়েক বছর পর যদি রোমকরা বিজয়ী না হতো তাহলে তখনই সবকিছু শেষ হয়ে

---

[১] কয়েক তথা بضع বলতে তিন থেকে নয় অথবা তিন থেকে দশ বোঝানো হয়েছে।

[২] সূরা রুম, আয়াত : ২-৪

[৩] সূরা আরাফ, আয়াত : ১৮৭

www.QuranerAlo.net

যেত। নবুওয়াতের দাবী মিথ্যে প্রমাণিত হতো। ইসলাম একটি ভ্রান্ত ধর্ম বলে স্বীকৃতি লাভ করত। তার প্রতি মানুষের ভক্তি ও ভালোবাসা শেষ হয়ে যেত। সুতরাং বোঝাই যাচ্ছে, কত বড় রিস্ক নিয়ে তিনি এই ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন!

অথচ দ্বিতীয় আয়াতে কিয়ামত সংক্রান্ত প্রশ্নের উত্তরে তিনি কোনো কথাই বললেন না; বরং বিনীতভাবে কেবল এতটুকু নিবেদন করলেন যে, এব্যাপারে তিনি কিছু জানেন না। তিনি যদি বলে দিতেন, ৫০০ বছর পরে কিয়ামত সংঘটিত হবে, তবুও তার কোনো ক্ষতি হতো না। কারণ, তার এই ভবিষ্যদ্বাণীর সত্যতা যাচাই করার জন্য তার ভক্ত, অনুসারী বা সমকালীনদের কেউ ৫০০ বছর বেঁচে থাকত না! আদৌ কিয়ামত সংঘটিত হলো কি না—সেটাও জানতে পারত না। সুতরাং বোঝাই যাচ্ছে, এই ভবিষ্যদ্বাণীতে কোনো ঝুঁকিই নেই। জনসাধারণের ভক্তি হ্রাস পাওয়ারও কোনো আশংকা নেই।

কিন্তু তিনি ঝুঁকিপূর্ণ প্রশ্নে স্পষ্ট জবাব দিলেন, আর নিরাপদ প্রশ্নের উত্তরে বললেন যে, এব্যাপারে তিনি কিছুই জানেন না। তিনি যদি নবী না হয়ে সাধারণ একজন মানুষ হতেন অথবা মিথ্যেবাদী হতেন তবে তিনি এই জায়গাটাতে কী করতেন?

যদি...

যদি তুমি পৃথিবীর চরমতম মিথ্যুককে নিম্নোক্ত প্রশ্ন দুটি করো—

১. আগামী দশ বছরের মধ্যে কি রাশিয়া আমেরিকাকে পর্যুদস্ত করবে?

২. বিশ্বজগত কবে ধ্বংস হবে?

আর তাকে বলো যে, 'তুমি যেকোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও'। তাহলে সে কোন প্রশ্নের উত্তর দিবে? প্রথমটার নাকি দ্বিতীয়টার?!

কোন প্রশ্নটাকে সে নিরাপদ মনে করবে? প্রথমটাকে নাকি দ্বিতয়টাকে?

সে নির্দ্বিধায় দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তর দেবে। দ্বিতীয় প্রশ্নটিকেই নিরাপদ মনে করবে। আর প্রথম প্রশ্নটিকে সযত্নে এড়িয়ে যাবে। এর কোনো উত্তর দেবে না। কারণ, প্রথম প্রশ্নের উত্তর ভুল হওয়ার আশংকা আছে। তার ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যে প্রমাণিত হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা আছে।

www.QuranerAlo.net

তাহলে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কেন ঠিক উল্টো কাজটা করলেন? কেন তিনি নিরাপদ প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে ঝুঁকিপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর দিলেন?![১]

উল্লিখিত প্রশ্নোত্তর সম্পর্কে ইসলামের ব্যাখ্যা :

وَمَا يَنطِقُ عَنِ ٱلْهَوَىٰٓ ۝ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْىٌ يُوحَىٰ ۝

তিনি তো প্রবৃত্তি অনুসারে কথা বলেন না; বরং তিনি যা বলেন তা তো কেবল এমন ওহী—যা তাঁর কাছে প্রেরণ করা হয়![২]

নাস্তিকদের ব্যাখ্যা :

'যৌক্তিক কোনো ব্যাখ্যা নেই!'

প্রিয় আবুল হাকাম,

আমি তোমার সামনে আরও উদাহরণ পেশ করবো, নাকি এখন তুমিই জবাব দেবে?

একটু অপেক্ষা করো। একটু ধৈর্য ধরো। গুরুত্বপূর্ণ কিছু কথা এখনো বলা হয়নি। স্বতঃসিদ্ধ কিছু দৃষ্টান্ত এখনো পেশ করা হয়নি। আল্লাহর ইচ্ছায় এখনই সেগুলো উপস্থাপন করবো।

[১] যদি তিনি মিথ্যাবাদীই হয়ে থাকেন।

[২] সূরা নাজম, আয়াত : ৩-৪

www.QuranerAlo.net

তিনিই আল্লাহ

[ড. হুসামুদ্দীনের দ্বিতীয় জবাব]

প্রিয় আবুল হাকাম,

কেমন আছ? আশা করি ভালোই আছ। তবে আমার মনে হচ্ছে, তুমি এখনো এমন মহিমান্বিত সিজদা থেকে বঞ্চিতই রয়ে গেছ, যে সিজদায় আত্মিক ও মানসিক কষ্টগুলো অশ্রু হয়ে ঝরে পড়ে। যে সিজদায় চিত্ত প্রশান্ত হয়। বক্ষ উন্মোচিত হয়। হৃদয় বৃষ্টির মতো স্বচ্ছ আর মেঘের মতো কোমল হয়। দেহ ও মন প্রজাপতির ন্যায় মুক্ত আকাশে উড়ে বেড়ানোর স্বাদ পায়।

তুমি বলেছ—

> আমি জানি, বিশ্বজগতের একজন স্রষ্টা আছেন; কিন্তু আমি এতটাই অহংকারী যে, তার ওপর কিছুতেই বিশ্বাস স্থাপন করতে পারছি না।

বস্তুত তোমার অবস্থা হলো পলাতক গোলামের মতো। যে গোলাম মনিবের কাছ থেকে পালিয়েছে। পালিয়ে যেতে যেতে মনিবের রাজত্বেরও বাইরে চলে গেছে। কারণ, সে আর গোলাম থাকতে চায় না; কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সে জানে না যে, পলাতক গোলাম পালানোর পরও গোলামই থাকে। নিছক পালানোর কারণে মনিবের মালিকানা ও অধিকার ক্ষুণ্ণ হয় না।

www.QuranerAlo.net

অধিকন্তু মনিবের অনুগ্রহেই তার পক্ষে পালানো সম্ভবপর হয়েছে। কারণ, সদাজাগ্রত ও সর্বজ্ঞ মনিব চাইলেই তাকে শৃঙ্খলিত করে নিয়ে আসতে পারতেন! কিন্তু তিনি দয়াপরবশ হয়ে সেটা করেননি। আরও বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, জান্নাতেও একশ্রেণির মানুষকে এভাবে শৃঙ্খলিত অবস্থায় প্রবেশ করানো হবে।

আচ্ছা, আবুল হাকাম, তুমি কি নিজেকে ওই গোলামের মতো মনে কর? করলে করতে পার!

তবে আমি কিন্তু তোমাকে তার চেয়েও অধিক বিচক্ষণ ও প্রজ্ঞাবান মনে করি।

তুমি কি মহান আল্লাহর নিম্নোক্ত বাণীটি পড়োনি—

نَّحْنُ خَلَقْنَٰهُمْ وَشَدَدْنَآ أَسْرَهُمْ ۖ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَآ أَمْثَٰلَهُمْ تَبْدِيلًا

আমিই তাদেরকে সৃষ্টি করেছি এবং তাদের গঠন সুদৃঢ় করেছি। আবার আমি যখন ইচ্ছে করবো তখন তাদের পরিবর্তে তাদের অনুরূপ এক জাতিকে প্রতিষ্ঠিত করবো।[১]

আমি আর তুমি যতই অহংকার করি না কেন এবং যতই আস্ফালন করি না কেন প্রকৃতপক্ষে আমরা সকলেই মহান আল্লাহর হাতে বন্দি গোলাম। তার অনুগ্রহ দাস। তিনি চাইলে তোমাকে এবং আমাদের সবাইকে প্রচণ্ড প্রতাপের সঙ্গে পাকড়াও করতে পারেন। কঠোর হস্তে শাস্তি প্রদান করতে পারেন।

কিন্তু তিনি পরম সহিষ্ণু ও অসীম ধৈর্যের আধার। তাই তুমি দূরে সরে থাকা সত্ত্বেও তিনি তোমাকে পাকড়াও করছেন না। তোমাকে শাস্তি দিচ্ছেন না; অধিকন্তু অহংকার প্রদর্শন করা সত্ত্বেও তিনি তোমাকে সত্য ও সুন্দরের পথ দেখাচ্ছেন। তোমার কল্যাণ কামনা করছেন। এরপরও কেন তুমি দূরে সরে যেতে চাও? এরপরও কেন তুমি বলো না—'হে আমার রব, আমি আপনার সন্তুষ্টি প্রত্যাশা করি!'

প্রথম পর্বে তোমাকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পর্কে বলেছি। তার অভূতপূর্ব সততা ও সত্যবাদিতা প্রমাণ করে দেখিয়েছি। সেই সঙ্গে এটাও নিশ্চিত

---

[১] সূরা দাহর, আয়াত : ২৮

www.QuranerAlo.net

Contents

করেছি যে, তিনি কখনো, কোনো অবস্থায়ই আল্লাহর ব্যাপারে কোনো মিথ্যে বলতে পারেন না। তিনি সর্বতোভাবেই সত্যবাদী। তার সত্যবাদিতা সর্বজনবিদিত।

এবার আমি তোমাকে এই রাসূলের রব সম্পর্কে জানাবো। তবে এসো! তোমাকে আমার রব, তোমার রব এবং সৃষ্টিকূলের রব সম্পর্কে জানাই। তার সঙ্গে তোমাকে পরিচয় করাই।

তিনিই আল্লাহ

পরিচয়ের কথা বলে মনে হয়, বিপদেই পড়লাম আমি। তোমার কি মনে হয় যে, আমি তোমাকে আল্লাহ সম্পর্কে সম্যক একটি ধারণা দিতে পারবো? তাঁর প্রকৃত পরিচয় তুলে ধরতে পারবো? কিংবা অন্তত তাঁর সম্পর্কে যথেষ্ট বলতে পারবো?

বস্তুত আমরা তাঁর প্রকৃত পরিচয় তুলে ধরতে অক্ষম। তাঁর যথোপযুক্ত গুণকীর্তন করতে অপারগ। একারণে আমি মহান আল্লাহর বিশাল সৃষ্টিজগৎ থেকে অল্প কিছু সৃষ্টির কথা উল্লেখ করবো—এই সৃষ্টিগুলোই তাদের সৃষ্টিকর্তা-মহান আল্লাহর পরিচয় তুলে ধরবে। আমাকে এবং তোমাকে আশ্বস্ত করবে। এভাবে আমি সৃষ্টজগতের উপর তাঁর স্রষ্টার পরিচয় প্রদানের গুরুভার আরোপ করে দায়িত্বমুক্ত হবো। অবশ্য আমি পূর্বেই বলে নিয়েছি যে, আমরা তাঁর প্রকৃত পরিচয় তুলে ধরতে অক্ষম। তাঁর যথোপযুক্ত গুণকীর্তন করতে অপারগ। কেননা, তাঁর সম্পর্কে বলে শেষ করা যাবে না...

কী দিয়ে শুরু করবো?

সুদূরে আসমান-জমিনে চিন্তাকে প্রসারিত না করে, চলো আমরা একান্ত কাছের বস্তু—নিজের দিকে ফিরে তাকাই! তোমারই দেহের অন্দরে উঁকি দিই! তুমি কি জানো, তোমার শরীরের ভেতরেই অনেকগুলো নিরোধক কপাটিকা আর হরেক রকমের নিশ্ছিদ্র সেফটি ভাল্‌ভ আছে? এসো, তোমাকে এই সেফটি ভাল্‌ভ সম্পর্কে ধারণা দিই।

কোত্থেকে শুরু করবো?

আমি কি ওই ভাল্‌ভ বা কপাটিকা থেকে শুরু করবো—যে ভাল্‌ভ খাওয়ার সময় খাদ্যকে শ্বাসতন্ত্রে না-নিয়ে বরং খাদ্যনালীতে প্রবিষ্ট করে?[১] এখানে দশটিরও

---

[১] আলজিহবা (Epiglottis) বলে একে। খাবার গেলার সময় এই আলজিহবা আমাদের শ্বাসনালীর ছিদ্র ঢেকে রাখে।

www.QuranerAlo.net

অধিক পেশি কাজ করে। তুমি কি এগুলোর নাম জানো? এগুলোর কাজের ধরন ও প্রকৃতি সম্পর্কে কোনো ধারণা রাখো?![১]

তুমি এগুলো সম্পর্কে কিছুই জানো না। এগুলোর কাজের ধরন ও প্রকৃতি সম্পর্কে কোনো ধারণা রাখো না। তবে তোমার অবচেতনে এগুলো ঠিকই কাজ করে।

এই পেশিগুলো সংকুচিত হলে শ্বাসনালী উঠে গিয়ে বন্ধ হয়ে যায়[২], আর নাসাপথের পশ্চাদপথ বন্ধ হয়ে যায়[৩]; ফলে খাদ্য নাকে চলে যায় না; আবার শ্বাসনালীতেও প্রবেশ করতে পারে না। এ কারণে বাধ্য হয়ে শুধুমাত্র খাদ্যনালী দিয়েই খাদ্য প্রবেশ করে।

সুতরাং যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমার দেহকে সুগঠিত করেছেন তার শপথ করে বলছি, বলো তো! এগুলো কে সৃষ্টি করেছে?

এখন তোমাকে আরেকটি সেফটি ভাল্‌ভের কথা বলি—

> **মানবদেহে বিশেষ একটি ভাল্‌ভ আছে। এই 'ভাল্‌ভটি' মানুষের অনিচ্ছায় তার দেহ থেকে বর্জ্য বের হতে বাধা দেয়। মলদ্বার রুদ্ধ রাখে। এই ভাল্‌ভ-**

---

[১] পেশিগুলোর নাম এবং কাজের ধরন ও প্রকৃতি জেনে নিন :

- মুখ বন্ধ রাখে Orbicularis oris- Buccinator
- চোয়ালকে উপরে ধরে রাখে Temporalis-Masseter-Medial & Lateral Pterygoid
- হিবাকে উলটে দেয় Superior & inferior longitudinals- Transversus- Verticalis
- হিবাকে নিচে টেনে ধরে Hypoglossu- Genioglossus- Styloglossus- Palatoglossus
- হাইওয়েড হাড়কে উঠানামা করায় Geniohyoid- Mylohyoid- Anterior & posterior belly of Digastric- Styohyoid- Omohyoid
- থাইরয়েড হাড়কে ওঠানামা করায় Thyrohyoid- Sternohyoid- Sternothyroid
- মুখের তালু ওঠানামা করায় Tensor veli palatine- Levator veli palatine- Palatoglossus-
- আলজিহবা নড়াচড়া করায় uvular- Thyroepiglottic
- চাপ দিয়ে খাবার যাওয়ার পথ করে দেয় Thyroarytenoid- Transverse arytenoid- Oblique arytenoid- Lateral & Posterior cricoarytenoid- Interarytenoid- Aryepiglottic
- খাবার টেনে নামায় Cricopharyngeus- Stylopharyngeus- Palatopharyngeus- Salpingopharyngeus- Superior, Middle & inferior pharyngeal constrictors

[২] Uvular- Thyroepiglottic- Aryepiglottic মিলে এটা করে।

[৩] Superior pharyngeal constrictor- Palatopharyngeus- Palatoglossus- Levator veli palatine মিলে কাজটা করে।

www.QuranerAlo.net

এর দুটি অংশ রয়েছে। একটি অভ্যন্তরীণ নিরোধক[১], অপরটি বহির্নিরোধক[২]। অভ্যন্তরীণটি আবার অনৈচ্ছিক। এটি এর নিচের নালীটিকে ফাঁকা রাখে, যাতে ঐচ্ছিক বহির্নিরোধকটি দীর্ঘ কাজে ক্লান্ত না হয়; বায়ু জমে গিয়ে মানুষের অনিচ্ছায় বায়ু বা বর্জ্য বের না হয়ে যায়!

বহির্নিরোধক অংশটি নিয়ে এখনো বিজ্ঞানীরা বিভ্রান্তিতে আছে। কেউ বলেন, এটি মূলত একটি পেশি। কেউ বলেন একাধিক। এখন আবার কেউ কেউ বলছেন, এটি তিনটি পেশির সমন্বয়ে গঠিত। এটি সংকুচিত হয়ে পৌষ্টিকতন্ত্রকে সমকোণে রাখে। ফলে মানুষের অনিচ্ছায় কোনো কিছু বের হতে পারে না।

শুধু কি তাই?

এই 'ভাল্‌ভ'টির মধ্যে মানবদেহের অভ্যন্তরীণ পদার্থের ধরন ও প্রকৃতি নির্ণয়ের এবং প্রাকৃতিক উপায়ে মানুষকে সেসম্পর্কে সংকেত প্রদান করার অসামান্য যোগ্যতা রয়েছে। এরই সাহায্যে মানুষ স্পষ্টত অনুভব করতে পারে যে—অভ্যন্তরীণ পদার্থটি বায়বীয়, তরল, নাকি কঠিন। সে যদি অনুভব করে যে, পদার্থটি বায়বীয় তাহলে সেই অনুপাতে নিঃসরণ করে। আর যদি অনুভব করে পদার্থটি কঠিন তাহলে তার উপযোগী ভিন্ন উপায় গ্রহণ করে। কথা বাড়ানোর কিছু নেই। বুদ্ধিমান ব্যক্তির জন্য তো সামান্য ইশারাই যথেষ্ট।

আচ্ছা, আবুল হাকাম, একবার ভেবে দেখো তো, যদি মানুষ মলাশয়ে বায়ু অতিক্রম করছে মনে করে সে অনুযায়ী কাজ করার পর হঠাৎ দেখল, যে তা ছিল কঠিন পদার্থ তাহলে কী অবস্থা হতো? মানুষের সম্মান-সম্ভ্রম আদৌ কি বজায় থাকত?

এবার আরেকটু গভীরে গিয়ে চিন্তা করো তো, যদি এই ভালভটিই না থাকত তাহলে কী হতো? মানুষ কি তখন সভ্যতার বড়াই করতে পারত?

এবার আরেকটি 'ভাল্‌ভের' কথা শোনো—

---

[১] Internal Anal Sphincter

[২] External Anal Sphincter

www.QuranerAlo.net

মানুষের যকৃত থেকে নিঃসৃত পিত্তরস পিত্তনালির মাধ্যমে পিত্তথলিতে যায় এবং সেখানে জমা থাকে। যখন অন্ত্রে খাদ্য প্রবেশ করে তখন পিত্তথলিতে স্নায়ুবিক ও হরমোনিক কিছু সিগন্যাল আসে এবং তা সংকুচিত হয়, ফলে জমে থাকা তরল অন্ত্রে যায়।

পিত্তথলি সংলগ্ন নালিতে (Cystic Duct) তরল পদার্থ দু'দিকেই চলাফেরা করে। এটিই তোমার দেহের একমাত্র নালি, যেখানে তরল দু'দিকেই চলাচল করে!

এই ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র নালিটির 'ভাল্‌ভ' দেখতে কেমন? এই 'ভাল্‌ভ'টির আকৃতি—প্যাঁচানো। এ-প্যাঁচানো (spiral) আকৃতির কারণে তরল দু'দিকেই চলাচল করতে পারে।

যিনি তোমাকে দুটি চোখ, একটি জিহ্বা আর দুটি ঠোঁট দিয়েছেন, তার শপথ করে বলছি, এটা কে সৃষ্টি করেছেন?

এখন তোমাকে আরেকটা ভাল্‌ভের সন্ধান দেবো—

এটি হলো হৃৎপিণ্ডের ভাল্‌ভ। তুমি কি হৃৎপিণ্ডের ভাল্‌ভ বা কপাটিকা সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানো? এর বিবরণ তো অনেক দীর্ঘ। এর আকৃতি কেমন, এর নড়াচড়া কেমন, এগুলো কীভাবে বন্ধ হয়, কীভাবে সমন্বিতভাবে কাজ করে? অনেকে এ সম্পর্কে কিছুই জানেই না। তবু এগুলো কাজ করে। মানুষের অবচেতনেই কাজ করে চলে!

এগুলোর বর্ণনাই কি যথেষ্ট নয়; না তোমাকে আরও কিছু বলতে হবে?

তবে শোনো—

ডিওডেনাম বা গ্রহণী

ডিওডেনামে যে ভাল্‌ভ আছে তা পিত্তরসের অন্ত্রে প্রবেশকে নিয়ন্ত্রণ করে (Ampulla Of Vater), যার মাধ্যমে হজম বা পরিপাক প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। এ ভাল্‌ভটি নিয়ে বিভ্রান্তি রয়েছে এখনো। কেউ বলেছে, এর একটিমাত্র অংশ। কেউ বলে, তিনটি। আবার কেউ কেউ বলে, চারটি।

কে এই মহান স্রষ্টা, যার সৃষ্টিকুশলতা মানুষকে হতবুদ্ধ করে দেয়?

www.QuranerAlo.net

Contents

আমার সাথে তুমিও বলো—

> এটি মহান আল্লাহর সৃষ্টিকুশলতা, যিনি সবকিছুকে করেছেন সুসংহত। তোমরা যা কিছু করছ, সে সম্পর্কে তিনি পূর্ণ অবগত।

ভাল্‌ভ সম্পর্কে এতটুকু বলাই যথেষ্ট মনে করছি। কেননা, এগুলো অজস্র ও অসংখ্য। আচ্ছা, আবুল হাকাম, এখন বলো তো, নাস্তিকদের এ ক্ষেত্রে কী যুক্তি ও ব্যাখ্যা থাকতে পারে? তারা এক্ষেত্রে এমন অসমর্থিত যুক্তি ও ব্যাখ্যা দাঁড় করাবে—যেগুলো প্রকাশ করার চেয়ে নিশ্চুপ থাকা অধিক নিরাপদ ও সম্মানজনক। তারা তোমাকে বলবে যে, 'সবকিছু নিজে নিজেই হয়ে গেছে', 'সবই প্রকৃতির সৃষ্টি' 'অসার সমাপতনেই সৃষ্টির মূল কারণ' ইত্যাদি। তুমি তাদের এধরনের অসার কথার ফাঁদে না-পড়ে বরং শাশ্বত সত্য ও প্রতিষ্ঠিত বাণীর শরণাপন্ন হও...

ইসলামী ব্যাখ্যা :

قُلِ ٱللَّهُ يَبۡدَؤُاْ ٱلۡخَلۡقَ ثُمَّ يُعِيدُهُۥٓ

আপনি বলুন, আল্লাহই সৃষ্টির সূচনা করেন এবং তিনিই আবার এর পুনরাবৃত্তি ঘটাবেন।[১]

আচ্ছা, আবুল হাকাম, তুমি যদি একবার বলো—

> 'আমি আল্লাহর ওপর ঈমান আনলাম' এরপর এই কথার ওপর অবিচল থাকো; এর দাবীগুলো আদায় করো—তবে তোমার সমস্যা কোথায়? ভয় কীসের? সাহস করে অন্তত একবার বলেই দেখো!

নাস্তিকদের ব্যাখ্যা :

'যৌক্তিক কোনো ব্যাখ্যা নেই!'

---

[১] সূরা ইউনুস, আয়াত : ৩৪

www.QuranerAlo.net

এবার চলো আমরা বিষয়ের আরও গভীরে প্রবেশ করি...

মহান আল্লাহই আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টির পর আমাদের ওপর বেশকিছু দায়িত্ব অর্পণ করেছেন। একেবারে দায়িত্বহীন ছেড়ে দেননি; অধিকন্তু এই দায়িত্ব পালনের জন্য তিনি আমাদেরকে পর্যাপ্ত যোগ্যতা দিয়েছেন। অসংখ্য নিয়ামতরাজিতে আচ্ছাদিত করে রেখেছেন। মৃত্যুর পর এই নিয়ামত সম্পর্কে তিনি আমাদেরকে জিজ্ঞাসা করবেন। কোন নিয়ামতের কেমন শুকরিয়া আদায় করেছি—তা জানতে চাইবেন। সেদিন কোনো কিছুই গোপন করার সুযোগ থাকবে না। কেউ গোপন করতে চাইলেও পারবে না। কারণ, আল্লাহর অনুগ্রহপুষ্ট এই দেহ ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গই সেদিন আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে। আমাদের কপটতা প্রকাশ করে দেবে।

নির্বোধরা এই মহা সত্যকে অস্বীকার করে। তারা মনে করে, করুণার আধার মহান আল্লাহ আমাদেরকে সৃষ্টি করেননি। কিংবা সৃষ্টি করলেও তিনি আমাদেরকে বিশেষ কোনো দায়িত্ব প্রদান করেননি। আমাদের দায়িত্বও গ্রহণ করেননি।

তাদের এই ধারণা অবান্তর। করুণার আধার মহান আল্লাহ অনাদি কাল থেকে আছেন। অনন্তকালেও থাকবেন। মহাপ্রলয়ের পরও তিনি আমাদেরকে নিয়ামতরাজি দিয়ে আচ্ছাদিত করে রাখবেন।

এই মহান সত্তার কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন কিয়ামত ও মহাপ্রলয় সংঘটিত হওয়ার পূর্বেই তোমাকে মুসলিম হিসেবে কবুল করেন! তোমাকে ঈমানময় সুন্দর একটি মৃত্যু দান করেন।

প্রিয় আবুল হাকাম, এই মহান সত্তাই তোমার কল্যাণ চিন্তা করে (আপন দয়াগুণে) তোমার দেহের ভালভ্ বা কপাটিকাগুলো পরিচালনা করেন। তোমাকে দানবীয় শক্তির হাত থেকে রক্ষা করার জন্য ঐশ্বরিক নিরাপত্তা প্রদান করেন। তোমার অগ্র-পশ্চাতে হিফাযতের ফেরেশতা নিযুক্ত করেন। তিনিই কি আবার তোমার ইহকালীন ও পরকালীন ক্ষতির জন্য রিসালাতের মিথ্যে দাবীদারকে সুযোগ করে দেবেন? তার মাধ্যমে তোমাকে প্রতারিত করার ব্যবস্থা করবেন? তার বিরুদ্ধে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন না? তার মিথ্যে প্রকাশ করে তাকে লাঞ্ছিত ও অপদস্থ করবেন না? এটাও কি সম্ভব, আবুল হাকাম!

www.QuranerAlo.net

তুমি লক্ষ করলে দেখবে যে, মিথ্যে দাবীদাররা সবসময়ই স্ববিরোধিতায় লিপ্ত হয়। তাদের কথায় মিথ্যের আলামত সুস্পষ্টরূপে ফুটে ওঠে। তাদের ক্ষেত্রে এটাই আল্লাহর প্রাকৃতিক বিধান। এই তত্ত্বের সত্যতা অনুধাবনের জন্য তুমি মির্জা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানীর প্রতি লক্ষ্য করতে পারো। সে নবুওয়াতের মিথ্যে দাবী করেছিল। জীবদ্দশায় আল্লাহ তাকে প্রতিনিয়ত লাঞ্ছিত ও অপমানিত করেছেন। এমনকি তার মৃত্যুও হয়েছিল চরম লাঞ্ছনার মধ্য দিয়ে।

মির্জা কাদিয়ানী তো ভৌগলিক বিচারে তোমার থেকে অনেক দূরে। সুতরাং তার উদাহরণ বুঝতে কষ্ট হলে তুমি তোমার প্রতিবেশী খ্রিষ্টান সম্প্রদায়ের প্রতি লক্ষ করতে পারো। তারা যখন আল্লাহর কিতাবকে বিকৃত করেছিল তখনো আল্লাহ তাদেরকে অপদস্থ করেছিলেন। তাদের বিকৃতির স্বরূপ উন্মোচিত করে দিয়েছিলেন। তাদেরকে স্ববিরোধী তথ্যের জালে আবদ্ধ করে ফেলেছিলেন। ফলে অবস্থা এই দাঁড়িয়েছিল যে, তারা জোড়াতালি দিতে গিয়ে ছিদ্রকে আরও বড় করে তুলেছিল।

বস্তুত এটিই মহান আল্লাহ ও আমাদের প্রিয় রবের চিরায়ত নীতি। তিনিই আপন দয়াগুণে তোমার ও তোমার মতো অন্যান্য মানুষের শারীরিক ও মানসিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করেন। মানুষের ইহকালীন ও পরকালীন ক্ষতির জন্য কোনো মিথ্যুককে ছাড় দেন না। তার নামে মিথ্যাচার করার সুযোগ দেন না; বরং দ্রুততম সময়ের মধ্যে তার মিথ্যে প্রকাশ করে দেন। তাকে চরমভাবে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করেন।

অধিকন্তু মহাপ্রজ্ঞাবান স্রষ্টা মানুষকে অসত্যের অসারতা, স্ববিরোধিতা এবং তার লজ্জাজনক পরিণতি অনুধাবনের সহজাত যোগ্যতা ও বিবেক-বুদ্ধি দিয়েই সৃষ্টি করেছেন। স্রষ্টাপ্রদত্ত এই বিবেকের কিয়দাংশ কাজে লাগালেই ব্যাপারটি তোমার কাছে স্পষ্ট হয়ে যাবে।

এই সত্য অনুধাবনের পর তোমাকে একটি বিষয় অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, মহান আল্লাহ কেবল তোমার জাগতিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করেই ক্ষান্ত হননি; বরং তিনি তোমার ধর্মীয় ও পরকালীন নিরাপত্তা নিশ্চিত করারও যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। তবে এই নিরাপত্তালাভের জন্য তোমাকে অবশ্যই তার নির্দেশিত নিরাপত্তা-বেষ্টনীতে প্রবেশ করতে হবে।

www.QuranerAlo.net

এখন বিদগ্ধ নাস্তিককুলের নিকট আমার প্রশ্ন—

> **আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যদি তার রবের ব্যাপারে মিথ্যাচার করে থাকেন তবে তার ক্ষেত্রে কেন এমন অপমানজনক ঘটনা ঘটল না? কেন তার কোনো ভবিষ্যদ্বাণী মিথ্যে প্রমাণিত হলো না?**

প্রিয় আবুল হাকাম,

তোমাকে ইতোমধ্যেই এমন কিছু তথ্য ও ঘটনা জানিয়েছি, যার মাধ্যমে তুমি স্পষ্টতই বুঝতে পেরেছ যে, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বোতভাবেই পরম সত্যবাদী ছিলেন। সেই সঙ্গে বিভিন্ন উদাহরণের সাহায্যে তোমাকে এটাও দেখানোর চেষ্টা করেছি যে, কোনো মিথ্যেবাদী মর্যাদা ও গ্রহণযোগ্যতায় তাঁর সমমানের হলে সে কী ভূমিকা পালন করত; অথবা প্রকৃতি তার সঙ্গে কী আচরণ করত?

তুমি যদি পূর্বোক্ত আলোচনা বুঝে থাক, তবে দিব্য চোখে দেখতে পাবে যে, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আচরণ ও উচ্চারণ মিথ্যেবাদীদের তাবৎ কর্মতৎপরতার সম্পূর্ণ বিপরীত ছিল। তিনি প্রকৃত অর্থেই আল্লাহর প্রেরিত রাসূল ছিলেন। সত্য ও ন্যায়ের অভিসারী ছিলেন।

আর এখন তোমাকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি যে, যে-মহান স্রষ্টা আপন দয়াগুণে তোমার শারীরিক ও মানসিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছেন তিনি কোনো যুক্তিতেই তোমার ইহকালীন ও পরকালীন ক্ষতির জন্য কোনো মিথ্যুককে ছাড় দিতে পারেন না। তার নামে মিথ্যাচার করার সুযোগ দিতে পারেন না; বরং কেউ এমন করলে দ্রুততম সময়ের মধ্যে তার মিথ্যে প্রকাশ করে দেন। তাকে চরমভাবে লাঞ্ছিত ও অপদস্থ করেন। এটিই আল্লাহর প্রাকৃতিক নিয়ম। তিনি কখনো এই নিয়মের ব্যতিক্রম করেন না।

নবুওয়তের মিথ্যেদাবীদার মির্জা গোলাম আহমাদ কাদিয়ানী ও মুসাইলামাতুল কায়যাব, আসমানী কিতাব বিকৃতকারী ইহুদী-খ্রিস্টান ও আরও যারা আল্লাহর নামে মিথ্যারোপ করেছে তাদের পরিণতি চিন্তা করলেই বিষয়টি তোমার কাছে স্পষ্ট হয়ে যাবে। তুমি তখন সবিস্ময়ে লক্ষ্য করবে যে, মিথ্যে তাদের নামের অবিচ্ছেদ্য একটি অংশে পরিণত হয়েছে। যথাসময়ে তাদের মিথ্যাচার প্রকাশ পেয়ে গেছে এবং তাদের সবার ভাগ্যে লজ্জাজনক পরিণতি নেমে এসেছে।

www.QuranerAlo.net

Contents

প্রিয় আবুল হাকাম, তোমাকে আগে যা বলেছি এবং এখন যা বললাম, তুমি এই দুইয়ের মধ্যে সমন্বয় সাধন করলে দেখবে যে, এক্ষেত্রে নাস্তিকদের গ্রহণযোগ্য কোনো যুক্তি বা বক্তব্য নেই। তারা কেবলই নীরবতা পালন করছে। যদি তারা এই নীরবতা ভঙ্গ করে এবং কথা বলে ওঠে তবে নিশ্চিতরূপে জেনে রাখো যে, তাদের শ্রবণেন্দ্রীয় থাকলেও প্রকৃতিগতভাবে তারা বধির। এরপরও যদি তার দৈবগুণে শুনতে পায় বলে দাবী করে তবে বিশ্বাস করো যে, তারা অর্বাচীন। মানসিক প্রতিবন্ধী। এটিই তাদের প্রকৃত অবস্থা। তারা ধ্বংসোন্মুখ খাদের কিনারে এসে দাঁড়িয়েছে; বরং তারা ইতোমধ্যেই ওই খাদে নিপতিত হয়েছে।

কিন্তু আবুল হাকাম, সবচেয়ে বড় আশ্চর্যের বিষয় এই যে, মিথ্যুকদের ভাগ্যে যেসকল লজ্জা ও লাঞ্ছনাকর পরিণতি নেমে এসেছে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ক্ষেত্রে কিন্তু তার কিছুই ঘটেনি।

বরং উত্তরোত্তর তার উন্নতি হয়েছে। গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে। আল্লাহ পদে পদে তাকে সাহায্য করেছেন। অলৌকিক ঘটনা ঘটিয়ে তাকে সমর্থন যুগিয়েছেন।

হ্যাঁ, তোমার স্রষ্টার শপথ করে বলছি, স্রষ্টা তাকে সাহায্য করেছেন। অলৌকিক উপাদান ও প্রমাণ দ্বারা তাকে সমর্থন যুগিয়েছেন। এই সমর্থন কোনো মানুষের পক্ষে সম্ভব ছিল না। এই প্রমাণ কোনো লৌকিক প্রমাণ ছিল না। তুমি যদি কেবল মুহাম্মাদের প্রতি তার স্রষ্টার সাহায্য ও সমর্থনের এই অলৌকিক ধরন ও উপায়গুলো নিয়ে চিন্তা করো, তাহলেই বুঝতে পারবে যে, তিনি মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত সত্য রাসূল ছিলেন। সত্য ও ন্যায়ের মূর্ত প্রতীক ছিলেন।

আল্লাহ চাইলে এ ব্যাপারে সামনে আরও কথা হবে। ইন শা আল্লাহ।

[আবুল হাকামের উত্তর]

শ্রদ্ধেয় হুসামুদ্দীন হামিদ,

আপনার সুন্দর ভাষা, প্রাঞ্জল উপস্থাপনা ও উপুর্যপরি রেফারেন্সে আমি হতবুদ্ধ হয়ে গেছি। প্রশংসার ভাষা হারিয়ে ফেলেছি।

www.QuranerAlo.net

> গতকালই আমি প্রথমবারের মতো মৃত্যুর কথা স্মরণ করেছি। গতকালই আমি প্রথমবারের মতো মৃত্যু নিয়ে ভেবেছি। অবশ্য গতকালের পূর্বেই আমি একাধিকবার মৃত্যুর মুখোমুখি হয়েছি। মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে গিয়ে ফিরে এসেছি; কিন্তু কখনোই মৃত্যু নিয়ে কিছু ভাবিনি। চিন্তা বা দুশ্চিন্তায় ভুগিনি। গতকালই প্রথমবারের মতো এমনটি ঘটেছে। মৃত্যুভয়ে ভেতরটা মুষড়ে পড়েছে। শ্রদ্ধেয় ভাইজান, সত্যি করে বলছি, এই প্রথমবারের মতো আমি মৃত্যুকে ভয় করছি। মৃত্যুর ভয় আমাকে অস্থির করে তুলছে।

আমি আপনাকে একটি শিক্ষণীয় ঘটনা শোনাতে চাচ্ছি। আশা করছি, অবগত সকলেই ঘটনাটি অনবগতদেরকে শোনানোর চেষ্টা করবেন। এতে সকলেই শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ পাবে।[১]

এবার তবে মূল ঘটনাটি শুরু করি। বেশ কিছুদিন আগে আমি একটি মেয়ের প্রেমে পড়েছিলাম।[২] তাকে ভীষণ ভালোবেসেছিলাম। আমার ভালোবাসায় কোনো পঙ্কিলতা ছিল না। মনে কোনো অন্যায় চিন্তা ছিল না। আমি তাকে বিয়ে করার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত ছিলাম। বিয়ের প্রস্তাবও দিয়েছিলাম।

কিন্তু সে অন্যের মাধ্যমে আমার প্রকৃত অবস্থা জেনে যায়। তার সামনে আমার নাস্তিকতা ও স্রষ্টা-বিমুখতা স্পষ্ট হয়ে যায়। একারণে সে দুই-দুইবার আমার প্রস্তাব নাকচ করে। আমাকে প্রত্যাখ্যান করে। এরপর তৃতীয়বার তার সঙ্গে যোগাযোগ করতে চাইলে সে স্পষ্ট ভাষায় বলে, 'তুমি মুসলিম হয়ে এলে তোমার ব্যাপারে চিন্তা করবো।'

শ্রদ্ধেয় হামিদ ভাই, এরপরও আমি ইসলাম গ্রহণ না করায় মেয়েটি আমাকে ছেড়ে চলে যায় এবং অন্যত্র বিয়ে করে। এই ঘটনার পর থেকে আমি গত প্রায় এক বছর যাবৎ ইসলাম নিয়ে ভাবছি; কিন্তু স্কুল ও ভার্সিটিতে ইসলাম সম্পর্কে যতটুকু জেনেছিলাম, এই একবছরে তার চেয়ে বেশি কিছু জানতে পারিনি।

---

[১] ভাই আমার, আমি কখনো ইসলাম নিয়ে ভাবিনি। কখনো আল্লাহর স্মরণে একরাকাত নামাযও পড়িনি। এমনকি একটি সিজদাও করিনি। আপনারা দৈনন্দিন জীবনে যে-সকল ইবাদত করে থাকেন আমি আমার দীর্ঘ জীবনে সে-সবের কিছুই করিনি।

[২] মেয়েটি পর্দা করত।

www.QuranerAlo.net

ইসলাম সম্পর্কে আমার এই অজ্ঞতা ও জ্ঞানস্বল্পতার প্রধান একটি কারণ এই যে, আমি খ্রিস্টান মিশনারী পরিচালিত একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেছি; অধিকন্তু ইসলাম নিয়ে যখনই কিছু পড়তে বসেছি তখনই কোনো-না-কোনো ব্যস্ততা সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। এবং আমাকে যথারীতি পড়ার টেবিল ত্যাগ করে উঠে আসতে হয়েছে।

একারণে একপ্রকার অনন্যোপায় হয়েই এই সিদ্ধান্ত নিই যে, আমি যে-কোনো মূল্যে ইসলাম সম্পর্কে জানবো এবং একজন বিজ্ঞ ও অভিজ্ঞ ব্যক্তির কাছ থেকে সরাসরি জানবো। অন্যকোনো মাধ্যম গ্রহণ করবো না। এই মহৎ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই আজ আমি আপনাদের কাছে এসেছি। পরিচিত দীনদার ভাইদের কাছে এই ভয়ে যাইনি যে, তারা আমার প্রতি করুণা করবে। আমাকে নিয়ে উপহাস করবে।

শ্রদ্ধেয় হামিদ ভাই, এতবড় ভূমিকার অবতারণা করে আপনার সময় ক্ষেপণের জন্য আমি আন্তরিকভাবে দুঃখ প্রকাশ করছি। সেই সঙ্গে এই আশাবাদ ব্যক্ত করছি যে, অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনে আপনি আমাকে সর্বাত্মক সাহায্য করবেন। আমার এখন আপনার সাহায্যের খুব প্রয়োজন। কারণ, আমি এখন সংশয়ের ঘোর অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আসতে চাই। সিদ্ধান্তহীনতার মানসিক যাতনা থেকে উদ্ধার পেতে চাই।

বিভিন্ন বইয়ে আমি পড়েছি যে, মুহাম্মাদ সাকুল্যে একজন দার্শনিক ছিলেন। তিনি প্রাচীন ধর্ম ও ইতিহাসগ্রন্থ সম্পর্কে সম্যক অবগত ছিলেন। ইসলামের বেশ কিছু শিক্ষা নিয়ে চিন্তা করার পর আমারও মনে হয়েছে যে—'ইসলামে নতুন কিছুই নেই; বরং তাতে কেবলই প্রাচীন ঐতিহাসিক উপজীব্যসমূহের পুনরুল্লেখ ঘটেছে।'

একটি উদাহরণের সাহায্যে আমি ব্যাপারটিকে আরেকটু স্পষ্ট করতে পারি। এরিস্টটল তাঁর 'লোগোস' সূত্রে বলেছেন, মানুষ এমন একটি মৌল উপাদান থেকে সৃষ্ট, যে উপাদানটি চার ভাগে বিভক্ত—আগুন, পানি, বায়ু ও মাটি। এরিস্টটলের মৃত্যুর পর মুহাম্মাদও ঠিক একই কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন, মানুষ পোড়ামাটি থেকে সৃষ্ট। আর বলাবাহুল্য যে, তার এই উক্তির মধ্যে পূর্ববর্তীদের কথারই পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। কারণ, পোড়ামাটিও উল্লিখিত চারটি উপাদানের বিশেষ একটি উপাদান।

এথেকে বাহ্যত প্রতীয়মান হয় যে, মুহাম্মাদ বিশ্ববাসীকে নতুন কিছুই উপহার দিতে পারেননি। তিনি কেবলই ঐতিহাসিক শিক্ষা ও পূর্ববর্তীদের মতবাদের পুনরুক্তি করেছেন। নিছক কপি-পেস্ট করেছেন। অন্যদের মতো আমার মধ্যেও এই ধারণা

www.QuranerAlo.net

এখন বদ্ধমূল বিশ্বাসে পরিণত হয়েছে। আমি কিছুতেই এই বিশ্বাস থেকে বেরিয়ে আসতে পারছি না। কাজেই আপনার শরণাপন্ন হয়েছি। আপনার কাছ থেকে এই প্রশ্নগুলোর সদুত্তর কামনা করছি।

প্রসন্নচিত্তে সময় দেওয়ার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।

আমি আপনাকে ওয়াদা দিচ্ছি যে, আপনার প্রতিটি কথা নিয়ে আমি গভীরভাবে চিন্তা করবো। উন্মুখ হয়ে সেগুলো গ্রহণের চেষ্টা করবো।

www.QuranerAlo.net

জ্ঞান ও ক্ষমতা

[হুসামুদ্দীনের তৃতীয় জবাব]

প্রিয় আবুল হাকাম,

তোমাকে আমি তোমার শরীরের সেফটি ভাল্‌ভ বা কপাটিকা এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিবিধ গ্রন্থি সম্পর্কে সংসামান্য জানিয়েছি; সবটা জানাইনি। বাকিটা রেখে দিয়েছি তোমার জন্য। যেন তুমি সে সম্পর্কে চিন্তা ও অনুসন্ধান অব্যাহত রাখো। যেসব ভাল্‌ভ বা কপাটিকা অভিকর্ষের বিপরীতে গিয়ে হৃৎপিণ্ডে রক্ত সঞ্চালন করে[১]; যেসব ভাল্‌ভ বা কপাটিকা প্রস্রাব পড়ে যেতে বাধা দেয়[২] এবং আরও যেসব তোমার অজান্তে নিজেদের কাজ করে চলে—মহান আল্লাহ যেন তোমার এইসব ভাল্‌ভ হিফাযত করেন। এবং তোমাকে সুস্থ ও সুরক্ষিত রাখেন। আপাতত তোমার জন্য মহান আল্লাহর কাছে এটিই আমার একমাত্র প্রার্থনা।

---

[১] ধমনী হৃদপিণ্ড থেকে রক্ত নিয়ে যায়। আর শিরা বিভিন্ন অঙ্গ থেকে হৃদপিণ্ডে রক্তকে পৌঁছে দেয়। পা থেকে যে রক্ত উপরে হৃদপিণ্ডে আসে তা আসে অভিকর্ষ বলের বিরুদ্ধে। তাই বলা যায়, শিরায় কপাটিকা বা ভালভ রয়েছে, কিন্তু ধমনীতে নেই। বিশেষ করে হার্টের লেভেলের নিচে যে শিরাগুলো রয়েছে। কেননা, এদেরকেই মাধ্যাকর্ষণের বিপরীতে কাজ করতে হয়। (Valves often are present in veins, particularly in peripheral vessels inferior to the level of the heart. These are usually paired cusps that facilitate blood flow toward the heart.) Gray's Anatomy for Students, 3rd Edition, page : 27

[২] প্রোস্টেটের উপরে (পুরুষে) ব্লাডারের গোড়ায় থাকে Internal urethral sphincter যার উপর আমাদের নিয়ন্ত্রণ নেই। আর প্রোস্টেটের নিচে আছে external urethral sphincter যা আমরা নিয়ন্ত্রণ করতে পারি। Gray's Anatomy for Students, 3rd Edition, page : 468

www.QuranerAlo.net

তুমি এমন ঘটনা নিশ্চয়ই দেখে থাকবে যে, বাবা তার কোনো সন্তানকে খেলার জন্য অথবা কাজের জন্য বিশেষ কিছু কিনে দিয়েছেন; কিন্তু সে এর অপব্যবহার করেছে। ভাইবোন বা অন্য কাউকে এর দ্বারা আঘাত করেছে। তার এই আচরণে বাবা ক্রুদ্ধ হয়ে ওই জিনিসটা কেড়ে নিয়েছেন—এমন ঘটনা প্রায়ই ঘটে থাকে। সুতরাং তুমিও হয়তো এমনটা দেখে থাকবে।

কিন্তু অসীম করুণার আধার মহান আল্লাহ সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। অত্যধিক সহনশীল। মা-বাবার চেয়েও ঢের দয়াশীল। কাজেই তার দেওয়া অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অপব্যবহার করার কারণে তিনি তা কেড়ে নেন না। তার নাফরমানির কাজে ব্যবহার করলেও অকেজ ও অসাড় করে দেন না।

প্রিয় আবুল হাকাম, এই আল্লাহ-ই তোমার কল্যাণ চিন্তা করে হাতের কনুইতে একটি জোড়া দান করেছেন। তুমি কি এটা স্বীকার কর? এটা নিয়ে কখনো ভেবেছ?!

আবুল হাকাম, একবার ভেবে দেখো তো! মানুষের হাতে যদি কনুই বা কব্জি না থাকত; অথবা থেকেও যদি ভাঁজ করার কাজে সাহায্য না করত; এবং হাত একেবারে সোজা থাকত তাহলে খাওয়ার সময় তুমি কীভাবে খাবার মুখে তুলতে? অন্যান্য কাজ কীভাবে সমাধা করতে?!

তখন তুমি সভ্য মানুষ হিসেবে নিজেকে পরিচয় দিতে পারতে না। ভদ্রতা বজায় রেখে খেতে পারতে না; বরং তোমাকে পশুদের মতো সরাসরি মুখ দিয়ে খাবার তুলতে হতো। সুতরাং সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহর—যিনি তোমাকে পশুর নিচতা থেকে উদ্ধার করেছেন। সভ্য মানুষ হওয়ার গৌরব দান করেছেন এবং তোমাকে সম্মান ও আভিজাত্যের শীর্ষ চূড়ায় অধিষ্ঠিত করেছেন।

ওহ্! আবুল হাকাম, তোমাকে জিজ্ঞেস করতে ভুলেই গেছি, কেমন আছ? আশা করি, ভালো আছ। তবে বাস্তব কথা হলো, যে ব্যক্তি নিজের প্রভুকে চিনতে না পেরে মুখ থুবড়ে পড়ে, তার মাঝে কোনো কল্যাণ নিহিত থাকে না। মহান আল্লাহ বলেন—

www.QuranerAlo.net

أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَىٰ وَجْهِهِۦٓ أَهْدَىٰٓ أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ

যে ব্যক্তি উপুড় হয়ে মুখে ভর দিয়ে চলে সে কি অধিক হিদায়াতপ্রাপ্ত! নাকি যে ব্যক্তি সোজা হয়ে সরল পথে চলে, সে?[১]

তুমি বলেছ—

> **আমি জানি, বিশ্বজগতের একজন স্রষ্টা আছেন। তবে আমি এতটাই অহংকারী যে, তার প্রতি কিছুতেই বিশ্বাস স্থাপন করতে পারছি না।**

কেন, আবুল হাকাম? তুমি যদি তোমার প্রতি স্রষ্টার অনুগ্রহ স্বীকার করো তবে সমস্যা কোথায়? ক্ষতি কীসের?! তুমি কি ভাবছ যে, এই অনুগ্রহ স্বীকার করলে তোমার গৌরব ক্ষুণ্ণ হবে; অথবা মর্যাদাহানি ঘটবে? বরং আমি তো বলছি, এর বিপরীত হবে। তোমার মর্যাদা ও গৌরব আরও বৃদ্ধি পাবে। আল্লাহর দাসত্ব তোমাকে সৃষ্টিকুলের দাসত্ব থেকে মুক্তি দেবে।

তবে কেন তুমি প্রকৃত মুক্তি ও স্বাধীনতা চাচ্ছ না? কেন তুমি আল্লাহর দাসত্ব বর্জন করে মোহ, চিন্তা, প্রবৃত্তি, লালসা এবং বন্ধু ও প্রিয়জনের দাসত্ব করছ? এরা সবাই তোমাকে বিনা অনুগ্রহে সেবাদাস হিসেবে ব্যববহার করতে চাইবে; কিন্তু তুমি কেন সেটা মেনে নেবে? তোমার জ্ঞান-বুদ্ধি কি এতটাই লোপ পেয়েছে?!

কবির ভাষায়—

তুমি কেন তাদের মতো হতে চাও যারা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে
যারা স্রষ্টার দাসত্ব ত্যাগ করে সৃষ্টির দাসত্ব গ্রহণ করেছে
প্রবৃত্তি, প্রেতাত্মা ও অন্যান্য সৃষ্টির বিষাক্ত লালসায় নীল হয়ে গেছে!

কেন তুমি উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করো না
আমি আপনার কথা মেনে নিয়েছি—

---

[১] সূরা মূলক, আয়াত : ২২

www.QuranerAlo.net

'ইয়া ইবাদী'-র ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করেছি।

'আহমদ'-কে আপনার নবী হিসেবে বরণ করেছি।

আমি 'সুরাইয়্যা' তারকাও পদানত করেছি!

তাই সে আমার গর্ব ও অহংকারে ঈর্ষা করে।

'ইয়া ইবাদী'-র আহ্বানই সত্য আহ্বান। মর্যাদা ও গৌরবের সোপান। 'আমানতু'-র ঘোষণাই শ্রেষ্ঠ ঘোষণা। প্রকৃত মুক্তি ও স্বাধীনতার পয়গাম।

এই সত্য জানার পরও কেন তুমি অহংকার করবে, আবুল হাকাম, তবে কি তুমি জাঁ পল সার্ত্রের কথামতো বিজ্ঞ সাজতে চাও? যার মতে—

বিজ্ঞজন সবসময় সববিষয়ে বিপরীত মতটিই প্রদান করে!

সাবধান আবুল হাকাম, এই মতের কিন্তু কোনো ভ্যালু নেই। অধিকন্তু সবসময় সববিষয়ে বিপরীত মত পেশ করাও কিন্তু সঠিক ও সুষম কোনো পন্থা নয়; বরং তোমাকে আমৃত্যু এই বিশ্বাস পোষণ করতে হবে যে, ঈমানের বিপরীতে যা কিছু আছে, তার সবই ভ্রষ্টতা। সত্যের বিপরীতে যা-কিছু আছে, তার সবই মিথ্যে এবং হকের বিপরীতে যা-কিছু আছে, তার সবই বাতিল। ধ্বংস ও বিপর্যয়ের কারণ।

আবুল হাকাম, তুমি কি চরমতম অহংকারীকে চেনো?

চরমতম অহংকারী হলো ইবলিস। সে অহংকারবশত মহান আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করেছিল। তৎক্ষণাৎ তার বিরুদ্ধে নিম্নোক্ত দণ্ডবিধি ঘোষিত হয়েছিল—

فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ

তুমি এখান থেকে নিচে নেমে যাও। কারণ, এখানে থেকে তোমার অহংকার করার কোনো অধিকার নেই। তুমি বেরিয়ে যাও; তুমি নিচদের অন্তর্ভুক্ত।[১]

[১] সূরা আরাফ, আয়াত : ১৩

www.QuranerAlo.net

এই গুরুতর দণ্ডের কারণটি আরও একবার পড়ো—'কারণ এখানে থেকে তোমার অহংকার করার কোনো অধিকার নেই।'

উল্লেখ্য যে, এই শাস্তি ঘোষণার পর ইবলিস ঊর্ধ্বজগৎ থেকে বের হয়ে যেতে বাধ্য হয়। কারণ, মহান আল্লাহ তার চিরায়ত নীতি অনুসারে ঊর্ধ্বজগতে অহংকারকে সর্বকালের জন্য নিষিদ্ধ করে রেখেছেন। এরপরও যদি কেউ অহংকারের মতো ধৃষ্টতা প্রদর্শন করে তবে তিনি তাকে সেখান থেকে বিতাড়িত করেন।

আবুল হাকাম, এবার বলো, তুমি কেন পৃথিবীতে ইবলিসের মতো অহংকার করছ? ঊর্ধ্বজগতের মতো পৃথিবীতেও অহংকারের শাস্তি হিসেবে মহান আল্লাহ তার চিরায়ত বিতাড়ন-নীতি প্রয়োগ করেন না—এটি দেখেই কি তুমি এমন করার সাহস পাচ্ছ? তার এই মহানুভবতাকে সুবর্ণ সুযোগ মনে করছ? তার সহিষ্ণুতায় প্রতারিত হচ্ছ? যদি এমনই হয়ে থাকে তোমার অবস্থা, তবে এখনই সিদ্ধান্ত নিয়ে রাখো, তোমার নামের সঙ্গে এই দণ্ডবিধি—এখানে থেকে তোমার অহংকার করার কোনো অধিকার নেই'—ঘোষিত হলে তুমি কী করবে? কোথায় যাবে? কার সাহায্য নেবে?

আমার মহান রব অত্যধিক সহনশীল, পরম সহিষ্ণু। পৃথিবীর বুকে কেউ তাঁর সাথে অহংকার করলেও তিনি তাকে তৎক্ষণাৎ কোনো শাস্তি দেন না; তার রিযিকও বন্ধ করে দেন না। পৃথিবীবাসীর জন্য এটাই তার চিরায়ত নীতি।

তোমার ক্ষেত্রে তিনি কী করেছেন?

তোমার মধ্যে সৃষ্টিগত স্বভাব যোগ্যতা সৃষ্টি করেছেন। এই যোগ্যতা কাজে লাগালে একজন শিশুও বুঝতে পারে যে, প্রত্যেক কর্মেরই একজন কর্তা রয়েছে।

এরপর তিনি তোমাকে ভালো ও মন্দ এবং সত্য ও মিথ্যের মধ্যকার পার্থক্য বোঝার জন্য বিবেক দিয়েছেন। এই বিবেক কাজে লাগালে দুর্বলতম মেধার অধিকারী মানুষটিও বুঝতে পারে যে, কোনটি সত্য আর কোনটা মিথ্যে। কোনটি ভালো আর কোনটা মন্দ?

এরপর কী করেছেন?

এরপর তিনি তোমার কাছে রাসূল পাঠিয়েছেন। তার মাধ্যমে তোমাকে হাতে-কলমে সত্য-মিথ্যের পার্থক্য শিক্ষা দিয়েছেন। অসত্যের ব্যাপারে সতর্ক করেছেন। এভাবে মূলত তিনি তোমার বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তুমি এখন চাইলেও

www.QuranerAlo.net

অজ্ঞতার দোহাই দিয়ে বাঁচতে পারবে না। কারণ, রাসূলগণ তোমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিয়ে বলবেন যে, আমরা তার কাছে সত্যের পয়গাম পৌঁছে দিয়েছিলাম।

আর কী করেছেন?

রাসূল অথবা তার প্রতিনিধির মাধ্যমে তোমার কাছে সত্যের পয়গাম না-পৌঁছার শর্তে তোমাকে শাস্তি থেকে অব্যাহতি দিয়েছেন।

তোমার যৌক্তিক অজ্ঞতাকে মূল্যায়ন করেছেন।

এখানেই কি শেষ?

না, এখানেই শেষ না। তুমি যদি একবার, দুইবার অথবা তার চেয়েও অধিক সংখ্যকবার তাঁর থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও এবং অবাধ্যতা করো তবু তিনি তোমাকে ক্ষমা করবেন। সংশোধনের অবকাশ দেবেন; কিন্তু এই অবাধ্যতা ও বিমুখতা যদি তোমার অভ্যাসে পরিণত হয়, তবে তিনি তোমাকে পাকড়াও করবেন। তোমার হৃদয়কে সিলগালা করে দেবেন।

আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَنُقَلِّبُ أَفْـِٔدَتَهُمْ وَأَبْصَـٰرَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا۟ بِهِۦٓ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِى طُغْيَـٰنِهِمْ يَعْمَهُونَ

আর আমি তাদের মনোভাব ও দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করে দেবো। যেহেতু তারা প্রথমবার এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেনি। তাদেরকে তাদের অবাধ্যতায় উদ্ভ্রান্তের ন্যায় ঘুরতে দেবো।[১]

প্রিয় আবুল হাকাম, তুমি বার বার এভাবে মুখ ফিরিয়ে নিলে মহান আল্লাহ তোমার অন্তরে মোহর মেরে দেওয়ার আশংকা আছে। আল্লাহর কসম, স্বয়ং আমিই তোমার ব্যাপারে এই আশঙ্কা করছি! মহান আল্লাহ চির পবিত্র। তিনিই উষর ভূমিকে সঞ্জীবিত করেন। সুতরাং, তুমি তাকে সত্য বলে বিশ্বাস করো। তিনিও তোমাকে সত্যবাদী হিসেবে কবুল করবেন।

---

[১] সূরা আনআম, আয়াত : ১১০

www.QuranerAlo.net

Contents

আমি তো এখানেই আলোচনা দীর্ঘ করে ফেললাম। আবুল হাকাম, তোমার কি মনে আছে, আলোচনার শুরুতেই আমি বলেছিলাম, তোমাকে নিয়ে জ্ঞানময় কল্পজগতে পরিভ্রমণ করবো? যুক্তি ও জ্ঞানের বিভিন্ন দুয়ার দিয়ে তোমার চিন্তার গভীরে প্রবেশ করবো? মনে থাকলে এবার আমি নাস্তিক্যবাদের যুক্তির দুয়ার দিয়ে তোমার চিন্তার গভীরে প্রবেশ করবো...

নাস্তিক্যবাদের যুক্তি

পূর্বের কথামতো এবার আমি তোমাকে নিয়ে নাস্তিক্যবাদের যুক্তির জগতে পরিভ্রমণ করবো। অতঃপর এই দুয়ার দিয়েই তোমার চিন্তার গভীরে প্রবেশ করবো। তবে পরিভ্রমণের পূর্বে এই যুক্তির প্রকৃতি সম্পর্কে তোমাকে সম্যক ধারণা দেওয়া আবশ্যক মনে করছি। নাস্তিক্যবাদ মূলত কয়েকটি ভ্রান্ত যুক্তির সমষ্টি। এই যুক্তি মেনে নিলে—

সমকালীন যে-কেউ নিজেকে আল্লাহর রাসূল বলে দাবী করতে পারবে।

এই যুক্তি মিথ্যেবাদীদেরকে মিথ্যাচার ও অপপ্রচারের সুযোগ করে দেয়।

এই যুক্তি সমাপতনতত্ত্ব ও প্রকৃতি-পূজায় উৎসাহিত করে।

এই যুক্তি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করে যে, 'আল্লাহ আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন বটে। তবে আমাদের দায়িত্ব গ্রহণ করেননি এবং আমাদের ওপর কোনো দায়িত্বও আরোপ করেননি!'[১]

এই যুক্তির দাবী হচ্ছে, মহান আল্লাহ একজন মিথ্যেবাদীকে তার নামে মিথ্যাচার করার সর্বাত্মক সুযোগ দিয়েছেন। তার মিথ্যে ও কপট চরিত্র প্রকাশ করে তাকে অপদস্থ করেননি।

এটাই কি নাস্তিক্যবাদের প্রকৃত অবস্থা নয়? এটাই কি নাস্তিকদের মূল দাবী নয়?!

আল্লাহর শপথ করে বলছি, এটাই নিস্তিক্যবাদের প্রকৃত অবস্থা। এবং এটাই তাদের মূল দাবী।

---

[১] অথচ অসীম করুণার আধার মহান আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহের বিষয়টি তার কাছেও স্পষ্ট।

www.QuranerAlo.net

তারা বলে—

> **নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেকে আল্লাহর নবী বলে মিথ্যে দাবী করেছেন।**

অথচ প্রকৃত অবস্থা এই যে, তার সততা ও সত্যবাদিতা ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত। মিথ্যে থেকে তো বটেই; তিনি মিথ্যের লেশ থেকেও পবিত্র!

তারা বলে—

> **তিনি নবুওয়াতের মিথ্যে দাবীদার ছিলেন; কিন্তু তা সত্ত্বেও পুত্রের মৃত্যুর দিন যখন মানুষ বলছিল, তার পুত্রের মৃত্যুর কারণেই সূর্যগ্রহণ হয়েছে তখন তিনি নিজেকে অলৌকিক প্রমাণের সুবর্ণ সুযোগ গ্রহণ করেননি। শুধু এতটুকুই নয়; ভবিষ্যতেও যেন কেউ এধরনের সুযোগ গ্রহণ করতে না পারে সেই ব্যবস্থাও করে গেছেন। এরপরও তিনি মিথ্যেবাদী!**

অথচ প্রকৃত অবস্থা এই যে, তার সততা ও সত্যবাদিতা ঐতিহাসিকভাবে প্রমাণিত। মিথ্যে তো বটেই; তিনি মিথ্যের লেশ থেকেও পবিত্র!

তারা বলে—

> **যে-শক্তি মানবজাতিকে সুনিপুণভাবে সৃষ্টি করেছে সেই শক্তি হলো মূক সমাপতন বা বধির প্রকৃতি!**

তারা বলে—

> **মহান স্রষ্টা মানবজাতিকে সৃষ্টি করার পর যথাযথ পরিচর্যা না-করেই ছেড়ে দিয়েছেন। তাদের দায়িত্ব গ্রহণ করেননি।**

অথচ কাফিররা তাদের কুফুরি সত্ত্বেও অসীম করুণার আধার মহান আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহের বিষয়টি প্রতিনিয়ত অনুভব করে।

www.QuranerAlo.net

হে আমার রব, আপনার দয়া অফুরান! আপনার প্রজ্ঞা ও সহনশীলতা অসাধারণ!

তারা বলে—

> মহান আল্লাহ একজন মিথ্যেবাদীকে তার নামে মিথ্যাচার করার সর্বাত্মক সুযোগ দিয়েছেন। তার মিথ্যে প্রকাশ করেননি। তার কপট চরিত্র উন্মোচিত করে তাকে অপদস্থ করেননি।

অথচ তারা নিজেরাও জানে যে, এই অতিপ্রাকৃত ঘটনাগুলোর যৌক্তিক ব্যাখ্যা প্রদানে তারা অক্ষম!

ক্লড বার্নার ঠিকই বলেছেন, 'বস্তুবাদ দাবী করে যে, অতিপ্রাকৃত ঘটনা বলে কিছুই নেই। কারণ, বস্তুবাদের সঙ্গে জ্ঞান ও মননের দূরতম কোনো সম্পর্কও নেই।'

সুতরাং যে-নাস্তিক্যবাদের ভিত্তিই হচ্ছে অন্ধ বস্তুবাদ, অসার যুক্তি ও অব্যাখ্যেয় ঘটনার ওপর—তা কখনোই যৌক্তিক ও গ্রহণযোগ্য মতবাদ হিসেবে স্বীকৃতি পেতে পারে না। এই মতবাদের অনুসারীরা কখনই কল্যাণের ধারক হতে পারে না। সত্য ও ন্যায়ের অভিসারী হওয়ার যোগ্যতা রাখে না।

আলো এবং দৃঢ় বিশ্বাস

প্রিয় আবুল হাকাম, নাস্তিক্যবাদের যুক্তির দুয়ার থেকে এবার ফিরে এসো। কারণ, তার ভেতরটা কদর্য। হলুদাভ বায়ুতে পরিপূর্ণ। সুতরাং চলো, এবার আমরা আলো ও দৃঢ় বিশ্বাসের অভিসারে যাই।

আমি তোমাকে ইতোমধ্যেই জানিয়েছি যে, আল্লাহ তাআলা তাঁর নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সর্বোচ্চ মানের বুদ্ধিবৃত্তিক সহায়তা প্রদান করেছেন। আর এই মানের সহায়তা প্রদান কেবল আল্লাহর পক্ষেই সম্ভব। ঐতিহাসিক, ধর্মজ্ঞ বা কোনো মুনি-ঋষির পক্ষে সম্ভব নয়। এই সত্যটি প্রমাণের জন্য আমি অজস্র উদাহরণ থেকে মাত্র দুটি উদাহরণ পেশ করবো।

www.QuranerAlo.net

Contents

[প্রথম উদাহরণ]

আমার সাথে জন শার্ল সুরনিয়া-এর উক্তিটি একবার পড়ো—'মানুষের বংশধারা বৃদ্ধি' সংক্রান্ত এরিস্টটলীয় মতবাদটি দ্বিতীয় শতাব্দীতে সূরানূস আল-ইফযী এর হাতে ঈষৎ পরিবর্তিত হওয়ার পর থেকে এ মতটিই মানুষের মানসে চেপে বসেছিল যে, পুরুষের শুক্রে অনেক ছোট ছোট মানুষের অবস্থান রয়েছে। তাদেরকে সেখানে কার্যকর করে রাখা হয়। আর এ ক্ষেত্রে মায়ের জরায়ু শুধুই একটি খাবার গ্রহণের মাধ্যমে বেড়ে ওঠার স্থান।

কিন্তু দার্শনিক হার্ভি এ ব্যাপারে আরও গভীর গবেষণা করেন। তিনি বিভিন্ন প্রকার জীব-জন্তুর ভ্রূণ-অবস্থা থেকে বেড়ে ওঠার বিভিন্ন ধাপ নিয়ে গবেষণা করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, জীবিত প্রাণী মূলত ডিম্বাণু থেকেই সৃষ্ট। আর এই মূলনীতিটা দুই প্রকার প্রাণীর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য—যারা সন্তান জন্ম দেয় এবং যারা ডিম দেয়। এ গবেষণার পরও—যেহেতু খালি চোখে পর্যবেক্ষণ করলেই সবকিছু বলা যায় না সেহেতু—হার্ভি শেষজীবনে কিছুটা আক্ষেপের মধ্যে ছিলেন; কারণ, তিনি বংশ পরম্পরায় সন্তান জন্মের ব্যাপারটায় যে ধাঁধায় পতিত হয়েছিলেন তার কোনো সমাধান করতে পারেননি যেমনটি ইতোপূর্বে সমাধান করতে পেরেছিলেন রক্ত সঞ্চালনের বিষয়টিতে।'[১]

বস্তুত এ ব্যাপারে হার্ভির কোনো দোষ নেই। কারণ, খালি চোখে দেখে বংশধারার রহস্যের সমাধান করা সম্ভব নয়; কিন্তু নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাঁর রবের পক্ষ থেকে এমন জ্ঞান প্রদান করা হয়েছিল, যার মাধ্যমে বংশধারার সূত্রের অনেক কিছু আমরা জানতে পেরেছি; কিন্তু এখন প্রশ্ন হলো তৎকালীন পরিবেশে থেকে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এগুলো কীভাবে জানলেন? ওই যুগে মানুষের মধ্যে 'হোমো ফ্লোরোসিয়েন্সিস'—বা শুক্রাণুর মধ্যে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মানব রয়েছে—এই তত্ত্বই প্রচলিত ছিল। হার্ভির যুগে (ষোড়শ শতকে) জ্ঞান-বিজ্ঞানের উৎকর্ষ সাধিত হওয়ার পরও সে বংশধারার সমস্যার সমাধান করতে পারেনি। তাহলে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কীভাবে এ সমস্যার সমাধান করলেন?

---

[১] *হিস্ট্রি অব মেডিসিন* : ১৮৪

www.QuranerAlo.net

বস্তুত সে সময়ে চিকিৎসাবিদগণ যা বলছিলেন নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার বিপরীত কথাই বলেছিলেন। অন্যভাবে বলতে গেলে চিকিৎসকগণ নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিপরীত মতটিই ধারণ করে যাচ্ছিলেন; এমনকি হাফিয ইবনু হাজার আসকালানী রাহিমাহুল্লাহ বলেন—

وَزَعَمَ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ التَّشْرِيحِ أَنَّ مَنِيَّ الرَّجُلِ لَا أَثَرَ لَهُ فِي الْوَلَدِ إِلَّا فِي عَقْدِهِ وَأَنَّهُ إِنَّمَا يَتَكَوَّنُ مِنْ دَمِ الْحَيْضِ وَأَحَادِيثُ الْبَابِ تُبْطِلُ ذَلِكَ

মানবদেহ নিয়ে গভীর গবেষণাকারী অনেক চিকিৎসাবিদ দাবী করেছেন যে, সন্তান জন্মগ্রহণের ক্ষেত্রে বীর্যের কোনো অবদান নেই, বীর্য কেবল রক্তকে জমায়েত করতে সাহায্য করে। তাদের মতে, সন্তান মূলত হায়েযের রক্ত থেকেই সৃষ্ট। অথচ এই হাদীসগুলো চিকিৎসাবিদদের উপর্যুক্ত তথ্য ও তত্ত্বকে অসার প্রমাণিত করছে।[১]

সুতরাং এবার আমাকে বলো, আবুল হাকাম, একজন লোক আমাদেরকে বংশধারার সূত্র সম্পর্কে তৎকালে প্রচলিত ধারণার বিপরীত ধারণা দিলেন। অথচ তার কাছে পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা ও উপাদান নেই[২]; কিন্তু এরপরও দেখা গেল, প্রথম দিকে তার এই ধারণা যুগযুগ ধরে চলে আসা ধারণার বিপরীত মনে হলেও পরবর্তী সময়ে তার ধারণাই সত্য বলে প্রমাণিত হলো। প্রচলিত ধারণার যৌক্তিক ভুলগুলো স্পষ্ট হয়ে গেল।

আচ্ছা, আবুল হাকাম, তুমি কি এই বিজ্ঞ লোকটিকে চিনতে পেরেছ? তিনিই হলেন আমাদের প্রিয় নবীজি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম; কিন্তু তিনি এই নির্ভুল তথ্য ও বাস্তব তত্ত্ব কোথায় পেলেন? কার কাছ থেকে পেলেন? এবং কীভাবে পেলেন?

চলো, এবার তোমাকে এই প্রশ্নগুলোর উত্তর দিই।

প্রথমত, আল্লাহ তাআলা বলেন—

---

[১] *ফাতহুল বারী শারহি সহীহ বুখারী*, হাফিয ইবনু হাজার, খণ্ড : ১১; পৃষ্ঠা : ৪৮০

[২] হার্ভির দিকে তাকালেও ব্যাপারটি স্পষ্ট হয়ে যায়। কেননা, তার সময়েও পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রয়োজনীয় উপাদান তৈরি হয়নি।

www.QuranerAlo.net

ثُمَّ خَلَقْنَا ٱلنُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا ٱلْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا ٱلْمُضْغَةَ عِظَٰمًا فَكَسَوْنَا ٱلْعِظَٰمَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَٰهُ خَلْقًا ءَاخَرَ فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ أَحْسَنُ ٱلْخَٰلِقِينَ

এরপর আমি শুক্রবিন্দুকে জমাট রক্তরূপে সৃষ্টি করেছি, অতঃপর জমাট রক্তকে মাংসপিণ্ডে পরিণত করেছি, এরপর সেই মাংসপিণ্ড থেকে অস্থি সৃষ্টি করেছি, অতঃপর অস্থিকে মাংস দ্বারা আবৃত করেছি, অবশেষে তাকে নতুন সৃষ্টিরূপে দাঁড় করিয়েছি। সুতরাং নিপুণতম সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ কতই না কল্যাণময়!।[১]

দ্বিতীয়ত, আল্লাহ তাআলা বলেন—

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِن كُنتُمْ فِى رَيْبٍ مِّنَ ٱلْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَٰكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِى ٱلْأَرْحَامِ مَا نَشَآءُ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوٓا۟ أَشُدَّكُمْ وَمِنكُم مَّن يُتَوَفَّىٰ وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَىٰٓ أَرْذَلِ ٱلْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنۢ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْـًٔا وَتَرَى ٱلْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَآ أَنزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآءَ ٱهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنۢبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍۭ بَهِيجٍ

হে লোকসকল, যদি তোমরা পুনরুত্থানের ব্যাপারে সন্দিগ্ধ হও, তবে (ভেবে দেখো,) আমি তোমাদেরকে মৃত্তিকা থেকে সৃষ্টি করেছি। এরপর শুক্রবিন্দু থেকে, এরপর জমাট রক্ত থেকে, এরপর পূর্ণাকৃতিবিশিষ্ট ও অপূর্ণাকৃতিবিশিষ্ট মাংসপিণ্ড থেকে—তোমাদের কাছে ব্যক্ত করার জন্যে। আর আমি যা ইচ্ছা করি একটি নির্দিষ্ট কালের জন্যে তা মাতৃগর্ভে রেখে দিই, এরপর আমি তোমাদেরকে শিশু অবস্থায় বের করি; শৈশবের পর যাতে তোমরা যৌবনে পদার্পণ করতে পারো। তোমাদের মধ্যে কারও কারও মৃত্যু হয় এবং তোমাদের মধ্যে কাউকে হীনতম বয়স পর্যন্ত পৌঁছানো হয়। যেন সে পূর্বে জ্ঞাত বিষয় সম্পর্কেও সজ্ঞান থাকে না। তুমি ভূমিকে শুষ্ক ও অনুর্বর দেখতে পাও। অতঃপর আমি যখন তাতে বৃষ্টি বর্ষণ করি, তখন তা উর্বর ও স্ফীত হয়ে যায় এবং সর্বপ্রকার সুদৃশ্য উদ্ভিদ উৎপন্ন করে।[২]

এখন আমি তোমার সামনে উল্লিখিত আয়াত দুটিতে উদ্ধৃত শব্দাবলি সম্পর্কে ভাষাবিদদের প্রদত্ত ব্যাখ্যা উপস্থাপন করবো। তাফসীরকারদের ব্যাখ্যার দিকে দৃষ্টি

[১] সূরা মুমিনূন, আয়াত : ১৪

[২] সূরা হজ্জ, আয়াত : ৫

www.QuranerAlo.net

দেবো না। তবে শোনো—

আলাকাহ : প্রত্যেক জমাট রক্তকেই আলাকাহ বলে ব্যক্ত করা যায়। অনুরূপ 'আলাক' দ্বারা এক ধরনের জলীয় কালো কীটকেও[১] বোঝানো হয়। এই অর্থবোধক 'আলাক'-এর একবচন হলো 'আলাকাহ'। অধিকন্তু এই কীটটি কোনো জন্তুর গায়ে লেগে গেলেও 'আলাকাহ' ক্রিয়াপদ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়।[২]

এই আলাকাহ প্রকৃতিগতভাবেই নিশ্চল, লাল; তবে কালো রঙ মিশ্রিত। এটি জরায়ুর দেয়ালে আটকে যায় এবং সেখান থেকে রক্ত শুষে বেড়ে ওঠে—যেভাবে উক্ত কীট যে প্রাণীর সাথে লেগে যায় তার রক্ত পান করে বেড়ে ওঠে।

মুদগাহ : মাংসপিণ্ড।[৩] ইবনুল আরাবী বলেন, আয়াতে 'মুখাল্লাকাহ' বলতে বোঝানো হয়েছে, যার সৃষ্টি সম্পন্ন হয়েছে। আর 'গায়রু মুখাল্লাকাহ' বলতে বোঝানো হয়েছে, যার সৃষ্টি এখনো সম্পন্ন হয়নি।[৪]

তৃতীয়ত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—

❝

أَنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، ثُمَّ يَكُونُ فِي ذَلِكَ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَكُونُ فِي ذَلِكَ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يُرْسَلُ الْمَلَكُ، فَيَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ، وَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ بِكَتْبِ رِزْقِهِ، وَأَجَلِهِ، وَعَمَلِهِ، وَشَقِيٌّ، أَوْ سَعِيدٌ

সৃষ্টির জন্য তোমাদের প্রত্যেককে তার মায়ের গর্ভে চল্লিশ দিন পর্যন্ত (স্থির) রাখা হয়; এরপর অনুরূপ সময়ে সেই সঞ্চিত অংশটি 'আলাকাহ'-য় পরিণত হয়। এরপর অনুরূপ সময়ে সেটি 'মুদগাহ'য় পরিণত হয়। এরপর আল্লাহ ফেরেশতা পাঠালে তিনি ওই মুদগাহ-য় রূহ ফুঁকে দেন। তখন তার জন্য চারটি বিষয় লিপিবদ্ধ করা হয় : এক. রিযিক। দুই. আয়ুষ্কাল। তিন. আমল। চার. দুর্ভাগা হবে নাকি সৌভাগ্যবান।[৫]

---

[১] জোঁক

[২] *লিসানুল আরাব*, খণ্ড : ১০; পৃষ্ঠা : ২৬৭

[৩] *লিসানুল আরাব*, খণ্ড : ৮; পৃষ্ঠা : ৪৫১

[৪] *লিসানুল আরাব*, খণ্ড : ১০; পৃষ্ঠা : ৮৬

[৫] *সহীহ মুসলিম* : ২৬৪৩

www.QuranerAlo.net

Contents

ইবনু হাজার আসকালানী রাহিমাহুল্লাহ তার *ফাতহুল বারী*তে বলেন—

প্রথমে মায়ের গর্ভে যা স্থির করা হয়, তা হলো নুতফাহ বা শুক্রাণু। নুতফাহ বলতে বীর্য তথা স্বল্প স্বচ্ছ পানিকে বোঝায়। অর্থাৎ, পুরুষ ও নারীর পানি যদি মিলিত হয় এবং আল্লাহ তার দ্বারা কোনো সন্তান জন্মানোর ইচ্ছা করেন তাহলে তিনি সেটার জন্য কার্যকারণের ব্যবস্থাপনা করে দেন।[১]

চতুর্থত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—

"

إِذَا مَرَّ بِالنُّطْفَةِ ثِنْتَانِ وَأَرْبَعُونَ لَيْلَةً بَعَثَ اللهُ إِلَيْهَا مَلَكًا، فَصَوَّرَهَا وَخَلَقَ سَمْعَهَا وَبَصَرَهَا وَجِلْدَهَا وَلَحْمَهَا وَعَظْمَهَا، وَقَالَ: يَا رَبِّ، أَذَكَرٌ أَمْ أُنْثَى؟ فَيَقْضِي رَبُّكَ مَا شَاءَ

নুতফাহ যখন বিয়াল্লিশ রাত পার করে তখন আল্লাহ একজন ফেরেশতা প্রেরণ করেন। এই ফেরেশতা নুতফাহ-কে একটি বিশেষ আকৃতি দান করেন। এরপর তিনি পর্যায়ক্রমে সেটার শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি, চামড়া, মাংস ও হাড় সৃষ্টি করেন। এরপর জিজ্ঞাসা করেন, হে আমার রব, পুরুষ নাকি নারী? আল্লাহ যা ইচ্ছা তা নির্ধারণ করে দেন। ফেরেশতা তৎক্ষণাৎ তা লিখে রাখেন...[২]

আমি শুধু উপর্যুক্ত চারটি নস[৩] উদ্ধৃত করাই যথেষ্ট মনে করছি। এই নসগুলো থেকে আমরা জানতে পারি যে—

- নবজাতক মা ও বাবার পানি থেকে সৃষ্ট।[৪]
- আল্লাহ ভ্রূণকে অস্তিত্বে আনার ইচ্ছা করলে দুই পানি একত্র করেন।[৫]
- চল্লিশ দিনের মাথায় নুতফাহ, এরপর আলাকাহ এরপর মুদগাহ। এভাবে

---

[১] খণ্ড : ১১; পৃষ্ঠা : ৪৭৯-৪৮০

[২] *সহীহ মুসলিম* : ২৬২৫

[৩] কুরআন-সুন্নাহ এবং ইজমা-কিয়াস-এর বক্তব্য অথবা এর শব্দ-বাক্য ও বর্ণনাকে 'নস' বলা হয়।

[৪] বাবা মায়ের মিলিত পানির বিষয়টি বুঝতে *এন্টিডোট* বইটি দেখুন। লিখেছেন, ডা. আশরাফুল আলম সাকিফ। 'কুরআন কি বীর্যের উৎপত্তির ব্যাপারে ভুল তথ্য দেয়'—এই শিরোনামে গল্পটিতে রেফারেন্সসহ বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

[৫] ডিম্বাণুসহ কিছু তরল আর বীর্যকে জরায়ুর ভিতরে একত্র করেন।

www.QuranerAlo.net

পূর্ণাঙ্গ সৃষ্টির কাজ সম্পন্ন হয়।[১]

- এ সব কিছু মায়ের গর্ভে সম্পন্ন হয়।
- 'আলাকাহ' হলো নুতফাহর পরবর্তী ধাপ; এটি গর্ভের সাথে লেগে খাদ্য শুষে নেয় যেভাবে জোঁক বিভিন্ন প্রাণীর শরীরে লেগে থেকে রক্ত শুষে নেয়।
- 'মুদগাহ' হলো আলাকাহ-র পরবর্তী ধাপ; এটি মাংসের একটি টুকরা। এক সময় এ মাংসপিণ্ড পূর্ণ আকৃতিবিশিষ্ট থাকে না। পরবর্তী সময়ে তা পূর্ণ আকৃতিবিশিষ্ট হয়। এটাকেই বিজ্ঞানের পরিভাষায় বলা হয় : somites.
- গর্ভধারণের সপ্তম সপ্তাহ থেকে চোখ, কান, চামড়া, মাংস ও হাড় গঠিত হতে থাকে।[২]
- লিঙ্গ নির্ণয় বা নারী-পুরুষ হওয়ার বিষয়টি প্রায় সপ্তম সপ্তাহে নির্ধারিত হয়ে থাকে। যদিও (XY) ক্রোমোসোম হয় তবুও এমন কিছু এনজাইম থাকতে হবে যেন বংশধারা নির্ণায়ক অঙ্গ তৈরি হয়। কারণ, (Y) ক্রোমোসোম থাকলেও পুরুষ নির্ণায়ক অঙ্গ তৈরি নাও হতে পারে। তাই, উপর্যুক্ত সময়েই শুধু বংশধারা চূড়ান্তভাবে নির্ধারিত হয়।[৩]

বলো তো, আবুল হাকাম, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে এই তত্ত্বজ্ঞান কে দান করেছেন?

তার সময়ে তার চারপাশের লোকেরা তো কেবল বীর্যে অবস্থিত 'ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র মানব' মতবাদে বিশ্বাসী ছিল; কিন্তু হঠাৎ করেই কোত্থেকে তার কাছে এসব সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জ্ঞানের আবির্ভাব ঘটল এবং কীভাবে সেটা সম্ভব হলো? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ অসম্ভব জ্ঞান কীভাবে লাভ করলেন?

---

[১] 'কুরআন কি মানুষের সৃষ্টিতত্ত্ব ও ভ্রূণবিদ্যা সম্পর্কে সঠিক তথ্য দেয়' এবং 'কুরআনের ভ্রূণবিদ্যা কি গ্রিকদের থেকে নকলকৃত' শিরোনামে দুটো গল্পে রেফারেন্সসহ পাবেন। *এন্টিডোট*, ডা. আশরাফুল আলম সাকিফ।

[২] 'দেখা-শোনা-জানার ক্রম : একজন অজ্ঞেয়বাদীর অজ্ঞত' শিরোনামের গল্পটিতে রেফারেন্স সহ আছে। *এন্টিডোট*, ডা. আশরাফুল আলম সাকিফ।

[৩] 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভ্রূণের লিঙ্গ পার্থক্যকরণের সময় সম্পর্কে ভুল তথ্য দিয়েছিলেন' শিরোনামের গল্পটিতে পাবেন রেফারেন্সসহ। *এন্টিডোট*, ডা. আশরাফুল আলম সাকিফ।

www.QuranerAlo.net

পর্যাপ্ত সময় থাকলে আমি তোমাকে বিস্ময়কর কিছু তথ্য জানাতাম। কেননা, এ বিষয়ে কুরআন ও সুন্নাহর ভাষ্য প্রচুর। তুমি এই ভাষ্যগুলো পর্যালোচনা করলে দেখবে যে, জন্মপ্রক্রিয়া ও বংশধারার সূত্র সম্পর্কে তিনি নির্ভুল ও সঠিক তথ্য প্রদান করেছেন। কোথাও কোনো প্রকার ভুলের শিকার হননি। আচ্ছা, এসব নিগূঢ় তত্ত্ব তাকে কে জানাল?

এ ব্যাপারে ইসলামের ব্যাখ্যা :

وَأَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ ۚ وَكَانَ فَضْلُ ٱللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا

আল্লাহ আপনার ওপর কিতাব ও হিকমাহ নাযিল করেছেন এবং আপনাকে জানিয়েছেন এমন বিষয়—যা আপনি জানতেন না; আর আপনার ওপর আল্লাহর অনুগ্রহ অনেক বড়।[১]

নাস্তিকদের ব্যাখ্যা :

নাস্তিকরা নবীজির এই অসম্ভব জ্ঞানের ব্যাপারে যৌক্তিক ব্যাখ্যা প্রদানে অক্ষম।

[দ্বিতীয় উদাহরণ]

এবার এসো, তোমার সামনে আরেকটি উদাহরণ পেশ করি—

এইচ. জি. ওয়েলস বলেন—

> মরুভূমির ওই তারকা-পুরুষ ও মহামানব মাত্র এক যুগের ব্যবধানে বিশ্বময় তার জ্ঞান ও আদর্শের আলো ছড়িয়ে দিতে সক্ষম হন। এ সময়কালে তার আদর্শের অনুসারী মুসলিমগণ স্পেন থেকে চীন-সীমান্ত পর্যন্ত তাদের ভাষার প্রসার ঘটান এবং শাসনকর্তৃত্ব বিস্তার করেন। এভাবে তারা পৃথিবীকে এক নতুন সভ্যতা ও সংস্কৃতি উপহার দেন। এক কথায়, তারা মানুষকে বিশ্বাসভিত্তিক এমন

[১] সূরা নিসা, আয়াত : ১১১

www.QuranerAlo.net

Contents

> একটি আদর্শ উপহার দেন—যা বিশ্বের অন্যতম একটি সঞ্জীবনী শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয়।[১]

এই সাক্ষ্যটি সর্বাংশে যথার্থ নয়। কেননা, এতে কয়েকটি যুগকে একযুগ বলে ব্যক্ত করা হয়ে হয়েছে। এরপরও আমি সাক্ষ্যটিকে সত্য বলে মেনে নিলাম। এবার বলো তো, একজন নিরক্ষর মানুষের পক্ষে একদল বেদুঈন ও যাযাবর শ্রেণিকে কীভাবে এমন আদর্শ ও নৈতিক শিক্ষা প্রদান করা সম্ভবপর হয়েছিল, যে আদর্শ ধারণ করে তারা তৎকালীন পরাশক্তি—রোম ও পারস্য সম্রাটকে পরাভূত করতে সক্ষম হয়েছিল?

অথচ তুমি নিজেও জানো যে, নবুওয়াতের মিথ্যে দাবীদারদের পরিণতি সবসময়ই অপমান ও লাঞ্ছনাকর হয়। কোনো-না-কোনো উপায়ে তাদের মিথ্যাচার প্রকাশ পেয়েই যায়।

কিন্তু তুমি লক্ষ করলে দেখবে যে, ইসলাম ও মুসলিমদের অবস্থা সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। তারা অতি অল্প সময়ের মধ্যেই অভূতপূর্ব গৌরব রচনা করে এবং মর্যাদার সমুচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত হয়। আর তা সম্ভব হয়েছিল তাদের ধর্মনিষ্ঠার কারণে। কেননা, তারা তখন তাদের দীনকে যথাযথভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। এরচেয়েও বড় আশ্চর্যের বিষয় এই যে, পরবর্তী সময়ে মুসলিমরা তাদের দীন থেকে যতটুকু সরে গিয়েছে ঠিক সে-অনুপাতেই তাদের গৌরব ও মর্যাদা হ্রাস পেয়েছে। তারা অপমানিত ও লাঞ্ছিত হয়েছে।

এমনকি তুমি যে বলেছ—'বিশ্ববিদ্যালয়-জীবনে দেড় বছরের কারাদণ্ড ভোগ করেছিলে এবং পড়ার টেবিল থেকে সরে যেতে বাধ্য হয়েছিলে...'—সেটাও কিন্তু এই মর্যাদাহানিরই অন্তর্ভুক্ত! কেননা, বাহ্যিকভাবে তুমি মুসলিমসমাজেরই একজন সদস্য। আর কোনো মুসলিম আল্লাহর রাসূলের নির্দেশ অমান্য করলে আল্লাহ তাকে উল্লিখিত শাস্তির ভয় দেখিয়েছেন। এ ব্যাপারে সতর্ক থাকতে বলেছেন। আল্লাহ তাআলা বলেন—

فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِۦٓ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

---

[১] *হিস্ট্রি অব দ্যা ওয়ার্ল্ড*: ২০৮

www.QuranerAlo.net

সুতরাং যারা তার আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে তারা যেন সতর্ক থাকে—তারা ভয়াবহ ফিতনার শিকার হবে অথবা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি তাদেরকে আক্রান্ত করবে।[১]

আরও আশ্চর্যের বিষয় এই যে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন—

“

يُوشِكُ الأُمَمُ أَنْ تَدَاعَى عَلَيْكُمْ، كَمَا تَدَاعَى الأَكَلَةُ إِلَى قَصْعَتِهَا. فَقَالَ قَائِلٌ: وَمِنْ قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ؟ قَالَ بَلْ أَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ كَثِيرٌ، وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، وَلَيَنْزِعَنَّ اللهُ مِنْ صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ، وَلَيَقْذِفَنَّ اللهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهَنَ فَقَالَ قَائِلٌ يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا الْوَهَنُ؟ قَالَ: حُبُّ الدُّنْيَا، وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ

বিধর্মীরা তোমাদের ওপর এমনভাবে ঝাঁপিয়ে পড়বে যেভাবে ভোজন রসিকগণ খাবারের ওপর হামলে পড়ে। সাহাবীগণ সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রাসূল, আমাদের স্বল্পতার কারণেই কি এমনটা ঘটবে? তিনি বললেন, না; বরং সেদিন তোমরা সংখ্যায় পর্যাপ্ত থাকবে; কিন্তু তোমরা গড্ডালিকা প্রবাহে খড়কুঠোর ন্যায় ভেসে যাবে। আল্লাহ শত্রুদের হৃদয় থেকে তোমাদের ভয় দূরীভূত করে দেবেন। অপরদিকে তোমাদের মধ্যে 'ওয়াহান'[২] ঢেলে দেবেন।

তখন জনৈক সাহাবী জিজ্ঞেস করলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল, 'ওয়াহন' আবার কী জিনিস?' তিনি বললেন, 'দুনিয়ার মোহ এবং মৃত্যুর ভয়।'[৩]

নাস্তিকদেরকে যুগপৎ বিস্মিত ও হতবুদ্ধ করার মতো একটি বিষয় এই যে, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেই চৌদ্দশত বছর পূর্বেই আমাদের বর্তমান দুরবস্থার কার্যকারণ ব্যাখ্যা করে গেছেন। তিনি বলেছেন—

“

إِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلاًّ لاَ يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ

---

[১] সূরা নূর, আয়াত : ৬৩

[২] ভয় ও পশ্চাদপদতা

[৩] *সুনানু আবি দাউদ* : ৪২৯৭, হাদীসটি সহীহ।

www.QuranerAlo.net

Contents

তোমরা যখন 'ঈনা'[১] পদ্ধতিতে ক্রয়-বিক্রয় করবে, গরুর লেজ ধরে থাকবে (হালচাষে মগ্ন থেকে দুনিয়ামুখিতা অবলম্বন করবে), ফসল নিয়েই সন্তুষ্ট থাকবে এবং জিহাদ ত্যাগ করবে তখন আল্লাহ তোমাদেরকে এমন অপমানে ফেলবেন—যা থেকে দ্বীনে ফিরে আসা ব্যতীত তোমরা মুক্তি পাবে না।[২]

এবার তোমার পালা আবুল হাকাম, উপর্যুক্ত আলোচনার পরও কি তোমার মনে হচ্ছে যে, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে মিথ্যে নবী দাবী করার ক্ষেত্রে নাস্তিকদের যৌক্তিক কোনো ভিত্তি আছে?

অধিকন্তু তাদের এ ধরনের অজস্র মিথ্যে দাবীর স্বরূপ উন্মোচন করে মহান আল্লাহ তাআলা বলেন—

ٱنظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا۟ لَكَ ٱلْأَمْثَالَ فَضَلُّوا۟ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا

দেখুন, তারা আপনার সম্পর্কে কেমনতর দৃষ্টান্ত পেশ করে! এধরনের অবান্তর দৃষ্টান্ত পেশ করেই তারা পথভ্রষ্ট হয়েছে। এখন তারা কিছুতেই পথ পেতে পারে না।[৩]

এখনো কি তোমার মনে হচ্ছে যে, দেহাভ্যন্তরের বিস্ময়কর কার্যক্রম ভিত্তিহীন সমাপতনের মাধ্যমে পরিচালিত হওয়ার দাবীর ক্ষেত্রে নাস্তিকদের যৌক্তিক কোনো অবস্থান অথবা বিশ্বাসযোগ্য কোনো প্রমাণ আছে?

অধিকন্তু মহান আল্লাহ তাদের এই দাবীর অসারতা প্রমাণ করে বলেন—

أَمْ خُلِقُوا۟ مِنْ غَيْرِ شَىْءٍ أَمْ هُمُ ٱلْخَٰلِقُونَ

---

[১] ঈনা পদ্ধতির ক্রয়-বিক্রয় সম্পর্কে কুয়েত থেকে প্রকাশিত *আল-মাওসূআতুল ফিকহিয়্যাহ বা ফিকহ বিশ্বকোষ*-এ লেখা হয়েছে, 'ঈনা পদ্ধতির ক্রয়-বিক্রয়ের অনেক পদ্ধতি রয়েছে। তার মাঝে প্রসিদ্ধ পদ্ধতি হলো, কোনো বস্তু নির্দিষ্ট মূল্যে কোনো নির্ধারিত সময় পর্যন্ত বাকিতে বিক্রি করে পুনরায় বিক্রেতা সেই বস্তুটিই প্রথম মূল্যের চেয়ে কমমূল্যে ক্রেতার কাছ থেকে নগদে ক্রয় করে নেওয়া। মেয়াদ শেষে ক্রেতা প্রথম মূল্যই পরিশোধ করবে। আর উভয় বেচাকেনার আড়ালে অর্জিত হবে সুদ, যা প্রথম বিক্রেতা গ্রহণ করবে। বিষয়টি দাঁড়াবে এরকম, ১৫ দিরহার অর্জনের জন্য ১০ দিরহাম ঋণ দেওয়া। আর বেচাকেনা হলো একটি বাহ্যিক উসিলা মাত্র।' [খণ্ড : ০৯; পৃষ্ঠা : ৯৬]

[২] *সুনানু আবি দাউদ* : ৩৪৬২, হাদীসটি ইমাম আলবানী তার সহীহুল জামি গ্রন্থেও বর্ণনা করেছেন।

[৩] সূরা ইসরা, আয়াত : ৪৮

www.QuranerAlo.net

তারা আপনা-আপনিই সৃজিত হয়ে গেছে, নাকি তারা নিজেরাই স্রষ্টা?[১]

এখনো কি তোমার মনে হচ্ছে যে, মহান আল্লাহ এই বিশ্বজগত সৃষ্টি করার পর তা থেকে দায়মুক্তি ঘোষণার দাবীর ক্ষেত্রে নাস্তিকদের যৌক্তিক কোনো অবস্থান অথবা বিশ্বাসযোগ্য কোনো প্রমাণ আছে?

অধিকন্তু তুমি নিজেই দেখতে পাচ্ছ যে, প্রতিটি সৃষ্টিই অকুণ্ঠচিত্তে তার অনুগ্রহ স্বীকার করছে। তার কৃপায় বেঁচে আছে! তাছাড়া মহান আল্লাহ তাদের এই দাবীর অসারতা প্রমাণ করে বলেন—

إِنَّ ٱللَّهَ يُمْسِكُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ أَن تَزُولَا ۚ وَلَئِن زَالَتَآ إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّنۢ بَعْدِهِۦٓ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا

নিশ্চয় আল্লাহ আসমান ও জমিনকে স্থির রাখেন, যাতে স্থানচ্যুত না হয়। যদি এগুলো স্থানচ্যুত হয়েই যায়, তবে তিনি ব্যতীত কে এগুলোকে স্থির রাখবে? তিনি সহনশীল, ক্ষমাশীল।[২]

এখনো কি তোমার মনে হচ্ছে যে, মহান রাব্বুল আলামীন একজন মিথ্যেবাদীকে তার নামে মিথ্যাচারের অবকাশ দিয়েছেন; মিথ্যে প্রকাশ করে তাকে অপদস্থ করেননি—এই দাবীর ক্ষেত্রে অজ্ঞেয়বাদীদের যৌক্তিক কোনো অবস্থান অথবা বিশ্বাসযোগ্য কোনো ভিত্তি আছে?

অধিকন্তু মহান আল্লাহ তাদের এই দাবীর অসারতা প্রমাণ করে বলেন—

أَمْ يَقُولُونَ ٱفْتَرَىٰ عَلَى ٱللَّهِ كَذِبًا ۖ فَإِن يَشَإِ ٱللَّهُ يَخْتِمْ عَلَىٰ قَلْبِكَ ۗ وَيَمْحُ ٱللَّهُ ٱلْبَٰطِلَ وَيُحِقُّ ٱلْحَقَّ بِكَلِمَٰتِهِۦٓ ۚ إِنَّهُۥ عَلِيمٌۢ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ

[১] সূরা তুর, আয়াত : ৩৫

[২] সূরা ফাতির, আয়াত : ৪১

www.QuranerAlo.net

নাকি তারা একথা বলে যে, তিনি আল্লাহর বিরুদ্ধে মিথ্যে রটনা করেছেন? আল্লাহ ইচ্ছে করলে আপনার অন্তরে মোহর এঁটে দিতেন। বস্তুত তিনি মিথ্যেকে মিটিয়ে দেন এবং আপন বাণী ও বিধানের মাধ্যমে সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করেন। নিশ্চয় তিনি অন্তরের গোপন বিষয় সম্পর্কে সবিশেষ জ্ঞাত।[১]

তিনি আরও বলেন—

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ ٱلْأَقَاوِيلِ ﴿٤٤﴾ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِٱلْيَمِينِ ﴿٤٥﴾ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ ٱلْوَتِينَ ﴿٤٦﴾

সে যদি আমার নামে কোনো মিথ্যে রচনা করত, তবে আমি তার ডান হাত ধরে পাকড়াও করতাম, অতঃপর কেটে দিতাম তার গ্রীবার ধমনী।[২]

এখনো কি তুমি বিশ্বাস করছ যে, বংশধারা সম্পর্কে প্রচলিত ধারণার বিপরীতে গিয়ে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে-বিশুদ্ধ ধারণা দিয়েছিলেন, সে ব্যাপারে নাস্তিকদের সন্তোষজনক কোনো ব্যাখ্যা আছে?

অধিকন্তু মহান আল্লাহ তাআলা বলেছেন—

مَّآ أَشْهَدتُّهُمْ خَلْقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَمَا كُنتُ مُتَّخِذَ ٱلْمُضِلِّينَ عَضُدًا

নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সৃজনকালে আমি তাদেরকে সাক্ষী রাখিনি, এমনকি তাদের নিজেদের সৃজনকালেও না এবং আমি এমনও নই যে, বিভ্রান্তকারীদেরকে সাহায্যকারীরূপে গ্রহণ করবো।[৩]

সর্বোপরি এখনো কি তোমার মনে হচ্ছে যে, 'আরব যাযাবর শ্রেণি যখন তাদের দ্বীনের রজ্জু আঁকড়ে ধরবে তখন তারা বিশ্ব শাসন করবে, আর যখন এই দ্বীনের রজ্জু ত্যাগ করবে তখন লাঞ্ছিত হবে'—নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের

---

[১] সূরা শূরা, আয়াত : ২৪

[২] সূরা হাক্কাহ, আয়াত : ৪৪-৪৬

[৩] সূরা কাহাফ, আয়াত : ৫১

www.QuranerAlo.net

Contents

এই ঐতিহাসিক ভবিষ্যদ্বাণীর ক্ষেত্রে অজ্ঞেয়বাদীদের যৌক্তিক কোনো ব্যাখ্যা আছে?

অধিকন্তু মহান আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مِنكُمْ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى ٱلْأَرْضِ كَمَا ٱسْتَخْلَفَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ ٱلَّذِى ٱرْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّنۢ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِى لَا يُشْرِكُونَ بِى شَيْـًٔا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْفَٰسِقُونَ

তোমাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে, আল্লাহ তাদের ওয়াদা দিয়েছেন যে, তাদেরকে অবশ্যই জমিনের বুকে শাসন-কর্তৃত্ব দান করবেন। যেমন তিনি শাসন-কতৃত্ব দান করেছেন তাদের পূর্ববর্তীদেরকে এবং তিনি অবশ্যই সুদৃঢ় করবেন তাদের দ্বীনকে—যা তিনি তাদের জন্যে পছন্দ করেছেন এবং তাদের ভয়-ভীতির পরিবর্তে অবশ্যই তাদেরকে নিরাপত্তা দান করবেন। তারা আমার ইবাদত করবে এবং আমার সাথে কাউকে শরীক করবে না। এরপর যারা অকৃতজ্ঞ হবে, তারাই অবাধ্য।[১]

প্রিয় আবুল হাকাম,

> **আমাকে আরও বলতে হবে, নাকি এবার তুমিই উত্তর দেবে? তোমার উত্তরের অপেক্ষায় রইলাম!**

আবুল হাকামের উত্তর,

> **আমি আপনার বক্তব্যে ভাষা হারিয়ে ফেলেছি। আমি এর উত্তর দিতে চাই না। হয়তো পারবোও না। সুতরাং আমাকে ইসলাম সম্পর্কে আরও কিছু বলুন।**

[১] সূরা নূর, আয়াত : ৫৫

www.QuranerAlo.net

কঠিন চুক্তি

[হুসামুদ্দীনর চতুর্থ জবাব]

আবুল হাকাম, তুমি বলেছ—

> **আমি জানি, বিশ্বজগতের একজন স্রষ্টা আছেন; কিন্তু আমি এতটাই অহংকারী যে, কিছুতেই তার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে পারছি না।**

প্রিয় আবুল হাকাম, আমি প্রথম থেকেই প্রতিটি সিজদায় তোমার হিদায়াতপ্রাপ্তির দুআ করে আসছিলাম। যে-মহান সত্তার হাতে বন্ধ হৃদয়ের চাবি-কাঠি, তার কাছে প্রার্থনা করছিলাম, তিনি যেন তোমার হৃদয়কে সত্য গ্রহণের জন্য উন্মুখ করে দেন; বক্ষকে উন্মুক্ত করে দেন!

সেই সঙ্গে আকাঙ্ক্ষা করছিলাম, তুমি যদি আমার পাশে অন্তত একটি সিজদা করতে; সিজদায় জারজার হয়ে কাঁদতে! আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতাম। দু'ফোঁটা অশ্রু বিসর্জন দিয়ে সমর্থন ও সমবেদনা জানাতাম! তাহলে হয়তো আল্লাহ আমাদের উভয়কে ক্ষমা করে দিতেন।

কামনা করছিলাম, তুমি যদি আল্লাহর জন্য অন্তত একটি সিজদা করতে এবং হৃদয়ের সুরভি মিশিয়ে বলতে, 'হে আল্লাহ, আপনি এই সিজদাবনত বান্দাকে ক্ষমা করুন!'

সর্বোপরি চেয়েছিলাম, যে-অহংকার তোমার এবং তোমার রবের মাঝে অন্তরায়

www.QuranerAlo.net

হয়ে দাঁড়িয়েছে, সেটা কাপড়ের আবরণ হলে ছিন্ন করতে, ইটের দেয়াল হলে ভেঙে ফেলতে এবং পাথরের পাহাড় হলে গুড়িয়ে দিতে।

ইত্যাকার আকাঙ্ক্ষার মধ্য দিয়ে হঠাৎ মাথায় অদ্ভুত একটা চিন্তা এলো—আবুল হাকাম, যদি আমার রব, তোমার রব এবং সৃষ্টিকুলের রবের কাছে আত্ম-সমর্পণের পূর্বেই আমি মৃত্যুবরণ করি, তবে আমার কী হবে?

ভেতর থেকে উত্তর পেলাম—আমার আর কী হবে? আমি যদি মৃত্যুবরণও করি তবুও তো আমি আমার রবের শিক্ষা তার কাছে পৌঁছে দিয়েছি! এখন সে যদি ইসলাম গ্রহণ করে তবে তার সাথে জান্নাতে দেখা হবে। সেখানে আমরা পরম আনন্দে গল্প করবো। আর যদি তা না করে, তাহলে যে ব্যক্তি আপন স্রষ্টার সাথে অহংকার করে, কোন যুক্তিতে আমি তার প্রতি দুঃখ প্রকাশ করবো?

কিন্তু পরক্ষণেই আমার মাথায় সম্পূর্ণ ভিন্ন একটি চিন্তা এলো—

> **আচ্ছা, আবুল হাকাম যদি নিজেকে আল্লাহর কাছে সমর্পণ করার পূর্বেই মৃত্যুবরণ করে, তবে তার কী অবস্থা হবে?**

প্রিয় আবুল হাকাম, যে সকল যুবক নাস্তিকতার ওপর মৃত্যুবরণ করেছে তাদের অবস্থা দেখে তুমিই এ প্রশ্নের উত্তর দাও।

তাদেরকে দেখে বলো তো, আবুল হাকাম, তুমি কী চাও? তারা মুসলিম অবস্থায় মারা গেলে ভালো হতো, নাকি নাস্তিক অবস্থায়?

নিজেকে প্রশ্ন করো এবং বলো—আবুল হাকাম, তোমার মন কী বলে? তারা সমর্পিত অবস্থায় মারা গেলে ভালো হতো নাকি অবাধ্য অবস্থায়?

নিজেকে প্রশ্ন করো, আবুল হাকাম, তোমার অন্তর কী সাক্ষ্য দেয়? কী হলে ভালো হতো? তারা মুসলিম অবস্থায় মারা গেলে ভালো হতো নাকি কাফির অবস্থায়?

নিজেকে প্রশ্ন করে নিজেই উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করো। উত্তর দিতে সমস্যা হলে নিজেকে তাদের স্থানে কল্পনা করো। এভাবে ভাবো—তাদের স্থানে তুমি হলে কী করতে? তুমি কি মুমিনের সম্মানজনক মৃত্যুকে বেছে নিতে না কাফিরের লাঞ্ছনাকর মৃত্যুকে? কী হলো? উত্তর দাও! মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছ কেন?! বলেই ফেলো না—

www.QuranerAlo.net

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَأَنَّ عِيسَى عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ

আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ ওয়া আন্না ঈসা আব্দুল্লাহি ওয়া রাসূলুহু।

তুমি যদি কেবল একবার এই কথাটি বলো এরপর এই কথার ওপর অবিচল থাকো তবে তোমার সমস্যা কোথায়? তুমি যদি ঈমানের ওপর মৃত্যুবরণ করো তবে তোমার ভয় কীসের? তুমি যদি এই একটি মাত্র কথার ওপর ভর করে জান্নাতে প্রবেশ করো, তবে তোমার ক্ষতি কীসের?

প্রিয় আবুল হাকাম, এখনো কেন গড়িমসি করছ? কোন শুভ মুহূর্তের অপেক্ষা করছ? তুমি কী ভেবেছ যে, তোমার কখনোই মৃত্যু হবে না? আল্লাহর শপথ, মৃত্যু তোমার হবেই। তুমি কিছুতেই আল্লাহকে মৃত্যুদানে অক্ষম করতে পারবে না। তুমি যেখানই পলায়ন করবে মৃত্যু তোমাকে সেখানেই পাকড়াও করবে।

তুমি কি এই হাদীসে কুদসীটি শোনোনি—

❝

ابْنَ آدَمَ، أَنَّى تُعْجِزُنِي وقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ مِثْلِ هَذِهِ، حَتَّى إِذَا سَوَّيْتُكَ وَعَدَلْتُكَ، مَشَيْتَ بَيْنَ بُرْدَيْنِ، وَلِلأَرْضِ مِنْكَ وَبِيدٌ، فَجَمَعْتَ وَمَنَعْتَ، حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ، قُلْتَ أَتَصَدَّقُ، وَأَنَّى أَوَانُ الصَّدَقَةِ؟.

'হে আদম-সন্তান, তুমি কীভাবে আমাকে অক্ষম করবে? আমিই তো তোমাকে এই সামান্য বস্তু থেকে সৃষ্টি করেছি! কিন্তু আমি তোমাকে সুগঠিত করার পর তুমি দুটো চাদর পরিধান করে পৃথিবীতে দম্ভ করে বেড়িয়েছ। তুমি ধন-সম্পদ জমা করে মানুষকে বঞ্চিত করেছ এরপর যখন মৃত্যু তোমার কণ্ঠনালি অতিক্রম করেছে তখন বলতে শুরু করেছ, 'আমি সব সদকা করছি'। এখন কি আর সদকার সময় আছে?'[১]

প্রত্যেক মানুষই জানে, সে অতি তুচ্ছ উপাদান থেকে সৃষ্ট। এরপরও কেন জমিনে দম্ভ করে চলছে?

---

[১] *মুসনাদে আহমাদ* : ১৭৮৪২, হাদীসটি সহীহ, *সহীহুল জামি* : ৮১৪৪

www.QuranerAlo.net

তুমি কি মনে করছ, তোমার প্রাণাত্মা কখনোই কণ্ঠনালি অতিক্রম করবে না?

আল্লাহর শপথ, তোমাকে একদিন মরতে হবেই।

সুতরাং এখনই তাওবা করো। এটাই তাওবা করার শুভমুহূর্ত। এখনই সত্যের আলো গ্রহণ করো। এটাই অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আসার সুবর্ণ সুযোগ। পরে তুমি ঠিকই ফিরে আসতে চাইবে; কিন্তু তখন আর সুযোগ থাকবে না।

আমার এবং তোমার স্রষ্টা আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَلَيْسَتِ ٱلتَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّـَٔاتِ حَتَّىٰٓ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ إِنِّى تُبْتُ ٱلْـَٰٔنَ وَلَا ٱلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُو۟لَـٰٓئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

তাওবাহ তাদের জন্য নয় যারা আজীবন মন্দ কাজ করে, অবশেষে তাদের কারও মৃত্যু উপস্থিত হলে সে বলে, 'আমি এখন তাওবাহ্ করছি' এবং তাদের জন্যও নয়, যাদের মৃত্যু হয় কাফির অবস্থায়। এরাই তারা যাদের জন্য আমি কষ্টদায়ক শাস্তির ব্যবস্থা করেছি।[১]

তোমাকে জিজ্ঞাসা করতেই ভুলে গেছি, তুমি কেমন আছ?

নিশ্চয় ভালো আছ! তোমার শরীরের সেফটি ভাল্‌ভগুলো সম্ভবত সচল আছে। শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলোও ঠিক ঠিক কাজ করছে। তোমার কনুইয়ের জোড়া যথাযথভাবে কাজ করছে। শরীরের ছোট ছোট পেশিগুলো তোমার আঙুল সঞ্চালনে সহায়তা করছে। ফলে তুমি কীবোর্ডে লিখতে পারছ। তোমার খাদ্যগ্রহণের অঙ্গগুলোও যথারীতি কাজ করছে। অন্যান্য পেশিগুলোও যথাযথভাবে কাজ করে চলেছে। ফলে তুমি নৈমত্তিক কাজগুলো সুচারুরূপে করতে পারছ। যেসব চিন্তা সামনে রেখে লিখতে বসেছ স্বতঃস্ফূর্তভাবেই সেগুলো তোমার মাথায় চলে আসছে। এককথায়, মহান আল্লাহর প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সমস্ত নিয়ামত তোমার ওপর বলবৎ রয়েছে।

---

[১] সূরা নিসা, আয়াত : ১৮

www.QuranerAlo.net

Contents

সুতরাং সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহর। অনেক অনেক প্রশংসা। পবিত্র ও বরকতময় প্রশংসা—যেমনটা তিনি পছন্দ করেন। প্রিয় আবুল হাকাম, তুমি কি লক্ষ্য করেছ, আমি কিন্তু অবচেতনেই তোমার হয়ে তোমার ওপর মহান আল্লাহর দয়া, করুণা, সহনশীলতা ও অফুরন্ত নিয়ামতের সপ্রশংস কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে ফেলেছি; কিন্তু তুমি কোথায়, আবুল হাকাম? এখনো কি সেই অন্ধ অহমিকায় ডুবে আছ? এখনো কি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ও স্বীকৃতি প্রদানের শুভমুহূর্ত আসেনি?

এসো তবে, নতুন আরেক দরজা দিয়ে তোমার ভেতরে প্রবেশ করি।

তুমি মিশনারী বিশ্ববিদ্যালয়ে যে-সব বই পড়েছ সেগুলোর দরজা দিয়ে প্রবেশ করি। তবে এবার আমরা অন্ধ অনুকরণের জন্য প্রবেশ করবো না; বরং এবার আমরা প্রবেশ করবো সত্যের নিক্তিতে এবং বিশ্বাসের কষ্টিপাথরে যাচাই করার জন্য। তোমার হৃদয়ে আঁধারের যে-পর্দা নেমে এসেছে সেটা ছিন্ন করার জন্য। ভ্রান্ত যুক্তি তোমার মস্তিষ্কে যে-আবরণ টেনে দিয়েছে তা ছিন্ন করার জন্য। আমাদের এই পরিভ্রমণে ইতিবাচক কিছু ঘটবে ইন শা আল্লাহ।

কঠিন চুক্তি

তুমি বলেছ—

> আমি বিভিন্ন বইয়ে পড়েছি যে, মুহাম্মাদ সাকুল্যে একজন দার্শনিক ছিলেন। তিনি প্রাচীন ধর্ম ও ইতিহাসগ্রন্থ সম্পর্কে সম্যক অবগত ছিলেন। ইসলামের বেশ কিছু শিক্ষা নিয়ে চিন্তা করার পর আমারও মনে হয়েছে যে—'ইসলামে নতুন কিছু নেই; বরং তাতে কেবলই প্রাচীন ঐতিহাসিক উপজীব্যসমূহের পুনরুল্লেখ ঘটেছে।

তোমার ধারণা যদি এমনই হয়ে থাকে তবে এসো তোমার সঙ্গে একটা চুক্তি করি...

তুমি যে-সব বই পড়েছ, সে-সব বইয়ের লেখকগণ মূলত তোমাকে ধোঁকা দিয়েছে। তোমার জ্ঞানসত্তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। তারা নিজেদের অবস্থানকে কলুষিত করে নির্জলা মিথ্যাচার করে বলেছে—'মুহাম্মাদ সাকুল্যে একজন দার্শনিক ছিলেন। তিনি আল্লাহর রাসূল হবার মিথ্যে দাবী করেছিলেন—আর তুমিও তাদের প্রতারণার শিকার হয়েছ!

www.QuranerAlo.net

তাহলে এবার এসো, তোমার সঙ্গে একটা চুক্তি করে ফেলি। এই চুক্তি অনুসারে এখন থেকে তুমি একজন 'মিথ্যেবাদী দার্শনিক' হয়ে যাবে। বিভিন্ন ব্যাপারে তোমার মতামত উল্লেখ করবে। তারপর আমরা বিচার করবো সেটা যৌক্তিক, নাকি অযৌক্তিক?

মিথ্যেবাদী দার্শনিক

আমি চাই, তুমি এবার একজন মিথ্যেবাদী দার্শনিক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করো...

স্থান-কাল অতিক্রম করে মক্কার কুরাইশ গোত্রে চলে এসো—যারা ভাষা-সাহিত্যে অনতিক্রম্য উচ্চতায় উন্নীত হয়েছে; কবিতার অভূতপূর্ব ও অবর্ণনীয় আসর জমিয়েছে। সে আসরে এক কবি উপস্থিত কবিতা রচনা করে অপর কবিকে আক্রমণ করে। আক্রান্ত কবি কবিতার ভাষায় তৎক্ষণাৎ তার জবাব দেয়। উভয়ের কবিতাই সাহিত্যের অমূল্য সম্পদে পরিণত হয়। সর্বত্র কবি ও কবিতার আসর দৃষ্টিগোচর হয়। সর্বত্র উন্নত সাহিত্যের সুশীতল হাওয়া বয়ে যায়।

তুমি এমন এক সম্প্রদায়ের কাছে চলে এসো—যাদের অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তিই হলো কাবাঘরের মূর্তি। যারা এই মূর্তিগুলো সংরক্ষণের জন্য সর্বদা পর্যাপ্ত সেবায়েত নিযুক্ত রাখে। এখানে বছরে একবার আরবের সকল গোত্রের নারী-পুরুষ সমবেত হয়। এতে মক্কার ব্যবসায়ীরা লাভবান হয়। এটাই তাদের আয়ের মূল উৎস। এমন এক সম্প্রদায়ের কাছে তুমি মিথ্যেবাদী দার্শনিক সেজে চলে এসো, আবুল হাকাম।

এবার শুরু করো তোমার মিথ্যের অভিসার!

তুমি প্রথমে নিজের সম্প্রদায়ের মধ্যে চল্লিশ বছর সত্যবাদী, বিশ্বস্ত ও সজ্জন সেজে থাকো—

- তুমি একাধারে ৪০ টি বছর আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখবে। সত্য কথা বলবে। মানুষের বোঝা বহন করবে। অভাবীর আহার যোগাড় করে দেবে। আতিথেয়তা করবে। বিপদে-আপদে মানুষকে সাহায্য করবে। এভাবে একাধারে ৪০ বছর তুমি সজ্জনের অভিনয় করবে।
- তোমাকে কিন্তু নিরক্ষর সাজতে হবে। অতএব, তুমি লিখতে বা পড়তে পারবে না।
- তুমি একজন অনাথ শিশু হবে। তোমার বাবা জীবিত থাকতে পারবে না। সে

www.QuranerAlo.net

তোমাকে নিয়ে দেশে-বিদেশে ঘুরে বেড়াতে পারবে না। অধিকন্তু তোমার কোনো শিক্ষকও থাকবে না। সুতরাং কেউ তোমাকে গ্রিক ও রোমান ইতিহাস সম্পর্কে অবগত করতে পারবে না।

- তুমি মেষ চরাবে। মেষ চরানোর মধ্য দিয়ে অধীন লোকদের প্রতি সহানুভূতিশীল হতে শিখবে।
- এই ৪০ বছর তুমি স্বজাতির লোকদের মূর্তিপূজা থেকে বিরত থাকবে।

এরপর.. দীর্ঘ.. চল্লিশ বছর পর তুমি হঠাৎ করে স্বরূপে ফিরে আসবে এবং মিথ্যে দাবী করে বলবে যে, 'আমি আল্লাহর রাসূল'! যুক্তির বিচারে এটাও কি সম্ভব, আবুল হাকাম, তোমার যুক্তিতে এটা সম্ভব হলে হতেও পারে। এতে আমার কোনো আপত্তি নেই।

এই দাবীর পর নিজের সম্প্রদায়ের নিকট গমন করে তাদেরকে মূর্তিপূজায় লিপ্ত দেখবে। তখন—

- তুমি সরাসরি বলে ফেলবে—'আমি তোমাদের নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত রাসূল'।
- তোমার এ কথা শুনে স্বজাতির লোকেরা তোমাকে নিয়ে ঠাট্টা করবে।
- তোমার আপন চাচা তোমাকে ধমক দেবে। তোমার শত্রু হয়ে যাবে।
- তোমার চাচী 'আবুল হাকাম'-এর পরিবর্তে 'আবুর রিমাম'[১] বলে তোমাকে ডাকতে শুরু করবে।

এধরনের অজস্র অপমান ও লাঞ্ছনাসত্ত্বেও তুমি নবুওয়াতের মিথ্যে দাবী করে যাবে। সর্বত্র এর প্রচারণা চালাতে থাকবে! যুক্তির বিচারে এটাও কি সম্ভব, আবুল হাকাম, তোমার যুক্তিতে এটা সম্ভব হলে হতেও পারে। এতে আমার আপত্তি থাকার কথা নয়।

এরপর তুমি নিজেকে সত্যবাদী প্রমাণের জন্য এবং তাদেরকে তোমার অনুসারী বানানোর জন্য তাদের প্রতি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেবে—

কিন্তু নিজেকে মিথ্যেবাদী জেনেও তুমি কোন বিষয়ে তাদেরকে চ্যালেঞ্জ করবে?

---

[১] পচা হাড্ডিওয়ালা

www.QuranerAlo.net

তুমি হয়তো চ্যালেঞ্জের জন্য এমন কিছু বেছে নিতে চাইবে, যা আদৌ তাদের আয়ত্তে নেই। যেমন, জ্যোতির্বিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা, Physiognomy[১] ইত্যাদি।

কিন্তু আমি চাইবো, তুমি তাদের সবচে' শক্তিশালী জায়গাটাতে আঘাত করবে। তাদের সঙ্গে তাদেরই ভাষায় কথা বলবে।

হ্যাঁ, তুমি ঠিকই ধরেছ। আমি চাইবো, তুমি তাদের প্রতি ভাষা ও সাহিত্যের চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেবে। সৃজনশীল সাহিত্য ও মানভাষায় তাদেরকে পরাস্ত করবে। অলংকারপূর্ণ জ্ঞানগর্ভ আলোচনায় তাদেরকে বিমুগ্ধ ও হতবুদ্ধ করবে। নিজেকে মিথ্যেদাবীর প্রচারক জেনেও কি তুমি তাদের সবচে' শক্তিশালী এই জায়গাটাতে আঘাত করতে পারবে? তাদের প্রতি এই চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিতে পারবে?

যুক্তির বিচারে এটাও কি সম্ভব, আবুল হাকাম, তোমার যুক্তিতে এটা সম্ভব হলে হতেও পারে। তুমি হয়তো এটা করেও দেখাতে পারবে। এতে আমার চিন্তিত হওয়ার কী আছে?

এবার তুমি তাদেরকে তোমার বক্তব্যের মাধ্যমে চ্যালেঞ্জ করবে—

- শুধু তাই নয়; তুমি একই সঙ্গে দুই শৈলীতে কথা বলবে। প্রথম শৈলীর নাম হবে কুরআন। কুরআনের বাণী ও বক্তব্যের চেয়ে অলংকারপূর্ণ বাণী ও বক্তব্য কোনো মানুষের পক্ষে কল্পনা করাও সম্ভব নয়।
- আর দ্বিতীয় শৈলীর নাম হবে হাদীস। এটাও সাহিত্যিমানে সাধারণ মানুষের ভাষা ও বক্তব্যের ঊর্ধ্বে হবে। তবে কুরআনী বক্তব্যের মানের চেয়ে যৎকিঞ্চিৎ অনুন্নত হবে।
- সাবধান! কুরআনী বক্তব্যের মান কিন্তু একটু উন্নত আর হাদীসের বক্তব্যের মান ঈষৎ অনুন্নত হতে হবে।
- এভাবে তুমি একই সঙ্গে দুই শৈলীতে কথা বলে যাবে। একটা সাহিত্যমানে অন্যটির চেয়ে ঈষৎ উন্নত হবে। তবে উভয়টিই সাধারণ মানুষের কথা ও বক্তব্যের তুলনায় যথেষ্ট উন্নত হবে।

---

[১] চেহারা দেখে ভেতরগত বিষয়গুলো বলে দেওয়ার বিদ্যা। (art of judging character from facial characteristics) https://www.merriam-webster.com/dictionary/physiognomy.

www.QuranerAlo.net

Contents

নিজেকে চরম মিথ্যেবাদী জেনেও তুমি সাধারণ মানুষকে এভাবে চ্যালেঞ্জ করে বেড়াবে! যুক্তির বিচারে এটাও কি তোমার কাছে সম্ভবপর মনে হয়? আচ্ছা, ধরে নিলাম, এটাও তোমার পক্ষে সম্ভব। তুমি চাইলেই এটা করতে পারো।

এরপর উদ্ভূত পরিস্থিতি অনুযায়ী কথা বলতে থাকবে—

- যখন কোনো মুসলিম কোনো ইহুদীর ওপর অত্যাচার করবে তখন তুমি সাহিত্যমানে উত্তীর্ণ বক্তব্যের মাধ্যমে ইহুদীর পক্ষে রায় দেবে। আবার যখন তোমার কোনো সাহাবী তোমাকে ছেড়ে চলে যাবে তখনো অলংকারপূর্ণ বক্তব্যের মাধ্যমে তাকে সতর্ক করবে।

- ৪০ বছর বয়সে মিথ্যাচার শুরু করার আগে কিন্তু তুমি এই সাহিত্যপূর্ণ ভাষায় কথাই বলতে পারতে না। চল্লিশ বছর পূর্বে তুমি ছিলে নিরক্ষর; কিন্তু হঠাৎ করেই এখন তুমি উদ্ভূত পরিস্থিতি অনুসারে অলংকারপূর্ণ ভাষায় কথা বলতে পার। সেগুলোর সুষ্ঠু সমাধান করতে পার। সুতরাং এখন থেকে সর্বাবস্থায় এভাবেই তোমাকে কথা বলতে হবে। দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি কাজেই তুমি উঁচু মানভাষা ব্যবহার করবে। তোমার শব্দচয়ন ও বাণীবিন্যাসে সাহিত্যবেত্তা ও অলঙ্কারজ্ঞগণও বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে পড়বে।

পারবে তো, আবুল হাকাম, এমন দুঃসাহসিক একটি চ্যালেঞ্জ করতে? এমন চ্যালেঞ্জে সফল হতে?

এরপর তোমাকে ধৈর্যধারণ করবে। ধৈর্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করবে—

- তুমি নিজেকে মিথ্যেবাদী জেনেও ধৈর্যধারণ করবে।
- সবাই তোমাকে নির্বোধ বলবে, তবুও ধৈর্যধারণ করবে।
- সবাই তোমাকে মিথ্যেবাদী বলবে, তবুও ধৈর্যধারণ করবে।
- সবাই তোমাকে কবি বলবে, তবুও ধৈর্যধারণ করবে।
- সবাই তোমাকে গণক বলবে, তবুও ধৈর্যধারণ করবে। ।
- সবাই তোমাকে দার্শনিক বলবে, তবুও ধৈর্যধারণ করবে।

www.QuranerAlo.net

- স্বজাতির লোকেরা তোমাকে স্বদেশ থেকে বহিস্কার করবে, তবুও ধৈর্যধারণ করবে।
- দুর্বৃত্তরা তোমার গায়ে উটের নাড়িভূড়ি ছুঁড়ে দিবে, তবুও ধৈর্যধারণ করবে।
- পরিবার-পরিজন তোমাকে ত্যাগ করবে, তবুও ধৈর্যধারণ করবে।
- তোমাকে হত্যার চেষ্টা করা হবে; তবুও ধৈর্যধারণ করবে।
- তোমাকে শ্বাসরুদ্ধ করা হবে; তবুও ধৈর্যধারণ করবে।
- তোমার পেছনে দুর্বৃত্তদেরকে লেলিয়ে দেওয়া হবে। তারা পাথর মেরে তোমাকে রক্তাক্ত করে ফেলবে; তুমি বেহুঁশ হয়ে পড়ে থাকবে। এরপরও তুমি ধৈর্যধারণ করবে।

নিজেকে মিথ্যেবাদী জেনেও কি তুমি উল্লিখিত বিষয়গুলোতে ধৈর্যধারণ করতে পারবে? তুমি কি এমন একটি মিথ্যের জন্য সকল কষ্ট সহ্য করতে পারবে, যে মিথ্যায় তোমার ইহকালীন ও পরকালীন কোনো কল্যাণ নেই?! ঠিক আছে, ধরে নিলাম তুমি পারবে। তুমি নিজেকে ব্যতিক্রম হিসেবে প্রমাণের চেষ্টা করবে।

এরপর তুমি দৃঢ়তার পরিচয় দেবে—

- নিজেকে চরম মিথ্যেবাদী জেনেও তোমাকে দৃঢ়তা প্রদর্শন করতে হবে।
- তারা বলবে—'এক বছর আমরা তোমার রবের ইবাদত করবো, আরেক বছর তুমি আমাদের উপাস্যদের ইবাদত করবে'—তুমি তাদের এই প্রস্তাব দৃঢ়তার সাথে প্রত্যাখ্যান করবে।
- তারা বলবে—'তুমি রাজ্য চাইলে আমরা তোমাকে রাজত্ব দিয়ে দেবো'—তুমি প্রচণ্ড দৃঢ়তার সঙ্গে তাদের এই প্রস্তাব নাকচ করবে।
- তারা বলবে—'তুমি আমাদের প্রভুদের ব্যাপারে নীরব থাকলে আমরা তোমার কোনো ক্ষতি করবো না'—তুমি প্রচণ্ড দৃঢ়তার সঙ্গে তাদের এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করবে।
- তারা বলবে—'তুমি সুচিকিৎসা বা সম্পদ চাইলে আমরা তোমার চিকিৎসা ও সম্পদের ব্যবস্থা করবো'—তুমি তাদের এই লোভনীয় প্রস্তাবও ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করবে। দৃঢ়ভাবে মিথ্যেকে আঁকড়ে রাখবে।
- তারা বলবে—'ব্যবসার সমস্ত সম্পদ আমরা তোমাকে দিয়ে দেবো'—তবুও

www.QuranerAlo.net

তুমি মিথ্যেকে আঁকড়ে ধরে সুখের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করবে।

ইহকালীন ও পরকালীন স্বার্থহীন মিথ্যে একটি দাবীর জন্য তুমি এত এত প্রলোভন ত্যাগ করতে পারবে, আবুল হাকাম? এত কিছুর পরও কি তুমি মিথ্যেকে আঁকড়ে ধরে বেঁচে থাকতে চাইবে? চুক্তির বিচারে এটাও কি সম্ভব, আবুল হাকাম? ঠিক আছে, ধরে নিলাম, তুমি এটাও পারবে। তুমি পারলে আমার আপত্তি করারই বা কী আছে?

এরপর তুমি সতর্কতার পরিচয় দেবে—

- তোমাকে সর্বদা সজাগ থাকতে হবে। কারণ, প্রতিটি মিথ্যেরই সুস্পষ্ট আলামত থাকে। প্রত্যেক মিথ্যেবাদীরই বিশেষ দুর্বলতা থাকে।
- তোমাকে সর্বদা সতর্ক থাকতে হবে। কেননা, কথায় আছে—'মিথ্যাশিল্পী হতে চাইলে প্রথমে স্মৃতিশক্তি বাড়াও';—কারণ, হতে পারে, প্রচণ্ড স্মৃতিশক্তি না-থাকলে তুমি আজ একরকম বলবে; কিন্তু কিছুদিন পর আবার অন্যরকম বলবে। তখন তোমার মিথ্যাচার ধরা পড়ে যাবে। কাজেই তোমাকে সর্বদা সজাগ থাকতে হবে। প্রতিটি মিথ্যে সারাজীবন স্মরণ রাখতে হবে।
- তোমাকে সর্বদা খেয়াল রাখতে হবে, যেন তোমার কোনো কথাই স্ববিরোধী না হয়। কোনো কথার মর্মই যেন পরস্পরবিরোধী না হয়—সময়ের ব্যবধানে সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে যেটা হয়ে থাকে।
- তুমি হাজার হাজার আয়াত এবং হাদীস মুখস্থ বলবে; কিন্তু সেগুলোর মধ্যে পারস্পরিক বিরোধ থাকতে পারবে না। তোমার মিথ্যাচারও ধরা পড়বে না।
- তুমি সবার সঙ্গে সমানভাবে মিশবে, সবার সঙ্গে সমানভাবে কথা বলবে; কিন্তু তাদের একজনও তোমার কোনো মিথ্যে ধরতে পারবে না। অথচ তুমি প্রতিটি কথাই মিথ্যে বলছ!

আচ্ছা, আবুল হাকাম, তুমি কি এতটা সতর্ক হয়ে চলতে পারবে? সর্বদা এতটা সজাগ থাকতে পারবে? এটাও কি আমাকে বিশ্বাস করতে হবে! ঠিক আছে, মেনে নিলাম, তুমি এটাও পারবে।

এরপর ব্যক্তিগত জীবনেও তুমি চরম সাবধানতা অবলম্বন করবে—

www.QuranerAlo.net

- শুধু বাইরেই নয়; ঘরেও তুমি একই অভিনয় করবে; বরং বাইরের চেয়ে ঘরেই বেশি সাবধান থাকবে।
- স্ত্রীকে ঘুমন্ত রেখে রাত জেগে তোমার রবের ইবাদত করতে থাকবে। তার সামনে দাঁড়িয়ে জারজার হয়ে কাঁদতে থাকবে। অথচ তুমি নিজেও জানো যে, তুমি একজন মিথ্যেবাদী।
- গভীর রাতে আরামের শয্যা ত্যাগ করে কবরস্থানে চলে যাবে। আর বলবে—'আমার রব আমাকে আদেশ করেছেন।'[১] অথচ তুমি নিজেই জানো যে, তুমি একজন চরম মিথ্যেবাদী!
- সহসাই তুমি কাঁদতে থাকবে। এমন সময় হঠাৎ কেউ এসে কান্নার কারণ জানতে চাইলে তুমি বলবে—'সদ্য আমার ওপর কয়েকটি আয়াত নাযিল হয়েছে। এই আয়াতগুলোই আমার ক্রন্দনের কারণ।' কিন্তু তুমি জানতেই না যে, তারা এই মুহূর্তে তোমার কাছে আসবে!

---

[১] আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহা থেকে বর্ণিত—তিনি বলেন, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার সাথে রাত্রিযাপন করছিলেন। এমন এক রাতে তিনি ওপাশ ফিরলেন, নিজের চাদর খুলে রাখলেন এবং জুতা দুটো পায়ের কাছে রাখলেন। তারপর নিজ লুঙ্গির পাশটা বিছানার এক পাশে বিছিয়ে তার উপর শুয়ে গেলেন। তাঁর যখন মনে হলো আমি ঘুমিয়ে পড়েছি তখন অতি সন্তর্পণে নিজ চাদর পরলেন, জুতা পরলেন এবং দরজা খুলে বেরিয়ে গেলেন। যাওয়ার সময় আস্তে করে দরজা ভেজিয়ে গেলেন। আমি মাথায় খিমার পরিধান করে নিম্নবস্ত্র পরে তার পিছু নিলাম। তিনি বাকী'তে এসে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে তিন বার হাত তুললেন। তারপর ঘুরে দাঁড়ালে আমিও ঘুরে দাঁড়ালাম। তিনি দ্রুতপদে অগ্রসর হলে আমিও তাই করলাম। তিনি দৌড়ানো শুরু করলে আমিও দৌড়ালাম। তিনি যখন প্রায় হাজির তখন আমি হাজির হয়ে তার আগে প্রবেশ করলাম। আমি শোয়ার সাথে সাথে তিনি ঢুকলেন এবং বললেন, 'তোমার কী হলো? নিঃশ্বাস ওঠানামা করছে আর পেট ফুলে আছে যে?" আমি বললাম, 'না, কিছু না।' তিনি বললেন, 'তুমি অবশ্যই আমাকে জানাবে। নতুবা সূক্ষ্মদর্শী ও সম্যক অবহিত প্রভু আমাকে জানাবেন।' আমি বললাম, 'আল্লাহর রাসূল, আপনার জন্য আমার পিতা-মাতা উৎসর্গীকৃত হোক।' তারপর সব খুলে বললাম। তিনি বললেন, 'তাহলে আমি নিজের সামনে যে কালো ছায়া দেখেছিলাম সেটা তুমি ছিলে?' আমি বললাম, 'হ্যাঁ।' তিনি আমার বুকে এক মৃদু আঘাত করলেন। আমি ব্যথা পেলাম। তিনি বললেন, 'তুমি কি মনে করেছিলে আল্লাহ ও তার রাসূল তোমার ব্যাপারে অন্যায় করবেন?' আমি বললাম, 'মানুষ যাই গোপন করুন আল্লাহ তো তা জানেন।' তিনি বললেন, 'হ্যাঁ। তুমি যখন দেখছিলে তখন জিব্রীল আমার কাছে এসেছিলেন। এসে আমাকে ডেকেছিলেন কিন্তু সে ডাক তোমার কাছ থেকে গোপন রেখেছিলেন। আমিও জবাব দিলাম তোমার থেকে গোপন রেখেই। কেননা তুমি কাপড় খুলেছ এমন সময় তিনি প্রবেশ করতে পারেন না। আমি ভাবলাম যে তুমি ঘুমিয়ে পড়েছ তাই তোমাকে জাগানো অপছন্দ করলাম। আবার ভাবলাম তুমি একাকী অস্বস্তি অনুভব করবে। তো জিব্রীল আমাকে এসে বললেন, 'আপনার রব আপনাকে আদেশ করেছেন বাকী'তে গিয়ে তার অধিবাসীদের জন্য ইস্তেগফার পড়তে।'—*সহীহ মুসলিম* : ৯৭৪।

www.QuranerAlo.net

- তুমি নিজের ব্যাপারেও যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করবে। রবের ইবাদত করতে করতে পা ফুলিয়ে ফেলবে। অথচ তুমি জানো যে, তুমি একজন চরম মিথ্যেবাদী।
- এককথায়, তুমি এতটাই সাবধান থাকবে যে, তোমার স্ত্রীও তোমার সম্পর্কে বলতে বাধ্য হবে, 'তিনি ছিলেন কুরআনের প্রতিচ্ছবি'।[১]

একান্ত ব্যক্তিগত জীবনেও কি তুমি এতটা সাবধান হয়ে চলতে পারবে? এতটা সময় ধরে মিথ্যের অভিনয় করে যেতে পারবে? এটাও কি আমাকে বিশ্বাস করতে হবে? ঠিক আছে, হয়তো তুমি পারবে।

এবার তুমি নিজের ও অপরাপর মানুষের সাথে স্পষ্ট সত্য বলবে; কিন্তু চরম মিথ্যেবাদী হয়েও তোমার পক্ষে এটা কীভাবে সম্ভব হবে?—আমি জানি না।

- তুমি যখন আসমান-জমিন, চাঁদ-সূর্য ও গ্রহ-নক্ষত্র সম্পর্কে কথা বলবে তখন মনে হবে, যেন তুমি সবকিছু স্বচক্ষে দেখেছ—যদিও তোমার সম্প্রদায় এ কথার বিরোধিতা করে।
- তুমি যখন সাগর-নদী, গাছ-পালা ও পশু-পাখি নিয়ে কথা বলবে, এমনভাবে বলবে, যেন তুমি এগুলোর প্রকৃত চিত্র ও পরিচয় তুলে ধরেছ—যদিও তোমার সম্প্রদায় এব্যাপারে তোমার বিরোধিতা করে।
- যখন পূর্ববর্তীদের ঐতিহাসিক ঘটনা বর্ণনা করবে তখন শুধু প্রকৃত সত্য ও বস্তুনিষ্ঠ ঘটনাই বর্ণনা করবে। মনে হবে, যেন ঘটনাগুলো তোমার সামনেই ঘটেছে—যদিও ইয়াহূদী ও খ্রিস্টান সম্প্রদায় এর বিরোধিতা করে।

সকল বিষয়ে চরম মিথ্যেবাদী তুমি কি এই বিষয়ে এতটা স্পষ্টবাদী হতে পারবে? নিরাপদ ও প্রচলিত তথ্য না দিয়ে নতুন নতুন তথ্য দেবার ঝুঁকি নেবে? এরপর সেই তথ্যের ওপর অবিচল থাকবে? এটাও কি আমাদেরকে বিশ্বাস করতে হবে? ঠিক আছে, ধরে নিলাম, তুমি এটাও পারবে!

অধিকন্তু যখন মিথ্যে বলার মোক্ষম সুযোগ আসবে তখন তুমি মিথ্যে না বলে চুপ থাকবে! আবার যখন চুপ থাকাটাই মিথ্যে প্রচারের জন্য যথেষ্ট হবে, তখন তুমি

---

[১] *সহীহ মুসলিম* : ৭৪৬

www.QuranerAlo.net

চুপ না থেকে কথা বলবে! মানুষের ভ্রান্ত ধারণা দূর করবে—

- তোমার সম্প্রদায় তোমার কাছে কিয়ামতের সময় জানতে চাইলে বলবে; 'আমি জানি না, এসম্পর্কে কেবল আমার প্রভুই জানেন।'—যদিও তুমি জানো যে, ৫০০ বা ১০০০ বছর বললেও তুমি নিরাপদ। কারণ, তোমার কথার সত্যতা যাচাই করার জন্য কেউ পাঁচশ' বা একহাজার বছর বেঁচে থাকবে না।

- তোমার সম্প্রদায় যদি তোমাকে জিজ্ঞেস করে, রোমকগণ কবে পারসিকদেরকে পরাজিত করবে? তাহলে তুমি বলবে, 'কয়েক বছরের মধ্যেই'! যদিও তুমি জানো যে, এভাবে মিথ্যে বলাটা ঝুঁকিপূর্ণ।

- কারণ, কয়েক বছর পর যদি তোমার এই ভবিষ্যদ্বাণী সত্য প্রমাণিত না হয় তাহলে তোমার মিথ্যে প্রকাশিত হয়ে যাবে। তুমি ভয়ানক সংকটে পড়বে। সঙ্গীরা তোমার সঙ্গ ত্যাগ করে চলে যাবে। শত্রুরা তোমার নিন্দা করবে। পরিবার-পরিজন তোমাকে বয়কট করবে। এমনকি এই মিথ্যাচারের কারণে তারা সম্মিলিতভাবে তোমাকে হত্যার ষড়যন্ত্রও করতে পারে। তখন তুমি কী করবে? কাজেই একবার ভেবে দেখো, ভবিষ্যদ্বাণী প্রদানের এমন ঝুঁকি কি তুমি নেবে?

- তোমার ছেলে যেদিন মৃত্যুবরণ করে, ঘটনাক্রমে সেদিনই সূর্যগ্রহণ হয়। লোকেরা ধারণা করে যে, তার মৃত্যুর কারণেই এমনটি ঘটেছে। তুমি চাইলেই তাদের এই ধারণাটাকে বিশ্বাসে পরিণত করতে পারতে। কেবল চুপ থাকলেই পারতে; কিন্তু তুমি চুপ থাকলে না। তাদের ভক্তিতে সায় দিলে না; বরং তাদরে ধারণা অসার ঘোষণা করে বললে, 'সূর্যগ্রহণ কারও জন্ম বা মৃত্যুর কারণে হয় না!'

একজন চরম মিথ্যেবাদী কি এগুলো করতে পারে? মিথ্যে প্রতিষ্ঠার এত এত সুযোগ হাতছাড়া করতে পারে? তুমি কি পারবে? আচ্ছা, ধরে নিলাম, তুমি চরম মিথ্যেবাদী হয়েও এগুলো করতে পারবে।

এরপর তুমি নিজেকে মিথ্যে সান্ত্বনা দেবে—

- শত্রুর আক্রমণের আশংকা যখন প্রবল হবে তখন তুমি নিজেই তোমার নিরাপত্তা-

www.QuranerAlo.net

ব্যবস্থা প্রত্যাহার করবে। যারা তোমার নিরাপত্তার দায়িত্বে নিযুক্ত ছিল তাদেরকে এই মিথ্যে অভয়বাণী দিয়ে ঘরে ফিরে যেতে বলবে যে, এখন থেকে স্বয়ং আমার রবই আমাকে নিরাপত্তা দেবেন। কারণ, আমার ওপর নাযিল হয়েছে—

وَٱللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ ٱلنَّاسِ

এখন থেকে স্বয়ং আল্লাহই আপনাকে মানুষের আক্রমণ থেকে রক্ষা করবেন।[১]

- যখন শত্রুরা তোমাকে নির্বংশ বলে কটূক্তি করবে তখন তুমি এই বলে নিজেকে মিথ্যে সান্ত্বনা দেবে যে—

إِنَّآ أَعْطَيْنَٰكَ ٱلْكَوْثَرَ [الكوثر

নিশ্চয় আমি আপনাকে কাউসার দান করেছি।[২]

- যুদ্ধক্ষেত্রে বিশাল শত্রুবাহিনীর বিপরীতে একাই দাঁড়িয়ে ঘোষণা করবে যে, 'আমি নবী; এটাই পরম সত্য।'

তোমার দাবীর অসারতা জেনেও কি তুমি নিজেকে এভাবে মিথ্যে সান্ত্বনা দিতে পারবে? পৃথিবীর সবচে' সরল মানুষটিও কি তোমার এই যোগ্যতার স্বীকৃতি দেবে? কেউ না দিলেও অন্তত আমরা তোমাকে স্বীকৃতি দিলাম এবং ধরে নিলাম যে, তুমি এটাও পারবে।

এরপর তুমি মস্তবড় বিজ্ঞানী হয়ে যাবে। তুমি মানুষকে এমন এমন তথ্য ও তত্ত্ব দেবে—যার স্বরূপ ও সত্যতা জানতে তাদের কয়েকশ' বছর লেগে যাবে—

- তুমি না দেখেই গর্ভস্থ সন্তানের যথাযথ বর্ণনা দেবে।
- তুমি না জেনেই গর্ভস্থ সন্তানের স্তরগুলো নিখুঁতভাবে বলে দেবে।
- তুমি কোনো প্রকার পূর্বজ্ঞান ব্যতীতই তার দৈহিক গঠন ও আকৃতির বর্ণনা দেবে।

---

[১] সূরা মায়িদাহ, আয়াত : ৬৭

[২] সূরা কাউসার, আয়াত : ১

www.QuranerAlo.net

- তুমি সমকালীন মানুষের তত্ত্বজ্ঞানের প্রতি বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ না করে তাদের মতের বিপরীতে জ্ঞানমূলক কথা বলবে।

প্রিয় আবুল হাকাম, তুমি যদি প্রকৃত অর্থেই মিথ্যেবাদী হয়ে থাকো তবে আদৌ কি এগুলো তোমার পক্ষে সম্ভব? আদৌ কি এগুলো তোমার কাছে বিশ্বাসযোগ্য?

এবার তবে থামো, বন্ধু!

মানদণ্ড সম্পূর্ণভাবে একপেশে হয়ে গেছে। বানের পানি বিপদসীমা অতিক্রম করেছে। ডেকচি গরম হয়ে পানি উথলে পড়ছে। ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেছে! আল্লাহর শপথ করে বলছি, এটা কখনোই বিশ্বাসযোগ্য হতে পারে না!

- একজন সত্যবাদী লোক চল্লিশ বছর সত্য বলার পর কীভাবে মিথ্যে বলা শুরু করতে পারে? কীভাবে সে সরাসরি আল্লাহর নামে মিথ্যে বলতে পারে?!
- নিরক্ষর একজন ব্যক্তি কীভাবে তত্ত্বজ্ঞানে বিজ্ঞ লোকদেরকে হতবুদ্ধ করে ফেলতে পারে?
- নবুওয়াতের মিথ্যেদাবীদার তার মিথ্যে প্রচারণার জন্য কীভাবে এতটা অমানুষিক কষ্ট সহ্য করতে পারে?
- কীভাবে একজন নিরক্ষর মিথ্যেবাদী স্বজাতির সুসাহিত্যিক ও অলংকারশাস্ত্রবিদদেরকে ভাষার চ্যালেঞ্জে পরাজিত করতে পারে?
- একজন মিথ্যেবাদী কী করে তাৎক্ষণিকভাবে সর্বোন্নত ও অলৌকিক সাহিত্যপূর্ণ ভাষায় কথা বলতে পারে?
- সত্যবাদী ও মিথ্যেবাদী নির্বিশেষে একজন সাধারণ মানুষের পক্ষে একই সঙ্গে এমন দুটি শৈলীতে কথা বলা কীকরে সম্ভব—যে শৈলী দুটি সাহিত্যমানে পরস্পরের কাছাকাছি হওয়া সত্ত্বেও মানবীয় শৈলীর বহু ঊর্ধ্বে।
- কীভাবে একজন মিথ্যেবাদী ইহকালীন স্বার্থকে বিসর্জন দিয়ে মিথ্যে প্রচারের জন্য এতখানি ধৈর্যধারণ করতে পারে?
- একজন মিথ্যেবাদীর সামনে তার সামান্য মিথ্যে দাওয়াত পরিত্যাগের এত এত প্রলোভন আসার পরও কীভাবে সে প্রলোভনগুলো বিসর্জন দিতে পারে?

www.QuranerAlo.net

এই প্রলোভনগুলোও যদি সে বিসর্জন দেয়, তবে তার প্রাপ্তি কী? মানুষ তো বিশেষ প্রাপ্তির জন্যই মিথ্যে বলে!

- একজন মিথ্যেবাদী এত এত মিথ্যে কথা বলার পরও কীভাবে তার মিথ্যেগুলো পরস্পরবিরোধী হয় না? এমনকি একটি বারের জন্যও না!
- কীভাবে একজন মিথ্যেবাদী তার মিথ্যেকে প্রতিষ্ঠিত করার মোক্ষম সুযোগগুলো হেলায় নষ্ট করে? অবলীলায় ছেড়ে দেয়?!
- কীভাবে একজন মিথ্যে অভিনেতা পরিবারের সঙ্গে সর্বোচ্চ সতর্কতা বজায় রেখে চলে? ২৪ ঘণ্টায় একবারও কারও কাছে তার মিথ্যে অভিনয় ধরা পড়ে না?!
- কীভাবে একজন মিথ্যেবাদী স্বজাতির সমর্থন ও স্বীকৃতির কথা না ভেবে, তাদেরই বিরুদ্ধে সত্য উচ্চারণ করতে পারে?
- একজন মিথ্যেবাদী কীভাবে নিজেকে মিথ্যে সান্ত্বনা দিতে পারে?
- সত্যবাদী ও মিথ্যেবাদী নির্বিশেষে, প্রয়োজনীয় উপায়-উপকরণহীন সাধারণ একজন মানুষের পক্ষে কীভাবে নির্ভুল ভূণতত্ত্ব প্রদান করা সম্ভব?

শাশ্বত সত্য

এসো এবার আবুল হাকাম, শাশ্বত সত্যের দিকে!...

আল্লাহর শপথ করে বলছি, সংশয়বাদীদের দাবীগুলো অসার। যুক্তিগুলো ভিত্তিহীন। এগুলোর মধ্যে সত্যের লেশমাত্র নেই। এমনকি সত্য ধারণের ও সমাধান প্রদানের ন্যূনতম যোগ্যতাও নেই। তাই তাদের দাবীতে বাস্তবতা বাঙময় হয়ে ওঠে না। তাদের যুক্তিতে সুস্থ বিবেক ও বুদ্ধিবৃত্তির বহিঃপ্রকাশ ঘটে না। ফলে তাদের এই অবান্তর মতবাদে কারও কোনো উপকারও সাধিত হয় না।

সংশয়বাদীদের দীর্ঘ সান্নিধ্যের কারণে তুমি নিশ্চয় এই মতবাদের অন্তসারশূন্যতা অনুধাবন করতে পেরেছ। পেরেছ দেখেই তো আমাদের শরণাপন্ন হয়েছ! সুতরাং চিরদিনের জন্য বেরিয়ে এসো সংশয়বাদের অন্ধকার জগৎ থেকে। প্রবেশ করো আলোর ভুবনে।

এসো শাশ্বত সত্য ব্যাখ্যার দিকে...

www.QuranerAlo.net

وَمَا كُنتَ تَتْلُوا۟ مِن قَبْلِهِۦ مِن كِتَـٰبٍ وَلَا تَخُطُّهُۥ بِيَمِينِكَ ۖ إِذًا لَّٱرْتَابَ ٱلْمُبْطِلُونَ

আর আপনি তো এর পূর্বে কোনো কিতাব পড়তে পারতেন না এবং নিজ-হাতে তা লিখতেও পারতেন না যে, বাতিলপন্থিরা এতে[১] সন্দেহ পোষণ করবে।[২]

এসো সত্যের পথে...

قُل لَّوْ شَآءَ ٱللَّهُ مَا تَلَوْتُهُۥ عَلَيْكُمْ وَلَآ أَدْرَىٰكُم بِهِۦ ۖ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِۦٓ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ

বলুন, যদি আল্লাহ চাইতেন, আমি তোমাদের কাছে তা পাঠ করতাম না। আর তিনিও তোমাদেরকে এ বিষয়ে জানাতেন না; অধিকন্তু ইতোপূর্বে আমি তোমাদের মধ্যেই দীর্ঘ জীবন অতিবাহিত করেছি[৩]। তবুও কি তোমরা বুঝবে না?[৪]

এসো দৃঢ়বিশ্বাসের দিকে...

وَلَوْلَآ أَن ثَبَّتْنَـٰكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْـًٔا قَلِيلًا

আর আমি যদি আপনাকে অবিচল না রাখতাম, তবে অবশ্যই আপনি তাদের দিকে কিছুটা ঝুঁকে পড়তেন।[৫]

এসো বুদ্ধিবৃত্তির দিকে...

---

[১] (কুরআন আপনার রচনা বলে)

[২] সূরা আন-কাবূত, আয়াত : ৪৮

[৩] (আমার সততা তোমাদের অজানা নয়)

[৪] সূরা ইউনুস, আয়াত : ১৬

[৫] সূরা বানী ইসরাঈল, আয়াত : ৭৪

www.QuranerAlo.net

تِلْكَ مِنْ أَنۢبَآءِ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهَآ إِلَيْكَ ۖ مَا كُنتَ تَعْلَمُهَآ أَنتَ وَلَا قَوْمُكَ مِن قَبْلِ هَٰذَا ۖ فَٱصْبِرْ ۖ إِنَّ ٱلْعَٰقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ

এগুলো গায়েবের সংবাদ, আমি আপনাকে ওহীর মাধ্যমে তা জানাচ্ছি। ইতোপূর্বে এগুলো না আপনি জানতেন, আর না আপনার কওম জানত। সুতরাং আপনি সবর করুন। নিশ্চয় শুভপরিণাম কেবল মুত্তাকীদের জন্য।[১]

এসো পূর্ণাঙ্গ বিশ্বাসের দিকে...

فَٱصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ ٱللَّهِ حَقٌّ ۖ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ ٱلَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ

অতএব, আপনি সবর করুন। নিশ্চয় আল্লাহর ওয়াদা সত্য। আর যারা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে না, তারা যেন আপনাকে অস্থির করতে না পারে।[২]

এসো বিবেকের দিকে...

فَٱصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ ءَاثِمًا أَوْ كَفُورًا

অতএব আপনার রবের হুকুমের জন্য ধৈর্যধারণ করুন এবং তাদের মধ্য থেকে কোনো পাপিষ্ঠ বা অস্বীকারকারীর আনুগত্য করবেন না।[৩]

এসো প্রজ্ঞার দিকে...

ذَٰلِكَ مِمَّآ أَوْحَىٰٓ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ ٱلْحِكْمَةِ ۗ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ ٱللَّهِ إِلَٰهًا ءَاخَرَ فَتُلْقَىٰ فِى جَهَنَّمَ مَلُومًا مَّدْحُورًا

---

[১] সূরা হূদ, আয়াত : ৪৯

[২] সূরা রুম, আয়াত : ৬০

[৩] সূরা ইনসান, আয়াত : ২৪

www.QuranerAlo.net

এগুলো সেই প্রজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত, যা আপনার রব আপনার নিকট ওহী হিসেবে পাঠিয়েছেন। আর আপনি আল্লাহর সাথে অন্য কোনো উপাস্য নির্ধারণ করবেন না, তাহলে আপনি জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবেন—নিন্দিত বিতাড়িত হয়ে।[১]

সেই সঙ্গে সুবিরোধিতা থেকে দূরে সরে এসো...

قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُۥ لَيَحْزُنُكَ ٱلَّذِى يَقُولُونَ ۖ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَـٰكِنَّ ٱلظَّـٰلِمِينَ بِـَٔايَـٰتِ ٱللَّهِ يَجْحَدُونَ

আমি অবশ্যই জানি যে, তারা যা বলে, তা আপনাকে দুঃখ দেয়; কিন্তু তারা তো আপনাকে অস্বীকার করে না, বরং যালিমরা আল্লাহর আয়াতসমূহকে অস্বীকার করে।[২]

প্রাকৃতিক চরিত্রের দিকে এসো...

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রী আয়েশা রাযিয়াল্লাহু আনহাকে তার চরিত্র সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন—

“

كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنَ

তিনি (মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ছিলেন জমিনে বিচরণকারী জীবন্ত কুরআন।[৩]

ঠিক এভাবেই...

ঠিক এভাবেই তোমাকে অগ্রসর হতে হবে। জ্ঞান, প্রজ্ঞা, বিবেক, বুদ্ধিবৃত্তি এবং

---

[১] সূরা ইসরা, আয়াত : ৩৯

[২] সূরা আনআম, আয়াত : ৩৩

[৩] *আল-আদাবুল মুফরাদ* : ৩০৮, হাদীসটি সহীহ; *সহীহুল জামি* : ৪৮১১

www.QuranerAlo.net

Contents

বিশ্বাস ও শাশ্বত সত্যের দুয়ারে এসে দাঁড়াতে হবে। তখন তুমি স্পষ্টতই বুঝতে পারবে যে, পৃথিবীর সমস্ত ঘটনা ও বিশ্বজগত মহান স্রষ্টার সূক্ষ্ম নিয়ন্ত্রণের অধীনে থেকেই সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হচ্ছে।

সেই সঙ্গে তুমি সবিস্ময়ে লক্ষ্য করবে যে, যারা নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে নিছক একজন দার্শনিক বলে দাবী করেছিল তাদের দাবীর অসরতা প্রমাণ হয়ে যাচ্ছে। তাদের এই ভিত্তিহীন দাবীই তোমাকে তাদের প্রতি বীতশ্রদ্ধ করছে। অপর দিকে নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী ও বক্তব্যের সত্যতা ও সর্বজনীনতা তোমাকে আকর্ষণ করছে। তাঁর প্রতি সশ্রদ্ধ ভালোবাসা সৃষ্টি করছে। আমি আল্লাহর কসম করে বলছি, তিনি সত্যবাদী নবী ছিলেন। মিথ্যেবাদী দার্শনিক ছিলেন না।

আমি ঠিক বুঝতে পারছি না—তোমাকে আরও বলবো, নাকি এবার তুমিই উত্তর দেবে? আমার ভয় হয়, তুমি হয়তো আমার কাছে আরও কিছু জানতে চাইবে; কিন্তু আমি সেগুলোর উত্তর দেওয়ার পূর্বেই মৃত্যুবরণ করবো। আবার এমন ভয়ও হয় যে, তুমি কোনো কারণে উত্তর দিতে দেরি করবে এবং উত্তর দেওয়ার আগেই তুমি মারা যাবে! এমন হয়ে গেলে তোমার কী উপায় হবে, বন্ধু আবুল হাকাম?

[আবুল হাকামের উত্তর]

কাকে দোষারোপ করবো? কার কাছে দুঃখ প্রকাশ করবো? কাকে শোনাবো আবার ভ্রষ্টতার উপাখ্যান? আসমানের উপরের ওই প্রভুকে? তবে তাই করি!

শ্রদ্ধেয় হামিদ ভাই, আপনি পূর্বোক্ত আলোচনার ছত্রে ছত্রে আমার জন্য দুআ করেছেন। হৃদয়ের সুরভি মিশিয়ে প্রার্থনা করেছেন। আপনার প্রভু যেন সেই দুআ কবুল করেন। আমাকে আলোর সীমান্তে এনে দাঁড় করেন। ঈমানের সুশীতল ছায়ায় ঠাঁই দেন।

কসম করে বলছি—আপনার প্রতিটি কথাই প্রমাণসিদ্ধ। আপনার প্রতিটি শব্দই হিদায়াতের আলোকবর্তিকা। এমন কথা ও শব্দ আমি পূর্বে কখনো শুনিনি। এমন প্রমাণ ও আলো আমি পূর্বে কখনো দেখিনি। প্রতিরাতেই আমি আপনাকে স্মরণ করি; আপনার কথাগুলো নিয়ে ভাবি। আপনার পরবর্তী কথাগুলোর অপেক্ষায় থাকি।

শ্রদ্ধেয় ভাই, আমাকে আপনার ভাই হিসেবে গ্রহণ করুন। আপনার সঙ্গে কথা বলার পূর্বে আমি মনে করতাম, কথার আঘাতে আমি দ্বীনদারশ্রেণিকে ঘায়েল করতে

www.QuranerAlo.net

পারবো; তাদেরকে কোণঠাসা করতে পারবো; কিন্তু আপনার সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে আমি বলার ভাষা হারিয়ে ফেলেছি। এই প্রথমবারের মতো আমি কারও লেখার প্রতি আগ্রহ বোধ করছি। কারণ, আমি সত্য জানতে চাই। এই প্রথমবারের মতো আমি কারও কথা নিয়ে ভাবছি। কারণ, আমি সত্যের গভীরে প্রবেশ করতে চাই।

শ্রদ্ধেয় ভাই, আপনার কথাগুলো আমার বোধোদয় ঘটিয়েছে। আমার মাঝে তীব্র অনুভূতি সৃষ্টি করেছে। সত্যি করে বলছি, আমি কিছু অনুভব করতে পারছি। আপনার রবকেই যেন আমি অনুভব করছি। ওয়াদা করছি, আগামীকাল আমি আপনার রবের জন্য প্রথমবারের মতো সাওম পালন করবো। আপনাদের মতো সর্বাত্মক ধৈর্যধারণের চেষ্টা করবো। সাওম পালনের মাধ্যমে নতুন অভিজ্ঞতা অর্জন করবো। পাশাপাশি আপনাদের সরল দ্বীনের প্রতি আমার ভক্তি ও ভালোবাসাও প্রকাশ করবো।

আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনার পরবর্তী আলোচনার অপেক্ষায় রইলাম। আশা করছি, এখন থেকে প্রতি ওয়াক্ত সালাতে আমার জন্য দুআ করবেন।

www.QuranerAlo.net

আরেক দফা চুক্তি

[হুসামুদ্দীনের পঞ্চম জবাব]

প্রিয় আবুল হাকাম,

আল্লাহর[১] শপথ করে বলছি, তুমি যেমন নিজের কল্যাণ চাও, তেমনই আমিও তোমার কল্যাণ চাই। তুমি যেমন নিজের ব্যাপারে রবের শাস্তির ভয় কর, তেমনই আমিও ভয় করি। নিজের চেয়েও তোমার জন্য বেশি দুআ করি। না করে কীভাবে থাকবো, বলো? আমি তো জাহান্নাম চিনি। জাহান্নামের ভয়াবহতা সম্পর্কে জানি। জাহান্নামের আগুন ভয়াবহ উত্তপ্ত। গভীরতা অপরিসীম। শাস্তিপ্রদানের ধরন ও উপায়ও অসংখ্য। সেখানে অবিশ্বাসীদেরকে লোহার জিঞ্জিরে আবদ্ধ করে শাস্তি প্রদান করা হবে। তুমি কি জাহান্নামকে তুচ্ছ কিছু মনে করছ?

মনে হয় করছ না। কারণ, সংলাপের শুরুতেই তুমি বলেছিলে—'তবে এই অবিশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে আমার মধ্যে এই ভয়ও কাজ করে যে, জীবনের ট্রেনটি যদি সহসাই বিকল হয়ে যায়, মৃত্যুর দূত এসে উপস্থিত হয়; এরপর আমার ভ্রান্তিগুলো স্পষ্ট হয়ে যায়, নবীদের সংবাদ সত্য প্রমাণিত হয় এবং সত্যি সত্যি

---

[১] যিনি সত্যকে বানিয়েছেন জ্যোতির্ময়; ফলে মিথ্যে তার সামনে টিকতে পারে না।

www.QuranerAlo.net

মহাবিশ্বের স্রষ্টার[১] সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়ে যায়—তাহলে কী হবে?'

ধিক এই নাস্তিকতাকে—যে নাস্তিকতা তোমাকে রাতে দুঃস্বপ্ন দেখায়। আর দিনে ভয় ও দুশ্চিন্তার সাগরে ভাসায়।

ধিক এই সংশয়কে—যে সংশয় তোমার স্বস্তি কেড়ে নেয়; তোমাকে হতাশা ও বিভ্রান্তিতে ঠেলে দেয়।

কী হবে যদি...

এই প্রশ্নটাই তোমাকে সবসময় কুরেকুরে খায়। তোমার আত্মিক ও মানসিক প্রশান্তি কেড়ে নেয়। সর্বোপরি তোমাকে সংশয় ও সিদ্ধান্তহীনতার অন্ধকার কুঠুরিতে নিক্ষেপ করে।

কী হবে—যদি মৃত্যুর পর তোমার ভ্রান্তি প্রকাশ পায়?

কী আর হবে, আবুল হাকাম, তখন তুমি লজ্জিত ও অনুতপ্ত হবে; কিন্তু এই লজ্জা ও অনুতাপ তোমার কোনো কাজে আসবে না।

কারণ, মৃত্যুর পর পুঞ্জিভূত অনুতাপই মর্মন্তুদ শাস্তিরূপে প্রকাশ পায়। জাহান্নামের আগুনে জ্বলে ভস্মিভূত হয়।

আমার ভয় হয়, তুমিও এই হতভাগ্যদের সাথে জাহান্নামে প্রবেশ করো কি না—

وَسِيقَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓاْ إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا ۖ حَتَّىٰٓ إِذَا جَآءُوهَا فُتِحَتۡ أَبۡوَٰبُهَا وَقَالَ لَهُمۡ خَزَنَتُهَآ أَلَمۡ يَأۡتِكُمۡ رُسُلٞ مِّنكُمۡ يَتۡلُونَ عَلَيۡكُمۡ ءَايَٰتِ رَبِّكُمۡ وَيُنذِرُونَكُمۡ لِقَآءَ يَوۡمِكُمۡ هَٰذَاۚ قَالُواْ بَلَىٰ وَلَٰكِنۡ حَقَّتۡ كَلِمَةُ ٱلۡعَذَابِ عَلَى ٱلۡكَٰفِرِينَ ٧١

আর কাফিরদেরকে জাহান্নামের দিকে দলে দলে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। অবশেষে যখন তারা জাহান্নামের কাছে আসবে তখন এর দরজাগুলো খুলে দেওয়া হবে এবং জাহান্নামের রক্ষীরা তাদেরকে বলবে, 'তোমাদের কাছে কি তোমাদের মধ্য থেকে রাসূল আসেনি—যারা তোমাদের রবের

[১] যুগে যুগে নবী-রাসূলগণ যে স্রষ্টার কথা জানিয়ে গেছেন।

www.QuranerAlo.net

আয়াতসমূহ তেলাওয়াত করে শোনাত এবং এই দিনের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তোমাদেরকে সতর্ক করত?' তারা বলবে, 'অবশ্যই।' কিন্তু শাস্তির বিধান কাফিরদের জন্য অবধারিত হয়ে গেছে।[১]

.....

মহান আল্লাহর কাছে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করছি, তিনি যেন আবুল হাকামকে ইসলামের ওপর মৃত্যু দান করেন।

আচ্ছা, আবুল হাকাম, তুমি কি জানো, কেউ ইসলামে প্রবেশ করতে চাইলে তাকে সর্বপ্রথম কী করতে হয়?!

আমিই বলে দিই। তাকে সর্বপ্রথম এই সত্য বাণীটি ঘোষণা করতে হয়—

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَأَنَّ عِيسَى عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ

আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো সত্য ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রাসূল আর ঈসা আলাইহিস সালাম আল্লাহর বান্দা ও রাসূল।

এরপর নবদীক্ষিত মুসলিম সালাত আদায় করে। রমাযানের সাওম পালন করে। এভাবে তার সঙ্গে রবের গভীর ও নিবিড় একটি সম্পর্ক তৈরি হয়।

তুমি ইসলাম গ্রহণ করলে এ ব্যাপারে তোমাকে বিস্তারিত জানাবো।

ওহ! আবুল হাকাম, তোমাকে জিজ্ঞেস করতেই ভুলে গেছি, তুমি কেমন আছ?

» এখনো কি তোমার ওপর আল্লাহর অনুগ্রহের বারিধারা বর্ষিত হচ্ছে?

» এখনো কি সেফটি ভাল্‌ভ ও অন্যান্য পেশিগুলো কাজ করে যাচ্ছে?

» এখনো কি হাতের কনুই সক্রিয় আছে?

» এখনো কি হাতের আঙুলগুলো যথারীতি কাজ করে যাচ্ছে?

» এখনো কি তুমি তোমার বন্ধুদের সাথে কথা বলতে পারছ? এখনো কি তুমি রবের সাথে অহংকার করে চলেছ?

---

[১] সূরা যুমার, আয়াত : ৭১

www.QuranerAlo.net

সুবহানাল্লাহ! আমার রব কতই না সহনশীল!

এই অহংকারের পরও তিনি তোমাকে মুখ, দাঁত, ঠোঁট, জিহ্বা, কণ্ঠনালি ও মস্তিষ্ক দিয়েছেন। একটি শব্দ উচ্চারণের সময় তোমার কোন কোন পেশি ও ধমনী সঞ্চালিত হয় সে-সম্পর্কে তুমি কিছুই জানো না। তোমার মুখের ভেতরের বাতাস বের হওয়ার সময় তোমার জিহ্বা, দাঁত, ঠোঁট সামান্য আন্দোলিত হয়; তখন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গের সৃষ্টি হয়। ফলে তোমার মুখ নিঃসৃত শব্দ অন্যদের কর্ণগোচর হয়। তোমার এসব অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ঠিক আছে তো বন্ধুবর?

শব্দ ধ্বনিত হওয়ার সাথে সাথে ভাবনার চলমান প্রক্রিয়ার কথা না হয় বাদই দিলাম।

এই যে কথা বলছ, এই কথাগুলো তৈরি করার জন্য মাথার ভেতরে কতইনা বিদঘুটে টাইপের একটা যন্ত্র আছে। এই যন্ত্রের সাহায্যে মানুষ তোমার কথা বোঝে। আবার তুমিও মানুষের কথা বোঝো। এই বিশাল কর্মযজ্ঞের প্রয়োজন হয় মাত্র একটি শব্দ উচ্চারণের জন্য ।এক মুহূর্তেই সবকিছু ঘটে যায়। তুমি তা চিন্তাও করতে পারো না। এভাবেই তোমার ওপর প্রতিনিয়ত তোমার রবের অনুগ্রহের বারিধার বর্ষিত হতে থাকে; কিন্তু এরপরও তুমি...

কিন্তু এরপরও তুমি তোমার রবের সাথে অহংকার[১] করছ! সুতরাং যে-মহান সত্তা তোমার কৃতঘ্নতা সত্ত্বেও তোমাকে দয়ার পরশে আগলে রেখেছেন তিনি কতই না মহান! কতই না সহনশীল!

তুমি কি জানো?

তিনি চাইলেই তোমার মস্তিষ্কের একটা অংশ কণ্ঠনালিতে বসিয়ে দিতে পারেন! তুমি তখন কী করবে? কার কাছে অভিযোগ করবে? কার সাহায্য চাইবে?

তিনি চাইলেই তোমার বাকশক্তি কেড়ে নিতে পারেন। কারণ, তার দেওয়া এই অঙ্গটি দিয়েই তুমি তার সাথে সর্বাধিক অহংকার করো।

---

[১] আমি এখানে কুফুরি শব্দটা ব্যবহার করতে চেয়েছিলাম; কিন্তু তোমার অহংকার শব্দ দেখে মনে হলো কুফুরি শব্দটি তুমি পছন্দ করো না।

www.QuranerAlo.net

তিনি চাইলেই তোমার দাঁত এবং ঠোঁট উপড়ে ফেলতে পারেন। তুমি কি তোমার সেই রোগাক্রান্ত অবস্থা পছন্দ করবে?

তিনি চাইলেই তোমাকে মৃত্যু দিতে পারেন; এরপর তোমাকে শাস্তি দিয়ে নিশ্চিহ্ন করে ফেলতে পারেন। শাস্তির নির্দেশ দিয়ে তিনি ফিরিশতাদেরকে বলতে পারেন—

خُذُوهُ فَغُلُّوهُ ۝ ثُمَّ ٱلْجَحِيمَ صَلُّوهُ ۝ ثُمَّ فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَٱسْلُكُوهُ ۝ إِنَّهُۥ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ ٱلْعَظِيمِ ۝

ফেরেশতাদের বলা হবে, তাকে ধরো, তার গলায় বেড়ী পরাও। তারপর তোমরা তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করিয়ে দগ্ধ করো। তারপর তাকে শৃঙ্খলিত করো এমন এক শেকলে—যার দৈর্ঘ্য হবে সত্তর হাত। নিশ্চয় সে মহান আল্লাহর প্রতি ঈমানদার ছিল না।[১]

তিনি যদি তোমাকে শাস্তি দিতে চান তাহলে কে তোমাকে বাঁচাবে? তাঁর ফয়সালা থেকে কে তোমাকে রক্ষা করবে?

আমি নিশ্চিত যে, 'এই মর্মন্তুদ শাস্তি সহ্য করার ক্ষমতা তোমার নেই। সুতরাং নিজের প্রতি সদয় হও। গলায় মাফলার থাকলে তোমার শ্বাস নিতে কষ্ট হয়। ছারপোকা থাকলে ঘুমাতে কষ্ট হয়। তাহলে মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ তোমাকে শাস্তি দিলে সেটা সহ্য করবে কীভাবে, আবুল হাকাম?

কিন্তু আল্লাহ মহানুভব, চির দয়ালু! তিনি তোমাকে কিছুই করেননি। তোমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিকল করেননি। অনুগ্রহের বারিধারাও বন্ধ করেননি। এমনকি তোমার অহংকারেরও কোনো শাস্তি দেননি; বরং তোমার প্রতি সহনশীলতা প্রদর্শন করেছেন। তোমাকে হিদায়াতের পথ দেখিয়েছেন।

সুতরাং এখন তুমি আল্লাহ ও তার রাসূলকে চিনতে পেরেছ?

---

[১] সূরা হাক্কাহ, আয়াত : ৩০-৩৩

www.QuranerAlo.net

তাঁর এই আহ্বান কি তোমার কানে বাজে—

قُلْ يَٰعِبَادِيَ ٱلَّذِينَ أَسْرَفُوا۟ عَلَىٰٓ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا۟ مِن رَّحْمَةِ ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَغْفِرُ ٱلذُّنُوبَ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُۥ هُوَ ٱلْغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ﴿٥٣﴾

বলুন, হে আমার বান্দারা, তোমরা যারা নিজেদের প্রতি অবিচার করেছ—আল্লাহর অনুগ্রহ হতে নিরাশ হয়ো না; নিশ্চয় আল্লাহ সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দেবেন। নিশ্চয় তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।[১]

তাঁর এই ঘোষণা কি তোমার হৃদয় কাড়ে—

أَفَلَا يَتُوبُونَ إِلَى ٱللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَهُۥ ۚ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

তবে কি তারা আল্লাহর দিকে ফিরে আসবে না ও তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে না? আর আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।[২]

তাঁর উৎসাহ কি তোমাকে আনন্দিত করে—

وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ ءَامَنُوا۟ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ وَأَنفَقُوا۟ مِمَّا رَزَقَهُمُ ٱللَّهُ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا

তারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রতি ঈমান আনলে এবং আল্লাহ তাদেরকে যা কিছু দিয়েছেন তা থেকে ব্যয় করলে তাদের কী ক্ষতি হতো? আর আল্লাহ তাদের সম্পর্কে সম্যক অবহিত।[৩]

দেখলে তো, তোমার রব তোমাকে কতটা ভালোবাসেন? দেখলে তো, তোমার রব কীভাবে তোমাকে নিয়ামতের শুকরিয়া করার পদ্ধতি শিখিয়ে দিচ্ছেন? অথচ তিনি তোমার কোনো কিছুরই মুখাপেক্ষী নন?

---

[১] সূরা যুমার, আয়াত : ৫৩

[২] সূরা মায়িদাহ, আয়াত : ৭৪

[৩] সূরা নিসা, আয়াত : ৩৯

www.QuranerAlo.net

এরপরও কেন তুমি দূরে সরে যাচ্ছ? এরপরও কেন তুমি বলছ না—'হে আমার রব, আমি আপনার প্রতি ঈমান আনলাম।' এ কথা বললে তোমার সমস্যা কোথায়? ভয় কীসের?

কেন তুমি সদাচারীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশে দ্বিধা করছ? দাতার অনুগ্রহ স্বীকারে কুণ্ঠাবোধ করছ? নিয়ামতের শুকরিয়া আদায়ে গড়িমসি করছ? দাতার প্রশংসার মাধ্যমে কৃতজ্ঞতার হকটা অন্তত আদায় করো!

গভীর রাতে মহান প্রভুর সামনে একবার অন্তত দাঁড়াও! চিন্তার সংশয় ও হৃদয়ের যাতনা চোখের জলে ভাসিয়ে একান্তে তাকে বলো—

اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيِّمُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ

হে আল্লাহ, আপনার জন্যই সকল প্রশংসা; আপনিই আসমানসমূহ, জমিন এবং উভয়ের মধ্যবর্তী সৃষ্টিরাজির একমাত্র রক্ষক ও পরিচালক।[১]

অপরাধী গোলামের মতো মনিবের সামনে দাঁড়িয়ে কান্নাবিজড়িত কণ্ঠে, ভাঙা ভাঙা শব্দে বলেই ফেলো—

اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيِّمُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ لَكَ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فِيهِن

হে আল্লাহ, সকল প্রশংসা আপনারই; আপনিই আসমানসমূহ, জমিন এবং উভয়ের মধ্যবর্তী সৃষ্টিরাজির একমাত্র পরিচালক ও রক্ষণাবেক্ষণকারী। সকল প্রশংসা আপনারই। আসমান, জমিন ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সমস্ত কিছুর সার্বভৌমত্বও আপনারই।[২]

ক্ষমা পেতে হলে দু-হাত পেতে প্রভুর সামনে দাঁড়াও। এরপর ভিখারীর ব্যাকুলতা নিয়ে বলো—

---

[১] *সহীহ বুখারী* : ১১২০

[২] *সহীহ বুখারী* : ১১২০

www.QuranerAlo.net

“

اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيِّمُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ لَكَ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ مَلِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ الْحَقُّ وَوَعْدُكَ الْحَقُّ، وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ، وَقَوْلُكَ حَقٌّ، وَالْجَنَّةُ حَقٌّ، وَالنَّارُ حَقٌّ، وَالنَّبِيُّونَ حَقٌّ، وَمُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَقٌّ، وَالسَّاعَةُ حَقٌّ، اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ، وَبِكَ خَاصَمْتُ، وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ، فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، أَنْتَ الْمُقَدِّمُ، وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ، لاَ إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ

হে আল্লাহ, সকল প্রশংসা আপনারই; আপনিই আসমান, জমিন এবং উভয়ের মধ্যবর্তী সৃষ্টিরাজির একমাত্র রক্ষক ও পরিচালক।

সকল প্রশংসা আপনারই; আপনিই আসমানসমূহ, জমিন ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সমস্ত কিছুর সার্বভৌম অধিপতি।

সকল প্রশংসা আপনারই; আপনিই আসমান, জমিন ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সমস্ত কিছুর জ্যোতি।

সকল প্রশংসা আপনারই; আপনিই আসমান, জমিন ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সমস্ত কিছুর রাজাধিরাজ।

আপনার জন্যই সমস্ত প্রশংসা; আপনি সত্য, আপনার ওয়াদা সত্য, আপনার সাক্ষাৎ সত্য, আপনার বাণী সত্য, জান্নাত সত্য, জাহান্নাম সত্য, নবীগণ সত্য, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সত্য এবং কিয়ামত সত্য ও অবশ্যম্ভাবী।

হে আল্লাহ, আপনার কাছেই আত্মসমর্পণ করছি। আপনারই ওপর ভরসা করছি। আপনারই প্রতি ঈমান আনছি। আপনার দিকেই প্রত্যাবর্তন করছি। আপনার সাহায্যে, আপনার জন্যই শত্রুর সাথে বিবাদে লিপ্ত হচ্ছি। আপনার কাছেই ফরিয়াদ করছি।

সুতরাং আপনি আমাকে ক্ষমা করুন। আমার সমস্ত অপরাধ মার্জনা করুন— যে-অপরাধ গোপনে অথবা প্রকাশ্যে করেছি; যে-অপরাধ পূর্বে করেছি অথবা ভবিষ্যতে করবো। আপনিই অগ্রগামী করেন। আপনিই পশ্চাদ্গামী করেন। আপনি ব্যতীত আর কোনো সত্য ইলাহ নেই।[১]

---

[১] *সহীহ বুখারী* : ১১২০

www.QuranerAlo.net

প্রিয় আবুল হাকাম,

» তিনিই কি আসমান-জমিনের রাজাধিরাজ নন?

» তিনিই কি আসমান-জমিনের পরিচালক ও ব্যবস্থাপক নন?

» নাকি তুমি নিজেকেই এসবের পরিচালক ও ব্যবস্থাপক মনে করো?

» নাকি তুমি সমাপতনকে বিশ্বজগতের নিয়ন্তা বলে বিশ্বাস করো?

» নাকি তুমি প্রকৃতিকে মহাবিশ্বের মহাব্যবস্থাপক বলে মান্য করো?

» নাকি তুমি অস্তিত্বহীন কোনো উপাদানকে এসবের স্রষ্টা ও রক্ষক বলে স্বীকার করো?

আরেক দফা চুক্তি

জানো, আবুল হাকাম, আমি তোমার সাথে নতুন আরেকটি চুক্তি করতে যাচ্ছি...

তুমিই যখন বিশ্বজগতের ব্যবস্থাপক!

নাস্তিকদের যুক্তির জবাবে এটি একটি সহজ চুক্তি। নাস্তিকরা বলে, 'সমাপতন[১] অথবা প্রকৃতি-ই বিশ্বজগৎ সৃষ্টির মূল কারণ'। তাদের এই যুক্তির জবাবে আমি তোমার সাথে সহজ একটি চুক্তি করবো। এই চুক্তি অনুযায়ী তোমাকে সমাপতনের স্থলে বসাবো। এরপর তোমার ও সৃষ্টির সংশ্লিষ্টতা ও যথার্থতা বিশ্লেষণ করবো।

> **সমাপতনের পরিবর্তে তুমি নিজেই বিশ্বজগৎ সৃষ্টির কাজটি সম্পন্ন করো। সমাপতন তো একটি দুঃস্বপ্ন। অকস্মাৎ ঘটে যাওয়া একটি দুর্ঘটনা। সমাপতনের চেয়ে বরং তুমিই বেশি জানো। তুমিই বেশি ক্ষমতা রাখো। সুতরাং সমাপতনের তুলনায় তোমার কাজ আরও নিখুঁত হবার কথা? তাই নয় কি?**

এই প্রশ্নের উত্তরে নাস্তিকরা বলবে—অবশ্যই! তাই হবার কথা!'

---

[১] কাকতালীয়ভাবে কিছু ঘটা।

www.QuranerAlo.net

তাহলে এবার শুরু করো...

তুমি এখন গ্রহ-উপগ্রহ, তারকা-নক্ষত্র ও ধূমকেতুর ব্যবস্থাপক হয়ে যাও। তোমার ব্যবস্থাপনা অনুযায়ী—

- কোনো কিছুই অন্য কিছুকে নিয়মের বাইরে আকর্ষণ করবে না।
- কোনো কিছুই নিয়মের বাইরে ইচ্ছেমতো চলবে না।
- কোনো কিছুই নিয়মের বাইরে সন্তরণ করবে না।
- কোনো কিছুই নিয়মের বাইরে বিস্ফোরিত হবে না।
- জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা তোমার এই নিয়ম নিয়ে গভীর গবেষণায় মগ্ন হবে। এ নিয়মের বহুমাত্রিক বিশ্লেষণ ও বিবিধ হিসাব কষা শুরু করবে। এটাকে তারা পেশা ও নেশা হিসেবে গ্রহণ করবে এবং এর মাধ্যমে নিজেদের ও পরিবার-পরিজনের রুটিরুজির ব্যবস্থা করবে।

সুতরাং বুঝতেই পারছ, খুব সাবধানে তোমাকে এই কাজটি সম্পন্ন করতে হবে। কেউ যেন মনে করতে না পারে যে, এগুলো এমনিতেই হয়ে গেছে; বরং সবাই যেন বিশ্বাস করতে বাধ্য হয় যে, সমাপতনের মাধ্যমেই সবকিছু সুবিন্যস্ত ও নিয়মানুবর্তী হয়ে গেছে।

> **কী বলো, এগুলো সমাপতনের মাধ্যমে হয়ে গেছে? অবিন্যস্ত সমাপতনের দ্বারা যদি এটা সম্ভব হতে পারে, তবে তোমার সুবিন্যস্ত পরিকল্পনার মাধ্যমে কেন সম্ভব হবে না?**

এই প্রশ্নের উত্তরে নাস্তিকরা বলবে—অবশ্যই হবে! না হবার যৌক্তিক কোনো কারণ নেই!

এবার তুমি সাগর-মহাসাগরের নিয়ন্ত্রক হয়ে যাও—

- খেয়াল রেখো, পানি যেন সমস্ত মানুষ ও পশু-পাখিকে ডুবিয়ে না দেয়।
- পানির সাথে সাথে ছোট-বড় মাছগুলোরও দেখাশোনা করবে। নদী-নালা, খাল-বিল, হাওর-বাওর এবং সাগর-মহাসাগরের সমস্ত মাছের প্রতি খেয়াল

www.QuranerAlo.net

রাখবে। প্রত্যেক মাছের জন্য সুনির্দিষ্ট খাদ্যের ব্যবস্থা করবে। খাদ্য-ঘাটতির কারণে একটি মাছও অনাহারে মারা যেতে পারবে না।

- সাগরগুলোতে যেন মাছ উপচে না পড়ে সে জন্য কিছু মাছকে অন্য মাছের খাদ্যে পরিণত করবে।
- কিছু মাছের মধ্যে প্রতিরোধ ক্ষমতা দেবে—যেন জন্মানোর সাথে সাথে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পায়।
- এককথায়, মাছের জগতে ভারসাম্য সৃষ্টি করবে।
- হাজার হাজার প্রজাতির মাছ সৃষ্টি করবে।
- প্রত্যেক প্রজাতির মাছের আলাদা বৈশিষ্ট্য ও আকৃতি থাকবে।
- প্রত্যেক প্রজাতির মাঝে বিশেষ প্রজনন-পদ্ধতি রাখবে। এক প্রজাতির মাছ যেন অন্য প্রজাতির মাছ জন্ম না দিতে পারে সেই ব্যবস্থা করবে। এর অন্যথা হলে তোমার অযোগ্যতা প্রকাশ পাবে।
- সাগরের তলদেশে যে-সকল উদ্ভিদ আছে সেগুলো যথাযথভাবে গড়ে তুলবে। তাদের স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।
- মাছ-শিকারের ক্ষেত্রে সুষ্ঠু একটি ব্যবস্থাপনা রাখবে—যেন শিকারীর রিযিকের প্রয়োজনে মাছের জগতে কোনো ঘাটতি দেখা না দেয়; আবার মাছের অধিকার সংরক্ষণের জন্য শিকারীর রিযিক-স্বল্পতা সৃষ্টি না হয়।
- পানির উপরিভাগে একটা ভারসাম্য রাখবে—যেন তা জাহাজের ভার বইতে পারে এবং জাহাজগুলো নিরাপদে চলাচল করতে পারে।
- সর্বোপরি মানুষকেও জাহাজ নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় মেধা ও যোগ্যতা প্রদান করবে।

তোমার যুক্তিতে সৃষ্টিজগতের এই ভারসাম্য তো অবিন্যস্ত সমাপতনের মাধ্যমেই সম্পন্ন হয়েছে। তবে সূক্ষ্ম মেধা ও সুবিন্যস্ত পরিকল্পনার মাধ্যমে তুমি কেন এটা করতে পারবে না?

এই প্রশ্নের উত্তরে নাস্তিকরা বলবে—অবশ্যই তুমি পারবে! না পারার পেছনে যৌক্তিক কোনো কারণ নেই!'

www.QuranerAlo.net

এবার তুমি মানব-বসতিপূর্ণ গ্রহ-উপগ্রহের নিয়ন্তা হয়ে যাও—

- ওই গ্রহের জন্য একটি চাঁদ সৃষ্টি করো। চাঁদটি সুনির্দিষ্ট নিয়মে চলবে।
- এরপর চাঁদকে বিভিন্ন কলা ও তিথিতে বিভক্ত করো—যেন এর মাধ্যমে সময় নিরূপণ করা সম্ভব হয়।
- গ্রহটির জন্য একটি সূর্যও তৈরি করো। তাকে নিরাপদ একটি অবস্থান দাও—যেন অতি নৈকট্যের কারণে তার উত্তাপ বসবাসকারীদের চামড়া ঝলসে না দেয়। আবার অতিদূরত্বের কারণে তাদেরকে ঠান্ডায় জমিয়ে না ফেলে ।
- চাঁদের সাথে জোয়ার-ভাটার সম্পর্ক করে দাও।
- সূর্যের সাথে ছায়ার এক বিস্ময়কর যোগসূত্র সৃষ্টি করে দাও।
- সাবধান! কোনোভাবেই যেন নিয়ম বিঘ্নিত না হয়। শৃঙ্খলা বিনষ্ট না হয়।

কারণ, তোমার মতে তো চাঁদ সমাপতনের মাধ্যমেই বিভিন্ন কলা ও তিথি অতিক্রম করে। সূর্য পৃথিবী থেকে নিরাপদ দূরত্বে অবস্থান করে। অনুরূপ চাঁদও পৃথিবী এবং সূর্য থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখে। প্রত্যেকেই সুনির্দিষ্ট একটি নিয়মের মধ্যে চলে। সুতরাং খেয়াল রেখো, এ নিয়ম যেন কোনোক্রমেই বিঘ্নিত না হয়।

> **তোমার দৃষ্টিতে তো নভোমণ্ডলের এই ব্যবস্থাপনা সমাপতনেরই সৃষ্টি। প্রাণ ও বোধহীন সমাপতন এতকিছু করতে পারলে তুমি কেন পারবে না? তোমার তো আরও নিখুঁতভাবে পারার কথা। তাই নয় কি?**

এই প্রশ্নের উত্তরে নাস্তিকরা বলবে—অবশ্যই তুমি পারবে! না পারার যৌক্তিক কোনো কারণ নেই!'

এরপর তুমি পৃথিবী নামক গ্রহটিকে বসবাসযোগ্য করে তুলবে—

- বাতাসের মাঝে যথেষ্ট পরিমাণে অক্সিজেন রাখবে। প্রয়োজনের চেয়ে একটুও কম-বেশি হবে না।
- যথাযথ পরিমাণে হাইড্রোজেনও রাখবে। প্রয়োজনের চেয়ে একটুও কম-বেশি হবে না।

www.QuranerAlo.net

Contents

- নাইট্রোজেন ও অন্যান্য উপাদানও পরিমিত পরিমাণে রাখবে। প্রত্যেকটার অনুপাত বজায় রাখবে। কোনোটাই বসবাসকারীদের ক্ষতি করতে পারবে না।
- পিপাসার্তদের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ পানি মজুদ রাখবে।
- ক্ষুধার্তদের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ খাদ্য মজুদ রাখবে।
- মাধ্যাকর্ষণ শক্তি তাদেরকে পৃথিবীর সাথে জড়িয়ে রাখবে; ফলে তারা আকাশে ভেসে বেড়াবে না।
- তাদেরকে সূর্যের ক্ষতিকর অতিবেগুনী রশ্মি থেকে রক্ষার জন্য উপরে ওজন স্তরও তৈরি করে দেবে।
- সাবধান! কোনোক্রমেই নিয়ম ভঙ্গ করা যাবে না।

> তোমার যুক্তিতে তো ভূমণ্ডলের বসবাসযোগ্যতা সমাপতনের কারণেই সৃষ্টি হয়েছে। তবে তুমি কেন পারবে না?

এই প্রশ্নের উত্তরে নাস্তিকরা বলবে—অবশ্যই তুমি পারবে! না পারার যৌক্তিক কোনো কারণ নেই!'

এবার তুমি বন-জঙ্গালের পশু-পাখির রক্ষক ও পরিচালক হয়ে যাও—

- কীটপতঙ্গ ও পোকামাকড়...
- কুকুর, বিড়াল, ইঁদুর, সাপ...
- মশা, সিংহ, বাঘ, চিতা...
- প্রত্যেকের জন্য সুষম সবারের ব্যবস্থা করবে।
- বাস্তু-সংস্থান (Ecosystem) ও পরিবেশ বান্ধব (Eco-friendly)—নীতি মেনে চলবে।

> তোমার দাবী অনুযায়ী পরিবেশগত এই ভারসাম্য তো অসার সমাপতনের মাধ্যমেই সম্পন্ন হয়েছে। তবে তুমি কেন পারবে না?

www.QuranerAlo.net

এই প্রশ্নের উত্তরে নাস্তিকরা বলবে—অবশ্যই তুমি পারবে! না পারার যৌক্তিক কোনো কারণ নেই!'

এবার তুমি এ পৃথিবীবাসীর রক্ষক ও নিয়ন্তা হয়ে যাও—

- একজন নারী সন্তান প্রসব করছে।
- আরেকজন নারী বাচ্চাকে দুধপান করাচ্ছে।
- এক ব্যক্তি রাত জেগে কাজ করছে।
- আরেক ব্যক্তি দিনে কাজ করছে।
- একজন পড়াশোনা করছে। সে কৃতকার্য হবে।
- আরেকজন সারা বছর খেলাধুলা করছে। সে অকৃতকার্য হবে।
- একজন দিনরাত পরিশ্রম করছে। তার মর্যাদা বৃদ্ধি পাবে।
- আরেকজনের অনেক শত্রু। সে লাঞ্ছিত হবে।
- একজন মেধাবী ও অভিজ্ঞ। সকলেই তার প্রশংসা করবে।
- আরেকজন বোকা ও অথর্ব। সবাই তার নিন্দা করবে।
- এক ব্যক্তির চরিত্র সুন্দর। তাকে সবার কাছে গ্রহণযোগ্য করে তোলা হবে।
- আরেক ব্যক্তির চরিত্র অসুন্দর। পৃথিবীর সবার কাছে তাকে বিরাগভাজন করা হবে।
- এক ব্যক্তি কাজ করছে। সে সম্মানিত হবে।
- আরেক ব্যক্তি বেকার বসে আছে। সে অপদস্থ হবে।
- এক ব্যক্তি ঘুমাতে চাচ্ছে। তার ঘুম আসবে।
- আরেক ব্যক্তি ঘুম থেকে উঠতে চাচ্ছে; তার ঘুমের ঘোর কেটে যাবে।
- একব্যক্তি আসমানের দিকে হাত তুলে প্রার্থনা করছে। তার মনের আশা পূর্ণ হবে।
- একই সময়ে বিভিন্ন জন—ভারত, চীন, মিশর, লিবিয়া, সিরিয়া, ফিলিস্তিন,

www.QuranerAlo.net

রাফাহ্, গাজা, নাবলুস, মক্কা, নিউইয়র্কসহ বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন বিষয়ে প্রার্থনা করছে। রাজপথ, রাজপ্রাসাদ ও কুঁড়েঘরে বসেও অনেকে যাচ্ঞা করছে। তাদের সবার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে।

- একজন দিনে দুআ করছে; আরেকজন রাতে।
- একজন উষালগ্নে দুআ করছে; আরেকজন গোধূলিলগ্নে।
- একই সময়ে সহস্র ভাষার অজস্র মানুষের প্রার্থনা যেন তোমাকে বিভ্রান্ত না করে।
- আবার ভাষাবৈচিত্র্য ও প্রার্থনার প্রাকৃতিক নিয়মও যেন লঙ্ঘিত না হয়।
- সাবধান! বিন্দুমাত্র ভুল হলেই কিন্তু পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে। মহা বিপর্যয় সৃষ্টি হবে।

> **তোমার মতে এটাও সমাপতনের মাধ্যমেই সম্ভব হয়েছে। তবে তোমার পক্ষে কেন সম্ভব নয়?**

এই প্রশ্নের উত্তরে নাস্তিকরা বলবে—অবশ্যই তোমার পক্ষে সম্ভব! অসম্ভব হওয়ার যৌক্তিক কোনো কারণ নেই!

এরপর সবকিছুর প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখবে—

- মানুষ তো বটেই; মানুষের শরীরের বাড়তি অঙ্গগুলোর প্রতিও সজাগ দৃষ্টি রাখবে। এই অঙ্গগুলো Appendix নামে বিখ্যাত! তুমি এই বিশেষ অঙ্গগুলোকে সংস্থাপন করবে—কারও মূল অন্ত্রের সামনে, কারও পেছনে, কারও নীচে, কারও পার্শ্বদেশে, কারও চারদিকে ঘূর্ণায়মান, আবার কারও অঘূর্ণায়মান।[১]

---

[১] মূল অন্ত্রের সিকাম নামক অংশের কোন পাশে Appendix অবস্থিত তার উপর ভিত্তি করে Appendix কে কয়েক ধরনে ভাগ করা হয় :
৪৩.৫ % লোকের এটা থাকে সিকামের পেছনে (Retro-caecal)
২৪.৪ % লোকের থাকে সিকামের নিচে (Sub-caecal)
১৪.৩ % লোকে থাকে ইলিয়ামের পেছনে (Post-ileal)
৯.৩ % লোকে থাকে ব্লাডারের দিকে (Pelvic)
৫.৮ % লোকে থাকে সিকামের পাশে (Para-caecal)
২.৪ % লোকে থাকে ইলিয়ামের সামনে (Pre-ileal)
বাকিদের থাকে ভিন্নরকম।

www.QuranerAlo.net

- কেউ যদি বেশি খায় বা শরীরের স্ট্রেংথের প্রতি অত্যাচার করে; তাহলে তার সে Appendix এ জ্বালাপোড়া শুরু হয়। এই জ্বালাপোড়ার প্রকৃতি ও যন্ত্রণা বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। এক ধরনের Appendix-এর জন্য নাভির নিচে ব্যথা বা জ্বালাপোড়া করে। আরেক ধরনের Appendix-এর জন্য পার্শ্বদেশে ব্যথা করে। আবার এক ধরনের Appendix-এর জন্য পেটের প্রদাহ দেখা দেয়। আরেক ধরনের Appendix-এর জন্য পিঠে ব্যথা হয়।

- এই রোগগুলোর আবার উপকারী কিছু দিকও রেখে দাও—যেমন পেটব্যথার সময় পেটটাকে শক্ত করে দাও (abdominal muscle guard) যেন ব্যথা কমে যায়। আবার ব্যথাটাকে একেবারে নিঃশেষ করে দিয়ো না। তাহলে আক্রান্ত ব্যক্তি Appendicitis[১] রোগটা চলে গেছে মনে করে নির্বিকার বসে থাকবে! রোগের অনুভূতি হারিয়ে ফেলবে!

- সুতরাং তুমি তাকে চিকিৎসার প্রয়োজনীয়তা বুঝতে দাও এবং তাকে চিকিৎসা গ্রহণ করতে দাও!

- চিকিৎসকের কাছে যথাযথ ঔষধ দাও। কারণ, মৃত্যু আর বার্ধক্য ছাড়া সব রোগেরই তো ঔষধ আছে।

- সেই সঙ্গে চিকিৎসককে রোগ ও চিকিৎসা নির্ণয়ের অসামান্য জ্ঞান ও বুদ্ধিমত্তা দাও।

এরকম অজস্র বিষয়ে তোমাকে সজাগ দৃষ্টি দিতে হবে। সেগুলোর সুষ্ঠু পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে। কোনো কিছুই মাত্রাতিরিক্ত করতে পারবে না। কোনো কিছুই ভুলে যেতে পারবে না। কোনোভাবেই অবহেলা করতে পারবে না। কোনো কারণেই অন্যমনস্ক হতে পারবে না।

অন্যথায় মানুষগুলো ধ্বংস হয়ে যাবে। পৃথিবীতে ভয়াবহ বিপর্যয় সৃষ্টি হবে। তোমার অসামর্থ্য ও অসত্যতা প্রমাণিত হয়ে যাবে। তুমি লাঞ্ছিত ও অপদস্থ হবে। সহজ একটি চুক্তির মাধ্যমে সমাপতনের দায়িত্বপালনে চরমভাবে ব্যর্থ হবে। নাস্তিকদের অকস্মাৎ সমাপতনের চেয়েও তুমি দুর্বল প্রমাণিত হবে।

---

[১] Appendix এর প্রদাহকে বলে Appendicitis.

www.QuranerAlo.net

একারণে আমি অবাক হবো না...

একারণে আমি অবাক হবো না—যদি তুমি বলো, 'আমি এই চুক্তি সম্পাদন করতে পারবো না।

একারণে আমি অবাক হবো না—যদি তুমি বলো, আমি এই গুরুদায়িত্ব বহন করতে পারবো না।

আমি অবাক হবো না—যদি তুমি বলো, 'এই চুক্তি সম্পাদনের জন্য এবং এই গুরুদায়িত্ব বহনের জন্য আমাকে নিম্নোক্ত যোগ্যতা ও ক্ষমতা প্রদান করা হলে আমি অবশ্যই পারবো।' যেমন—

- বিস্তর জ্ঞান—এই জ্ঞানের মাধ্যমে তুমি মুহূর্তেই সমস্ত সংবাদ ও ঘটনা জানতে পারবে।
- অফুরন্ত ভাণ্ডার—এই ভাণ্ডার থেকে তুমি ইচ্ছেমতো ব্যয় করতে পারবে—কখনো শেষ হবে না।
- বাস্তবায়নযোগ্য ইচ্ছেশক্তি—এই শক্তিবলে তুমি যখন যা-ইচ্ছা তাই করতে পারবে।
- একচ্ছত্র ক্ষমতা—এই ক্ষমতা বলে তুমি সব ধরনের সিদ্ধান্ত একাই নিতে পারবে। কারও শরণাপন্ন হতে হবে না।
- অসীম প্রজ্ঞা—এই প্রজ্ঞা কাজে লাগিয়ে তুমি মুহূর্তেই সমস্ত সমস্যা সমাধান করতে পারবে।
- অক্ষয় রাজত্ব ও দোর্দণ্ড প্রতাপ—একারণে কেউ তোমার সিদ্ধান্তকে চ্যালেঞ্জ করতে পারবে না; বরং সকলেই তোমার আজ্ঞাবহ হয়ে থাকবে।
- অসীম ভালোবাসা ও ন্যায়বিচারের অসামান্য দক্ষতা।

আমি অবাক হবো না—যদি তুমি এই নিরংকুশ ক্ষমতা ও অসামান্য যোগ্যতা লাভের পর উল্লিখিত চুক্তি সম্পাদনে সম্মত হও। তবে আমি বিনয়ের সঙ্গে জানতে চাইবো—

» মহাবিশ্বের সৃষ্টি ও ভারসাম্য রক্ষা করতে গিয়ে তোমার মতো জ্ঞানসম্পন্ন ও শক্তিমান সত্তারই যদি এত এত অতিরিক্ত শক্তি ও যোগ্যতার প্রয়োজন হয়, তবে অসার সমাপতনের পক্ষে এটা কীভাবে সম্ভব?

www.QuranerAlo.net

» এখনো কি তোমার কাছে নাস্তিকদের সমাপতন ও প্রকৃতিবাদ যুক্তিগ্রাহ্য মনে হয়?

» এখনো কি তোমার মনে হয়, ন্যূনতম মেধার অধিকারী কোনো ব্যক্তি নাস্তিকদের এই যুক্তি মেনে নেবে?

» কোনো বিবেকবান মানুষ কি আদৌ এধরনের চিন্তা ও মতবাদ লালন করতে পারে?

তাদের এই মতবাদে আমার মতো তুমিও কি বিস্মিত হচ্ছো না? আল্লাহর শপথ, এটা একইসাথে বিস্ময়কর ও বেদনাদায়ক!

একারণেই তোমার বর্তমান অবস্থা দেখে আমার কষ্ট হয়। একটি অথর্ব বিশ্বাসের কারণে তুমি জাহান্নামে প্রবেশ করবে—ভেবে ভেতরটা বেদনায় মুবড়ে ওঠে। একজন বিজ্ঞ ও বিচক্ষণ ব্যক্তি হয়েও তুমি অলীক বিশ্বাস পোষণ করো—দেখে চোখ দুটো অশ্রুসিক্ত হয়। অন্ধ একটি বিশ্বাস নিয়ে জাহান্নামে যাচ্ছ—ভেবে ভয়ে অন্তরাত্মা কেঁপে ওঠে।

তুমি নাস্তিকদের ভিত্তিহীন যুক্তি ও সুস্পষ্ট ভ্রান্ত কথা মেনে নিচ্ছ—দেখে কষ্ট হচ্ছে। তুমি নিজেই নিজের বিপদ ডেকে আনছ—দেখে আমি বিস্মিত হওয়ার শক্তিটুকুও হারিয়ে ফেলেছি। ভাই আমার, তুমি এই অসার নাস্তিকতা থেকে সরে এসো। উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করো—

আমি আল্লাহ ও তার রাসূলের প্রতি ঈমান আনলাম।

ভাই আমার, এসো, বিশ্বজগত কীভাবে পরিচালিত হয় তা জেনে নাও। আমার সাথে তুমিও পড়ো—

তোমার প্রতি সহনশীল মহান আল্লাহ বলেন—

إِنَّ ٱللَّهَ فَالِقُ ٱلْحَبِّ وَٱلنَّوَىٰ ۖ يُخْرِجُ ٱلْحَيَّ مِنَ ٱلْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ ٱلْمَيِّتِ مِنَ ٱلْحَيِّ ۚ ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ ۖ فَأَنَّىٰ
تُؤْفَكُونَ ﴿٩٥﴾ فَالِقُ ٱلْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ ٱلَّيْلَ سَكَنًا وَٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ حُسْبَانًا ۚ ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ ٱلْعَزِيزِ ٱلْعَلِيمِ
﴿٩٦﴾ وَهُوَ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلنُّجُومَ لِتَهْتَدُوا۟ بِهَا فِى ظُلُمَٰتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ ۗ قَدْ فَصَّلْنَا ٱلْءَايَٰتِ لِقَوْمٍ
يَعْلَمُونَ ﴿٩٧﴾ وَهُوَ ٱلَّذِىٓ أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ ۗ قَدْ فَصَّلْنَا ٱلْءَايَٰتِ لِقَوْمٍ
يَفْقَهُونَ ﴿٩٨﴾ وَهُوَ ٱلَّذِىٓ أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً ۖ فَأَخْرَجْنَا بِهِۦ نَبَاتَ كُلِّ شَىْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا
نُّخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُّتَرَاكِبًا وَمِنَ ٱلنَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّٰتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَٱلزَّيْتُونَ وَٱلرُّمَّانَ
مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَٰبِهٍ ۗ ٱنظُرُوٓا۟ إِلَىٰ ثَمَرِهِۦٓ إِذَآ أَثْمَرَ وَيَنْعِهِۦٓ ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكُمْ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿٩٩﴾

www.QuranerAlo.net

নিশ্চয় আল্লাহ শস্য-বীজ ও আঁটি বিদীর্ণকারী, তিনিই প্রাণহীন থেকে জীবন্তকে, আবার জীবন্ত থেকে প্রাণহীনকে বের করেন। তিনিই তো আল্লাহ, সুতরাং তোমাদেরকে কোথায় ফেরানো হচ্ছে? তিনি উদ্ভাসিত করেন প্রভাতকে। আর তিনি রাতকে প্রশান্তিদায়ক এবং চন্দ্রসূর্যকে সময়নিরূপক করেছেন। এটা পরাক্রমশালী, মহাজ্ঞানী আল্লাহর সিদ্ধান্ত। আর তিনিই তোমাদের জন্য তারকামণ্ডল সৃষ্টি করেছেন, যেন তা দ্বারা তোমরা স্থলের ও সাগরের অন্ধকারে পথ খুঁজে পাও। অবশ্যই আমি জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য লক্ষণসমূহ বিশদভাবে বিবৃত করেছি।

আর তিনিই তোমাদেরকে একজন ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর রয়েছে দীর্ঘ ও স্বল্পকালীন বাসস্থান। অবশ্যই আমি অনুধাবনকারী সম্প্রদায়ের জন্য আয়াতসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করেছি।

আর তিনিই আসমান থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেন। তারপর তা দ্বারা আমি সর্বপ্রকার উদ্ভিদের চারা উদ্গত করি। অতঃপর তা থেকে সবুজ পাতা বের করি—যা থেকে আমি উৎপাদন করি ঘন সন্নিবিষ্ট শস্যদানা। আরও (নির্গত করি) খেজুর গাছের মাথি থেকে ঝুলন্ত কাঁদি, আঙুরের বাগান, যায়তুন ও আনার। কোনোটার সাথে অন্যটার মিল আছে, আবার কোনোটার সাথে অন্যটার মিল নেই। লক্ষ্য করো সেগুলোর ফলের দিকে, যখন সেগুলো ফলবান হয় এবং (লক্ষ্য করো) সেগুলো গজিয়ে ওঠার প্রক্রিয়ার প্রতি। নিশ্চয় বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য এগুলোর মধ্যে রয়েছে প্রভূত নিদর্শন।[১]

তোমার প্রতি ক্ষমাশীল মহান আল্লাহ বলেন—

أَمَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُنْبِتُوا شَجَرَهَا أَإِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعْدِلُونَ ﴿٩٥﴾ أَمَّنْ جَعَلَ الْأَرْضَ قَرَارًا وَجَعَلَ خِلَالَهَا أَنْهَارًا وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا أَإِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٩٦﴾ أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ ﴿٩٧﴾ أَمَّنْ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَإِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٩٨﴾ أَمَّنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٩٩﴾

[১] সূরা আনআম, আয়াত : ৯৫-৯৯

www.QuranerAlo.net

নাকি তিনি উত্তম, যিনি সৃষ্টি করেছেন আসমানসমূহ ও জমিন এবং তোমাদের জন্য আকাশ থেকে বর্ষণ করেন বৃষ্টি। তারপর আমি তা দ্বারা যে মনোরম উদ্যান সৃষ্টি করি, তার গাছ উদ্‌গত করার ক্ষমতা তোমাদের নেই। আল্লাহর সাথে অন্য কোনো উপাস্য আছে কি? বরং তারা এমন এক সম্প্রদায়—যারা (আল্লাহর) সমকক্ষ নির্ধারণ করে।

নাকি তিনি, যিনি পৃথিবীকে করেছেন বসবাসের উপযোগী এবং তার মাঝে মাঝে প্রবাহিত করেছেন নদীনালা এবং তাতে স্থাপন করেছেন সুদৃঢ় পর্বত ও দুই সাগরের মাঝে সৃষ্টি করেছেন অন্তরায়; আল্লাহর সাথে অন্য কোনো ইলাহ আছে কি? বরং তাদের অধিকাংশই জানে না।

নাকি তিনি, যিনি আর্তের ডাকে সাড়া দেন—যখন সে তাঁকে ডাকে এবং বিপদ দূরীভূত করেন। আর তোমাদেরকে পৃথিবীর প্রতিনিধি বানান। আল্লাহর সাথে অন্য কোনো ইলাহ আছে কি? তোমরা খুব অল্পই শিক্ষা গ্রহণ করে থাকো।

নাকি তিনি, যিনি তোমাদেরকে স্থলভূমি ও সমুদ্রের অন্ধকারে পথ দেখান এবং যিনি তার অনুগ্রহের (বৃষ্টি বর্ষণের) পূর্বে সুসংবাদবাহী বাতাস প্রেরণ করেন। আল্লাহর সাথে অন্য কোনো ইলাহ্ আছে কি? তারা যাকে শরীক করে; আল্লাহ তা থেকে বহু উর্ধ্বে।

নাকি তিনি, যিনি সৃষ্টির সূচনা করেন, তারপর সেটার পুনরাবৃত্তি করবেন এবং যিনি তোমাদেরকে আসমান ও জমিন হতে জীবনোপকরণ দান করেন। আল্লাহর সাথে অন্য কোনো ইলাহ আছে কি? বলুন, তোমরা যদি সত্যবাদী হও তবে তোমাদের প্রমাণ পেশ করো।[১]

পরম করুণাময় আল্লাহ বলেন—

ٱللَّهُ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ٱلْحَىُّ ٱلْقَيُّومُ ۚ لَا تَأْخُذُهُۥ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ۚ لَّهُۥ مَا فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ ۗ مَن
ذَا ٱلَّذِى يَشْفَعُ عِندَهُۥٓ إِلَّا بِإِذْنِهِۦ ۚ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۖ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَىْءٍ مِّنْ عِلْمِهِۦٓ
إِلَّا بِمَا شَآءَ ۚ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ ۖ وَلَا يَـُٔودُهُۥ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ ٱلْعَلِىُّ ٱلْعَظِيمُ ﴿٢٥٥﴾

[১] সূরা নামল, আয়াত : ৫৯-৬৪

www.QuranerAlo.net

আল্লাহ, তিনি ছাড়া কোনো সত্য উপাস্য নেই। তিনি চিরঞ্জীব, সর্বসত্তার ধারক। তাকে নিদ্রা স্পর্শ করতে পারে না। এমনকি তন্দ্রাও না। আসমানসমূহে যা রয়েছে ও জমিনে যা রয়েছে সবই তাঁর। সে কে, যে তাঁর অনুমতি ব্যতীত তাঁর কাছে সুপারিশ করবে? তাদের সামনে ও পেছনে যা কিছু আছে তা তিনি জানেন। আর যা তিনি ইচ্ছে করেন তা ব্যতীত তাঁর জ্ঞানের কোনো কিছুই তারা পরিবেষ্টন করতে পারে না। তাঁর 'কুরসী' আসমানসমূহ ও পৃথিবীময় পরিব্যাপ্ত। আর এ দুটোর রক্ষণাবেক্ষণ তাঁর জন্য কষ্টদায়ক নয়। আর তিনি সুউচ্চ, সুমহান। [১]

আমার রব যথার্থই বলেছেন—

إِنَّ ٱللَّهَ يُمْسِكُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ أَن تَزُولَا ۚ وَلَئِن زَالَتَآ إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّنۢ بَعْدِهِۦٓ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا

নিশ্চয় আল্লাহ আসমানসমূহ ও পৃথিবীকে ধারণ করে আছেন—যাতে তারা স্থানচ্যুত না হয়। আর যদি তারা স্থানচ্যুত হয়, তবে তিনি ছাড়া এমন কেউ নেই যে, তাদেরকে ধরে রাখতে পারে। নিশ্চয় তিনি অতি সহনশীল, অসীম ক্ষমাপরায়ণ।[২]

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন—

قُل لَّوْ أَنتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَآئِنَ رَحْمَةِ رَبِّىٓ إِذًا لَّأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ ٱلْإِنفَاقِ ۚ وَكَانَ ٱلْإِنسَٰنُ قَتُورًا

বলুন, তোমরা যদি আমার রবের দয়ার ভাণ্ডারের অধিকারীও হয়ে যেতে, তবু তোমরা 'ব্যয় হয়ে যাওয়া'র আশঙ্কায় তা সঞ্চয় করে রাখতে। বস্তুত মানুষ খুবই কৃপণ।[৩]

মহান আল্লাহ তাআলা আরও বলেন—

أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ ٱلظِّلَّ وَلَوْ شَآءَ لَجَعَلَهُۥ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا ٱلشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا

---

[১] সূরা বাকারা, আয়াত : ২৫৫

[২] সূরা ফাতির, আয়াত : ৪১

[৩] সূরা বানী ইসরাঈল, আয়াত : ১০০

www.QuranerAlo.net

আপনি কি আপনার রবের প্রতি লক্ষ করেন না, কীভাবে তিনি ছায়া সম্প্রসারিত করেন? তিনি ইচ্ছে করলে এটাকে তো স্থির রাখতে পারতেন; তারপর আমি সূর্যকে করেছি এর নির্দেশক।[১]

মহান আল্লাহ তাআলা বলেন—

يُولِجُ ٱلَّيْلَ فِى ٱلنَّهَارِ وَيُولِجُ ٱلنَّهَارَ فِى ٱلَّيْلِ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ ۖ كُلٌّ يَجْرِى لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ ٱلْمُلْكُ ۚ وَٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِۦ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ

তিনি রাতকে দিনে প্রবেশ করান এবং দিনকে রাতে প্রবেশ করান। তিনি সূর্য ও চাঁদকে করেছেন নিয়মাধীন। প্রত্যেকে পরিভ্রমণ করে এক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত। তিনিই আল্লাহ, তোমাদের রব। আধিপত্য তারই। আর তোমরা তাঁর পরিবর্তে যাদেরকে ডাকো তারা তো খেজুর আঁটির আবরণেরও অধিকারী নয়।[২]

মহান আল্লাহ বলেন—

خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ ٱلْأَنْعَٰمِ ثَمَٰنِيَةَ أَزْوَٰجٍ ۚ يَخْلُقُكُمْ فِى بُطُونِ أُمَّهَٰتِكُمْ خَلْقًا مِّنۢ بَعْدِ خَلْقٍ فِى ظُلُمَٰتٍ ثَلَٰثٍ ۚ ذَٰلِكُمُ ٱللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ ٱلْمُلْكُ ۖ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ

তিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন একই ব্যক্তি হতে। তারপর তিনি তার থেকে তার জোড়া সৃষ্টি করেছেন। আর তিনি তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন আট জোড়া গবাদিপশু। তিনি তোমাদেরকে তোমাদের মাতৃগর্ভের ত্রিবিধ অন্ধকারে পর্যায়ক্রমে সৃষ্টি করেছেন। তিনিই আল্লাহ; তোমাদের রব। সর্বময় কর্তৃত্ব তাঁরই। তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। অতঃপর তোমাদেরকে কোথায় ফেরানো হচ্ছে?[৩]

---

[১] সূরা ফুরকান, আয়াত : ৪৫

[২] সূরা ফাতির, আয়াত : ১৩

[৩] সূরা যুমার, আয়াত : ৬

www.QuranerAlo.net

মহান আল্লাহ বলেন—

ٱللَّهُ ٱلَّذِى رَفَعَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ۖ ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَى ٱلْعَرْشِ ۖ وَسَخَّرَ ٱلشَّمْسَ وَٱلْقَمَرَ ۖ كُلٌّ يَجْرِى لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَ يُفَصِّلُ ٱلْءَايَٰتِ لَعَلَّكُم بِلِقَآءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ

তিনিই আল্লাহ, যিনি আসমানসমূহ উপরে স্থাপন করেছেন কোনো প্রকার খুঁটি ছাড়াই—তোমরা তা দেখতেই পাচ্ছ। তারপর তিনি আরশে সমাসীন হয়েছেন এবং সূর্য ও চাঁদকে নিয়মাধীন করেছেন। প্রত্যেকটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত চলবে। তিনি সব বিষয় পরিচালনা করেন। নিদর্শনসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করেন—যাতে তোমরা তোমাদের রবের সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্পর্কে নিশ্চিত বিশ্বাস করতে পারো।[১]

মহান আল্লাহ বলেন—

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَآ أَنتُم بَشَرٌ تَنتَشِرُونَ ﴿٢٠﴾ وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾ وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦ خَلْقُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَٰفُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَٰنِكُمْ ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّلْعَٰلِمِينَ ﴿٢٢﴾ وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦ مَنَامُكُم بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَٱبْتِغَآؤُكُم مِّن فَضْلِهِۦٓ ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ﴿٢٣﴾ وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦ يُرِيكُمُ ٱلْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَيُحْىِۦ بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَآ ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٢٤﴾ وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَن تَقُومَ ٱلسَّمَآءُ وَٱلْأَرْضُ بِأَمْرِهِۦ ۚ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ إِذَآ أَنتُمْ تَخْرُجُونَ ﴿٢٥﴾ وَلَهُۥ مَن فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۖ كُلٌّ لَّهُۥ قَٰنِتُونَ ﴿٢٦﴾

আর তাঁর নিদর্শনাবলির মধ্যে এটাও রয়েছে যে, তিনি তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন। তারপর এখন তোমরা মানুষ—সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ছ।

আর তাঁর নিদর্শনাবলির মধ্যে আরও রয়েছে যে, তিনি তোমাদের জন্য তোমাদেরই মধ্য থেকে সৃষ্টি করেছেন জোড়া—যাতে তোমরা তাদের কাছে শান্তি পাও এবং সৃজন করেছেন তোমাদের মধ্যে ভালোবাসা ও সহমর্মিতা। নিশ্চয় এতে বহু নিদর্শন রয়েছে সেই সম্প্রদায়ের জন্য, যারা চিন্তা করে।

আর তাঁর নিদর্শনাবলির মধ্যে আরও রয়েছে আসমানসমূহ ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং তোমাদের ভাষা ও বর্ণের বৈচিত্র্য।

---

[১] সূরা রাদ, আয়াত : ২

www.QuranerAlo.net

এতে তো অবশ্যই বহু নিদর্শন রয়েছে জ্ঞানীদের জন্য।

আর তাঁর নিদর্শনাবলির মধ্যে এটাও যে, রাতে তোমাদের নিদ্রা ও দিনে তাঁর নিয়ামত হতে তোমাদের অন্বেষণ । নিশ্চয় এর মাঝেও বহু নিদর্শন রয়েছে সে সম্প্রদায়ের জন্য, যারা শোনে।

আর তাঁর নিদর্শনাবলির মধ্যে এগুলোও রয়েছে যে, তিনি তোমাদেরকে বিদ্যুৎ-চমক প্রদর্শন করান—যা তোমাদের মনে সঞ্চার করে ভয় ও আশা।

এবং এটাও তার অন্যতম নিদর্শন যে, আসমান থেকে তিনি পানি বর্ষণ করেন; অতঃপর তা দিয়ে মৃত জমিকে পুনর্জীবিত করেন। নিশ্চয় এতে বহু নিদর্শন রয়েছে এমন সম্প্রদায়ের জন্য, যারা অনুধাবন করে।

আর তাঁর নিদর্শনাবলির মধ্যে রয়েছে যে, তাঁরই আদেশে আসমান ও জমিনের স্থিতাবস্থা বজায় থাকে; তারপর আল্লাহ যখন তোমাদেরকে জমিন থেকে ওঠার জন্য একবার ডাকবেন তখনই তোমরা বেরিয়ে আসবে। আর আসমানসমূহ ও জমিনে যা আছে তা তাঁরই। সবকিছু তাঁরই অনুগত [১]

মহান আল্লাহ বলেন—

أَلَمْ تَرَ أَنَّ ٱلْفُلْكَ تَجْرِى فِى ٱلْبَحْرِ بِنِعْمَتِ ٱللَّهِ لِيُرِيَكُم مِّنْ ءَايَٰتِهِۦٓ ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴿٣١﴾

আপনি কি লক্ষ করেননি যে, আল্লাহর অনুগ্রহে নৌযানগুলো সাগরে বিচরণ করে—যেন এর মাধ্যমে তিনি তোমারদেরকে তাঁর কিছু নিদর্শনাবলির দেখাতে পারেন? নিশ্চয় এতে অনেক নিদর্শন রয়েছে, প্রত্যেক ধৈর্যশীল কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্য [২]

মহান আল্লাহ বলেন—

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦ خَلْقُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِن دَآبَّةٍ ۚ وَهُوَ عَلَىٰ جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَآءُ قَدِيرٌ

[১] সূরা রুম, আয়াত : ২০-২৬

[২] সূরা লুকমান, আয়াত : ৩১

www.QuranerAlo.net

Contents

আর তার অন্যতম নিদর্শন হচ্ছে আসমানসমূহ ও জমিনের সৃষ্টি এবং এ দুয়ের মধ্যে তিনি যে সকল জীব-জন্তু ছড়িয়ে দিয়েছেন সেগুলো; আর তিনি যখন ইচ্ছে তখনই তাদেরকে সমবেত করতে সক্ষম [১]

প্রিয় আবুল হাকাম,

মহান আল্লাহর উল্লিখিত বাণীগুলো মনোযোগ দিয়ে পড়লে তুমি স্পষ্টতই বুঝতে পারবে যে, সমাপতনতত্ত্ব সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন; পাগলের প্রলাপমাত্র। বিশ্বজগৎ সৃষ্টি ও সংরক্ষণের পেছনে এর চেয়েও বৃহৎ কোনো শক্তি ও সত্তা ক্রিয়াশীল আছে। যেখানে তোমার মতো প্রাজ্ঞ ব্যক্তি কোনো ধরনের ভূমিকা রাখার সম্ভব নয়; সেখানে অসার প্রকৃতি ও সমাপতন কীভাবে উল্লেখযোগ্য কোনো ভূমিকা রাখতে পারে? তাছাড়া তোমাকে মনে রাখতে হবে যে, অনস্তিত্ব কখনো অস্তিত্বকে সৃষ্টি করতে পারে না।

তুমি মহান আল্লাহর নিম্নোক্ত বাণীটি পড়ো এবং নিজেকে প্রশ্ন করো—

يَٰٓأَيُّهَا ٱلۡإِنسَٰنُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ ٱلۡكَرِيمِ ۝٦ ٱلَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّىٰكَ فَعَدَلَكَ ۝٧ فِيٓ أَيِّ صُورَةٖ مَّا شَآءَ رَكَّبَكَ ۝٨

হে মানুষ, কোন জিনিস তোমাকে তোমার মহান রব সম্পর্কে বিভ্রান্ত করল? যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর সুঠাম করেছেন এবং সুসামঞ্জস্য করেছেন; যে আকৃতিতে চেয়েছেন সে আকৃতিতেই তোমাকে গঠন করেছেন [২]

কোন জিনিস তোমাকে বিভ্রান্ত করল, আবুল হাকাম?

» এখনো কি সময় আসেনি তোমার রবের প্রতি বিনীত হওয়ার?

» এখনো কি সময় আসেনি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু' ঘোষণা করার?

» এখনো কি সময় আসেনি উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করার—'হ্যাঁ, এখনই সময় সত্যকে গ্রহণ করার। এখনই সময় সত্যকে স্বীকৃতি দেওয়ার। এখনই সময়

[১] সূরা শূরা, আয়াত : ২৯

[২] সূরা ইনফিতার, আয়াত : ৬-৮

www.QuranerAlo.net

ফিরে আসার। এখনই সময় কপট অহংকার ঝেড়ে ফেলার। সুতারং এই মোক্ষম সুযোগ কাজে লাগাও। এর সর্বোচ্চ সদ্ব্যবহার করো। কারণ, আমি জানি না, আমি আগে মৃত্যুবরণ করবো, নাকি তুমি?

আবুল হাকাম,

আমাকে আরও বলতে হবে, নাকি এবার তুমি উত্তর দেবে? রব সম্পর্কে বলতে পারলে চক্ষু শীতল হয়। জ্ঞানসত্তা পরিতৃপ্ত হয়। আর কারও ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা শুনলে তপ্ত হৃদয় প্রশান্ত হয়। আত্মদহন প্রশমিত হয়। সুতরাং বলো, তুমি এখন কী করবে, আবুল হাকাম?

[আবুল হাকামের উত্তর]

আহ্! হুসাম, ভাই আমার!

সত্যিই আপনার কথাগুলো আমার মধ্যে একই সঙ্গে ভয় ও সম্মোহন সৃষ্টি করেছে। পড়তে গিয়ে দু-চোখ বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়েছে। আপনি আমাকে জাদু করেছেন নাকি প্রকৃতিগতভাবেই ঐশী বাণীতে জাদু থাকে? আপনি আমার সাথে কে ভাষায় কথা বললেন? জ্ঞানের এ কোন নতুন ভুবনের সন্ধান দিলেন?

আল্লাহর কসম, আপনার শেষ লেখাটি আমি একবসায় পড়ে শেষ করতে পারিনি। গুমরে ওঠা কান্না ও বাঁধভাঙা অশ্রু আমাকে শেষ করতে দেয়নি। তাই ঘণ্টাদুয়েক বিশ্রাম নিয়ে আবার ফিরে এসেছি। পূর্বাপেক্ষা অধিক আগ্রহ নিয়ে পড়তে শুরু করেছি। ভাই, আপনি তাড়াহুড়া করবেন না। শীঘ্রই সুসংবাদ পেতে যাচ্ছেন। আমি ভাবছি, গভীরভাবে ভাবছি।

প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখি, আমি আজ রোযা রেখেছি। রোযা রাখতে কিছুটা কষ্ট হলেও মনে হচ্ছে, আমি বিশেষ কিছু পেয়েছি; তবে কী পেয়েছি—সুনির্দিষ্টভাবে তা বলতে পারবো না।

প্রিয় ভাই হুসাম, আমি কিছু দিন দূরে থাকবো। আপনার লেখা পড়তে পারবো না। তবে যখন ফিরবো, সুসংবাদ নিয়েই ফিরবো। আপনিসহ অধিকাংশ মুসলিম যে-পবিত্র ভূমিতে সালাত আদায়ের জন্য ব্যাকুলতা অনুভব করে আমি সেই পবিত্র

www.QuranerAlo.net

ভূমি—বাইতুল মাকদিসে যাবো। তবে এবার পূর্বের ন্যায় পর্যটনের উদ্দেশ্যে যাবো না; বরং আপনার কথাগুলো নিয়ে একান্তে ভাবার জন্য যাবো। হয়তো সেখানে গেলে আরও কিছু নতুন প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যাবো!

ভালো থাকুন। অচিরেই দেখা হবে। বিদায়ের আগে জানিয়ে রাখছি যে, আপনার প্রতি আমার আগ্রহ ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। আপনার সাক্ষাতের জন্য মনের গভীরে তীব্র বাসনা জাগছে। আপনি সত্যি অসাধারণ। আপনার মানসিক স্থিতি ও প্রশান্তি দেখে ঈর্ষা হয়। প্রীতি ও শুভকামনা।

www.QuranerAlo.net

রাসূলদের পথ

[হুসামুদ্দীনের ষষ্ঠ জবাব]

আবুল হাকাম,

ভাই আমার, তোমার সাক্ষাতের জন্য আমার হৃদয়টা ব্যাকুল হয়ে আছে। তবে আমি দুনিয়ায় তোমার সাক্ষাৎ-বঞ্চিত হলেও আখিরাতে বঞ্চিত হতে চাই না; কিন্তু এরপরও কেন তুমি ইসলামগ্রহণে বিলম্ব করে জান্নাতে তোমার সাক্ষাৎ থেকে বঞ্চিত করতে চাচ্ছ?

এখনো কি তুমি মুসলিমদের কাতারে শামিল হওনি? এখনো কি তুমি নাস্তিকদের দলেই রয়ে গেছ? তুমি কি জানো না, বাতিলের গুরু হওয়ার চেয়ে হকের শিষ্য হওয়াও শ্রেয়?

এখনো তুমি মুসলিমদের কাতারে শামিল হওনি! অথচ তারা তোমাকে বরণ করে নেওয়ার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে।

কেন তুমি নিজেকে এতটা ঘৃণা করো, আবুল হাকাম? কেন তুমি নিজেকে বার বার ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছ? এই ঘৃণা কোনো সমাধান নয়। আমার রবের পক্ষ থেকে আসা বাণী তুমি শুনে নাও। আমার রব বলেন—

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُنَادَوْنَ لَمَقْتُ ٱللَّهِ أَكْبَرُ مِن مَّقْتِكُمْ أَنفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى ٱلْإِيمَٰنِ فَتَكْفُرُونَ

www.QuranerAlo.net

Contents

নিশ্চয় যারা কুফরি করেছে তাদেরকে ডেকে বলা হবে, 'তোমাদের নিজেদের প্রতি তোমাদের (আজকের) এই অসন্তোষ অপেক্ষা অবশ্যই আল্লাহর অসন্তোষ অধিকতর ছিল তখন—যখন তোমাদেরকে ঈমানের প্রতি আহ্বান করা হয়েছিল, আর তোমরা তা অস্বীকার করেছিলে।[১]

আল্লাহর নামে কসম করে বলো তো—

এখনো কি তুমি মহা পরাক্রমশালী স্রষ্টার সাথে অহংকার করছ? কিন্তু কেন আবুল হাকাম? তুমি যদি স্রষ্টার প্রতি বিনীত হও তবে সমস্যা কোথায়? ক্ষতি কীসের?! তুমি কি ভাবছ যে, তার প্রতি বিনীত হলে তোমার মর্যাদাহানি ঘটবে? তুমি দাসত্ব-শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়ে পড়বে; বরং আমি তো বলছি, এর বিপরীত হবে। তোমার মর্যাদা আরও বৃদ্ধি পাবে। স্রষ্টার দাসত্ব তোমাকে সৃষ্টিকুলের দাসত্ব[২] থেকে মুক্তি দেবে। তবে কেন তুমি প্রকৃত মুক্তি ও স্বাধীনতা চাচ্ছ না? কেন তুমি সৃষ্টির দাসত্ব থেকে বেরিয়ে আসছ না? সৃষ্টি তো তোমাকে বিনা অনুগ্রহে সেবাদাস হিসেবে ব্যবহার করতে চাইবে; কিন্তু তুমি কেন সেটা মেনে নেবে? তোমার জ্ঞান-বুদ্ধি কি তটাই লোপ পেয়েছে?!

আমি তোমার ব্যাপারে প্রায় হতাশ হয়ে গেছি। তোমাকে জান্নাতে প্রবেশ করানোর জন্য একের পর এক পথ খুঁজে বের করছি; আর তুমি পথগুলো বন্ধ করে দিচ্ছ!

আমি তোমাকে জান্নাতের পথে চলার পদ্ধতি বাতলে দিচ্ছি; আর তুমি অহংকারবশত অন্য পথে হাঁটছ! অথচ এই জান্নাতের জন্য মুত্তাকীরা সর্বদা ব্যাকুল ও লালায়িত থাকে। জান্নাতের সুকোমল ও সুমিষ্ট পানীয়র জন্য প্রচণ্ড তৃষ্ণাবোধ করে। আমি তোমার জন্য এই জান্নাতই কামনা করছি; কিন্তু তুমি কামনা করছ অন্য কিছু।

---

[১] সূরা মু'মিন, আয়াত : ১০

[২] খাহেশাতের পীড়ন, লৌকিকতার বোঝা, পুঁজিবাদের জুলুম, গণতন্ত্রের প্রতারণা ও শোষণ, সিস্টেমের শিকার হওয়া, কুফরি আইনের বাধ্যবাধকতা— ইত্যাকার শত শত অংশীর গোলামি থেকে, নিপীড়ন থেকে মুক্তি দিতে পারে একমাত্র 'তাওহীদ'। আল্লাহর একক ক্ষমতা, তাঁর কাছে জবাবদিহিতা, তাঁর পুরস্কার, তাঁর পাকড়াও-এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনই দিতে পারে প্রকৃত স্বাধীনতা। এনে দিতে পারে প্রকৃত ব্যক্তিগত, সামাজিক, অর্থনৈতিক মুক্তি। [সম্পাদক]

www.QuranerAlo.net

এপর্যন্ত তোমার সাথে কয়েক দফা চুক্তি করে ফেলেছি; কিন্তু তুমি কোনো চুক্তিই পূর্ণ করতে পারোনি। তোমার মধ্যে বিশেষ কোনো পরিবর্তন আসেনি। এবার তোমার সাথে সর্বশেষ চুক্তি করতে চাচ্ছি। অন্তত এই চুক্তিটা যদি যথাযথভাবে সম্পন্ন করতে পারো, তাহলেও হয়তো আমি তোমার ব্যাপারে আশাবাদী হতে পারবো।

একটা সুঁই নিয়ে এসো। এসেছ? এবার একটা উট নিয়ে এসো। এখন উটটাকে সুঁইয়ের ছিদ্রের ভেতর দিয়ে প্রবেশ করাও। কি, পারছ না?! তাহলে শুনে রাখো—

إِنَّ ٱلَّذِينَ كَذَّبُوا۟ بِـَٔايَٰتِنَا وَٱسْتَكْبَرُوا۟ عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَٰبُ ٱلسَّمَآءِ وَلَا يَدْخُلُونَ ٱلْجَنَّةَ حَتَّىٰ يَلِجَ ٱلْجَمَلُ فِى سَمِّ ٱلْخِيَاطِ ۚ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِى ٱلْمُجْرِمِينَ

নিশ্চয় যারা আমার নিদর্শনসমূহকে অস্বীকার করেছে এবং সেগুলোর ব্যাপারে অহঙ্কার করেছে, তাদের জন্য আসমানের দরজাসমূহ খোলা হবে না এবং তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে না—যতক্ষণ না উট সুঁচের ছিদ্র দিয়ে প্রবেশ করে। আর এভাবেই আমি অপরাধীদেরকে উপযুক্ত প্রতিদান দিই।[১]

প্রিয় আবুল হাকাম, অন্যান্য চুক্তির মতো এ চুক্তিও যদি না মানতে পারো তাহ তোমার একমাত্র সমাধান হচ্ছে ইসলাম। সুতরাং আর দেরি করো না। এমনিতে বড্ড দেরি হয়ে গেছে। এখনই বলে ফেলো—'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু।'

তোমাকে জিজ্ঞেস করতে ভুলেই গিয়েছি, কেমন আছ? এখনো কি তোমার ওপর অনুগ্রহের বারিধারা বর্ষিত হয়?

তোমার জিহ্বা, ঠোঁট ও দাঁতের কী অবস্থা? কনুই, সেফটি ভালভ ও বিভিন্ন পেশির কী অবস্থা? এগুলো কি এখনো সচল আছে? কুনুইয়ের বহন ক্ষমতা সম্পর্কে তোমার কোনো ধারণা আছে? আচ্ছা, এ ব্যাপারে পরে কথা বলবো।

এখনো কি আমার লেখাগুলো পড়তে পারছ? তোমার চোখ ও দৃষ্টি কি ঠিকমতো কাজ করছে? এখনো কি চোখের পাতায় পাপড়িগুলো আছে? চোখের উপরের ভ্রূ কি এখনো শোভা ছড়াচ্ছে? চোখ দুটো কি চক্ষুকোটরে যথাযথ অবস্থানে আছে?

---

[১] সূরা আরাফ, আয়াত : ৪০

www.QuranerAlo.net

এখনো কি চোখের লেন্স দিয়ে সুন্দর পৃথিবীটাকে দেখা যাচ্ছে?

তোমার চোখে এই লেন্স কে দিয়েছে? তোমার চোখের পিউপিলটা কে দিয়েছে? তোমার চোখের কর্নিয়ার উপরিভাগে কে পানির একটা স্তর দিয়েছে—যে স্তরটা

একেবারে শুকায়ও না; আবার জমেও যায় না?

কে তোমার চোখের পাতাকে বার বার বন্ধ করেন। ফলে চোখের পানির স্তরগুলো সুবিন্যস্ত থাকে। চোখও ধুলাবালি থেকে রক্ষা পায়!

কে তোমার অবচেতনেই প্রতি ৬ সেকেন্ডে অন্তত একবার তোমার চোখের পাতা বন্ধ করান? এটার জন্য প্রত্যেকবার তোমার ইচ্ছা করার প্রয়োজন হয় না। তোমার অজান্তেই কাজটি হতে থাকে। তাহলে কে তোমার অবচেতনেই এই জটিল কাজটি সম্পন্ন করার ব্যবস্থা করেন?

যদি এই কাজটা সম্পূর্ণরূপে তোমার ইচ্ছাধীন হতো, তবে হিসেব করে প্রতি ৬ সেকেন্ডে কি বন্ধ করতে পারতে? তাহলে তো চোখের পাতা বন্ধ করার চিন্তায়ই সারাটা দিন কেটে যেত!

চোখের বিস্ময়কর কোষরাজি এবং ভেতরের পেশির কথা বাদই দিলাম। সেগুলো এত জটিল যে, সেগুলো নিয়ে কথা না বললেও চলবে।

আচ্ছা, আবুল হাকাম, বলো তো, কে তোমাকে এই চোখদুটি দান করেছেন? এগুলো কি আপনাআপনিই হয়ে গেছে, নাকি তুমি নিজেই এগুলো সৃষ্টি করেছ? তুমি যদি সৃষ্টি না করে থাক, তবে এগুলো কে সৃষ্টি করেছে?

এখন বলো তো, আবুল হাকাম, আল্লাহর সাথে কি অন্য কোনো উপাস্য আছে?

মৃত্যুর পর তুমি যখন কবরে থাকবে তখন এই চোখগুলো গলিত চর্বি হয়ে তোমার গালে গড়িয়ে পড়বে। তুমি কি কখনোই মৃত্যুবরণ করবে না? তো মৃত্যুর পর যখন চোখগুলো গলে গাল বেয়ে পড়বে তখন তুমি কোন পরিচয়ে থাকতে চাইবে? মুসলিম নাকি কাফির?

www.QuranerAlo.net

শুধু তাই নয়...

আমাকে বলো তো, মৃত্যুর পর যখন তোমাকে পুনরুত্থিত করা হবে তখন যে-মহান স্রষ্টা তোমার চোখ দুটো প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলেন, তিনি কি পুনরায় সেটাকে সৃষ্টি করতে পারবেন না?

বলো তো, মৃত্যুর পর যখন তোমাকে পুনর্জীবিত করা হবে তখন যদি তুমি ভয়াবহ অগ্নিকুণ্ড[১] দেখতে পাও; তাহলে নিজের জন্য কোন পরিচয়টি নির্বাচন করবে—আস্তিক, নাকি নাস্তিক?

তুমি কেন নিজেকে এতটা ঘৃণা করো? নিজেকে ঘৃণা করো দেখেই তো এখনো নিরাপদ পথটি নির্বাচন করছ না!

রাসূলদের পথ : সোনালী পথের সোনালী সোপান

আবারো নতুন একটি পথ দিয়ে তোমার চিন্তার গভীরে প্রবেশ করছি। এই পথটি মূলত অভিজাত ও সম্মানিতদের পথ। এই পথটি পেরোলেই নিরাপদ ও শান্তিময় জান্নাত. এসো তবে, নিজেকে আপন রবের কাছে সমর্পণ করো। নিজের ওপর রহম করো!

আবুল হাকাম, এবার তাহলে স্বর্ণালী সুযোগটা গ্রহণ করো! এ সুযোগ গ্রহণ করলে তুমি ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। মর্যাদার সর্বোন্নত আসনে সমাসীন হবে। যুগের সবচেয়ে জ্ঞানী ব্যক্তি বলে পরিচিত হবে। তুমি নিজেই নিজের উপমায় পরিণত হবে। তবে এজন্য তোমাকে একটা নতুন শরীয়ত নিয়ে আসতে হবে! একটি নতুন জীবনবিধান প্রণয়ন করতে হবে! কী বলো, পারবে তো?

না, এখনই না। চল্লিশ বছর পর...

এখন যা ইচ্ছা তাই পড়বে। যা ইচ্ছা তাই নিয়ে গবেষণা করবে। সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়ে গবেষণার ব্যাপারে অত্যন্ত যত্নবান থাকবে। ধৈর্য ও অধ্যবসায়ের সঙ্গে কাজ করে যাবে। জ্ঞানমূলক বই পড়ে পড়ে নিজেকে সমৃদ্ধ করবে। মানুষের জীবন ও সান্নিধ্য থেকে জীবন্ত

---

[১] যে-আগুনে দগ্ধ হওয়ার জন্য তাতে প্রবেশ করতে হয় না; বরং দৃষ্টিসীমায় তার অস্তিত্ব ভেসে উঠলেই দেহ পুড়ে ছারখার হয়ে যায়।

www.QuranerAlo.net

শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা অর্জন করবে। শিক্ষা ও যোগ্যতা অর্জনে সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান করবে। এভাবে টানা চল্লিশ বছর তোমার অধ্যয়ন ও অধ্যবসায় চলতে থাকবে।

চল্লিশ বছর পর...

৪০ বছর পর আমরা তোমার কাছে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো চাইবো—

[ক]

'ব্যক্তিজীবনে' স্রষ্টার সাথে সৃষ্টির বিশ্বাসভিত্তিক সম্পর্কের স্বচ্ছ ও সর্বোপযোগী একটি রূপরেখা তুলে ধরবে—

- বিশুদ্ধ ও নিশ্ছিদ্র একটি কারিকুলাম তৈরি করবে—যার অগ্র-পশ্চাত দিয়ে কোনো অসার কিছুর অনুপ্রবেশের সুযোগ থাকবে না। সেই সাথে বাতিলপন্থি ও ছিদ্রান্বেষণকারীদের সব রাস্তাও বন্ধ করে দেবে। সর্বপ্রকার সংশয় ও দ্বিধা-দ্বন্দ্বের জবাবও দেবে।
- ভাগ্যের ব্যাপারে মানুষের চিন্তা ও দর্শনের যৌক্তিক ও নিরাপদ একটি রূপরেখা তুলে ধরবে। সেখানে ভাগ্যের ভালোমন্দ বিষয়ে তাদের বিশ্বাস ও করণীয় সম্পর্কেও সুস্পষ্ট নির্দেশনা দেবে।

| **এগুলো করতে পারলে তুমি যুগশ্রেষ্ঠ ধর্মপ্রবর্তক ও দার্শনিক বলে স্বীকৃতি লাভ করবে!**

[খ]

চল্লিশ বছর পর তুমি আমাদেরকে গায়েব ও অদৃশ্য জগৎ সম্পর্কেও সম্যক ধারণা দেবে—

- জিন-শয়তান সম্পর্কে আমাদেরকে জানান দেবে। আমরা তো দেখি যে, অনেককে জিন-শয়তান আছর করে। কদাচিৎ আক্রান্ত ব্যক্তিকে মেরেও ফেলে; কিন্তু মেডিকেল সায়েন্স আজও ব্যাপারটি ব্যাখ্যা করতে পারে না? কিন্তু তুমি তো অবশ্যই একটা ব্যাখ্যা দেবে। চুক্তি অনুযায়ী একটা ব্যাখ্যা তোমাকে দিতেই হবে। এখন তুমি আমাদেরকে ভিন্ন কোনো মত দেবে নাকি ব্যাপারটি অস্বীকার করতে বলবে?
- ফিরিশতাদের সম্পর্কেও আমাদেরকে জানাবে। তাদের নাম ও কর্মকাণ্ডের বিশদ বিবরণ দেবে।

www.QuranerAlo.net

- মানুষ ও ফেরেশতাদের মধ্যে কারা উত্তম—এ ব্যাপারেও তুমি একটা সিদ্ধান্ত দেবে। কারণ, এ নিয়েও যথেষ্ট মতভেদ আছে। সুতরাং ব্যাপারটি তোমাকেই মীমাংসা করতে হবে।
- ভবিষ্যতের ঘটিতব্য ঘটনা সম্পর্কেও আমাদেরকে ভবিষ্যদ্বাণী করবে।

[গ]

আখিরাত সম্পর্কে বলতে ভুলবে না—

- আখিরাতের বর্ণনা দেবে। একেবারে সূক্ষ্ম ও সুস্পষ্ট বর্ণনা।
- আখিরাতের বর্ণনায় মানুষকে ভয় দেখাবে। আবার আশাবাদীও করবে। মানুষের মাঝে আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি করবে আবার ভীতিও জাগাবে—যাতে মানুষ তোমার দেওয়া শরীয়ত মেনে চলতে উৎসাহ বোধ করে।

এগুলো করতে পারলে মানুষ তোমাকে সবজান্তা বা সর্বজ্ঞ বলে স্বীকৃতি দেবে। সুতরাং পূর্বের চুক্তি অনুযায়ী তোমাকে এগুলো করতেই হবে।

[ঘ]

এরপর আমাদেরকে নবী-রাসূলদের ঘটনাবলি এবং তাদের সম্প্রদায়ের ইতিহাস সম্পর্কে অবগত করবে—এতে আমরা সীমাহীন উপকৃত হবো—

- তবে আমাদেরকে অপ্রয়োজনীয় কিচ্ছা-কাহিনি বলবে না; বরং শুধু প্রয়োজনীয় ও শিক্ষণীয় অংশটুকুই বলবে। কোন কোন সম্প্রদায় ঈমান এনেছিল, আর কোন কোন সম্প্রদায় ঈমান আনেনি—সেগুলোও খুটেখুটে বলবে। ইতিহাসের স্বীকৃত নিয়ম অনুসারে ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব, স্থানকাল ও পরিভাষাগুলোও ব্যাখ্যা করবে।
- এরপর পূর্ববর্তীদের ভ্রান্ত আকীদা-বিশ্বাসের ব্যাপারেও আলোকপাত করবে। তাদের ভ্রান্তি ও বিকৃতিগুলো তুলে ধরবে। যারা বিকৃতির সূত্রপাত ঘটিয়েছে তাদের চরিত্র ও পরিণতি সম্পর্কেও আমাদেরকে জানান দেবে। সর্বোপরি পথভ্রষ্ট ও প্রবৃত্তিপূজারীদের ষড়যন্ত্রের ব্যাপারেও আমাদেরকে সতর্ক করবে।

www.QuranerAlo.net

এটুকু করে দেখাতে পারলে তুমি যুগশ্রেষ্ঠ ইতিহাসবিদ বলে বিবেচিত হবে!

[ঙ]

এরপর তুমি আমাদেরকে ইবাদতের রীতি ও পদ্ধতি সম্পর্কে জানান দেবে। বান্দা ও তার প্রভুর মধ্যে সম্পর্ক ও যোগসূত্র সৃষ্টির পদ্ধতি বাতলে দেবে—

- একজন লোক আজীবন তোমার সামনে বলে যাবে, 'হে আমার রব, যদি জানতাম কোন পন্থায় ইবাদত করলে আপনি সবচেয়ে বেশি খুশি হবেন তাহলে সই পন্থায়ই আপনার ইবাদত করতাম।'[১]—এই আবেগমথিত কথা শুনে তোমার বুকটা কি কেঁপে ওঠে না, আবুল হাকাম? তারপরও তুমি কিচ্ছুটি বলবে না! কিন্তু যখনই তোমার বয়স চল্লিশ হবে তখন তুমি ইবাদতের সর্বোত্তম পন্থা তাদের সামনে তুলে ধরবে।
- তুমি আমাদেরকে প্রথমে শুধু সালাত সম্পর্কে জানাবে। এরপর সালাতের সময়, সংখ্যা, রাকআত, তাৎপর্য, রোকন, সুন্নাহ, মাকরূহ ইত্যাদি সম্পর্কে জানাবে। পাশাপাশি সালাতে করণীয় ও বর্জনীয় সম্পর্কেও স্বচ্ছ ধারণা দেবে।
- সালাতের মধ্যে কোনো সমস্যা হয়ে গেলে কী করতে হবে—সেটাও বলে দেবে।
- সালাতে ভুল হয়ে গেলে তার ক্ষতিপূরণের পদ্ধতি বলে দেবে।
- কোনটা ফরয সালাত আর কোনটা নফল সালাত—সেটাও স্পষ্ট করে দেবে।
- জামাআতে সালাতের ব্যাপারে ইমাম-মুক্তাদীর হুকুম কী—সে-সম্পর্কেও জানাবে।
- মসজিদের বিধি-বিধান ও আদবসমূহ সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা দেবে। সালাতে দুআ করার পদ্ধতি, কুনূতে নাযিলা পড়ার পদ্ধতি বলে দেবে। সেই সঙ্গে অসুস্থ, মুসাফির এবং মরণাপন্ন ব্যক্তির সালাতের বিধান ও পদ্ধতি জানাবে। সালাতুল খাওফের ক্ষেত্র ও পদ্ধতি আলোচনা করতেও ভুলবে না। এককথায়, সালাতের যতরকম সুরত ও

---

[১] ইসলামপূর্ব যুগে কতিপয় তাওহীদবাদী ব্যক্তি বসবাস করতেন। তাদের একজন ছিলেন যাইদ ইবনু আমর ইবনু নুফাইল। তিনি মূর্তিপূজা করতেন না; বরং আল্লাহকে একমাত্র প্রভু হিসেবে মানতেন। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে এমন কথা বলেছিলেন তার নবুওয়াতলাভের আগে। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবুয়ত লাভের আগেই তিনি মারা যান।

www.QuranerAlo.net

বিধান হতে পারে—সবই খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বলবে। কিচ্ছু বাদ দেবে না।

বলেছিলাম না, এগুলো বলতে পারলে তুমি যুগের সবচেয়ে সূক্ষ্মদর্শী ধর্মপ্রণেতা বলে বিবেচিত হবে!

[চ]

মানুষের উৎসবের ব্যাপারটিও কিন্তু তোমাকে খেয়াল করতে হবে। কারণ, সবাই আনন্দ করতে ভালোবাসে—

- ঈদের কিছু বিধি-বিধান বলে দেবে; যেন মানুষ আনন্দ করতে গিয়ে সীমালঙ্ঘন করে না ফেলে। ঈদের জন্য বিশেষ একটা সালাত প্রবর্তন করবে। এই সালাতের জন্য সুনির্দিষ্ট বিধি-বিধানও রাখবে।
- প্রয়োজনের কথা সামনে রেখে সালাতুল কুসুফ, সালাতুল ইস্তিস্কাও প্রবর্তন করবে।
- মানুষের প্রায়ই ওয়াজ, নসীহত ও তালীমেরও প্রয়োজন হয়। এ জন্য তাদের সাপ্তাহিক একটা খুতবার আয়োজন করবে, নাম দেবে জুমআর খুতবা।

এগুলো করতে পারলে নির্ঘাত তুমি জগদ্বিখ্যাত ধর্মপ্রণেতা বলে গণ্য হবে।

[ছ]

মানুষের মৃত্যু ও মৃত্যুপরবর্তী ক্রিয়াকলাপগুলো ভুলে গেলেও চলবে না। কারণ, তোমাকেও একদিন মৃত্যুবরণ করতে হবে। কাজেই তুমি—

- মানুষকে দাফন-কাফন ও জানাযার হুকুম শিক্ষা দেবে। মৃত ব্যক্তিকে গোসল করানোর পদ্ধতি এবং মৃত ব্যক্তির অবস্থাভেদে গোসলের ভিন্নতাও বলে দেবে।
- অসুস্থতার ব্যাপারে বলতেও ভুলবে না। সুতরাং অসুস্থ ব্যক্তি অসীয়ত করলে তা কার্যকর হবে কি না, তার অর্থনৈতিক চুক্তি গ্রহণযোগ্য হবে কি না?—সেসম্পর্কেও তোমার সিদ্ধান্ত জানাবে।

এগুলো বলতে পারলে তুমি যুগশ্রেষ্ঠ ধর্মবেত্তা হিসেবে স্বীকৃতি পাবে।

www.QuranerAlo.net

[জ]

তোমার আদর্শের অনুসারীদের বছরে একবার একত্র করার ব্যবস্থা করবে। কাজেই—

- এমন একটি অভিসার ও অভিযাত্রার ব্যবস্থা করবে—যে-অভিযাত্রায় তাদের দেহ ও আত্মার মিলন ঘটবে। যে-অভিযাত্রা তাদেরকে মৃত্যুর কথা স্মরণ করিয়ে দেবে। যে-অভিযাত্রায় মানুষ পবিত্র ভূমিসমূহ দেখার সুযোগ পাবে। এই অভিযাত্রার বিশদ বিধি-বিধানও প্রবর্তন করবে।
- এ অভিযাত্রা কার জন্য প্রযোজ্য? এটা করতে গিয়ে হঠাৎ করে বাধাপ্রাপ্ত হলে তার বিধান কী? যাত্রার মধ্যে ভুলত্রুটি হয়ে গেলে তার ক্ষতিপূরণ কী? সেগুলোও ব্যাখ্যা করবে। সর্বোপরি এই অভিযাত্রার নাম দেবে 'হজ-যাত্রা'।

> **বলেছি না, এগুলো করতে পারলে তুমি তোমার যুগের অনন্য সমাজচিন্তক ও পৌরনীতিবিদ বলে বিবেচিত হবে!**

[ঝ]

শারীরিক পবিত্রতার কথা মনে আছে তো! এবার তুমি শারীরিক পবিত্রতার বিধান ও রীতি-পদ্ধতি সম্পর্কে আমাদেরকে জানাবে—

- অযু, গোসল, তায়াম্মুম সম্পর্কে জানাবে। প্রতিটি কাজের ক্ষেত্র, ধরন, শর্ত, ওয়াজিব, সুন্নাহ্ এবং এগুলো বাতিল হওয়ার কারণগুলোও বলে দেবে। কোন পানি পবিত্র আর কোন পানি অপবিত্র?—সেটাও জানিয়ে দেবে।
- হায়েয, ইস্তিহাযা, নিফাস ইত্যাদির হুকুম বলে দেবে। পানির পাত্র, পানি, ইস্তিঞ্জা ইত্যাদির বিধি-বিধান বলবে। আর জামা-কাপড় কোনগুলো পরা যাবে, কোনগুলো পরা যাবে না তাও কিন্তু বলে দেবে!
- কাপড় কেমন হবে?—সেটাও বলে দেবে। কাপড়ের ধরন, পবিত্র করার উপায়, কাপড়ের সাহায্যে দেহ ঢাকার বিধান—ইত্যাদি সম্পর্কে বিস্তারিত জানাবে।

www.QuranerAlo.net

প্রিয় ভাই, এই চল্লিশ বছরে এসব ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র বিষয়ও কিন্তু ভালো করে পড়ে নেবে।

> বলেছি না, এগুলো বলতে পারলে তুমি তোমার যুগের সবচেয়ে পরিচ্ছন্নতা-বিশেষজ্ঞ (Hygiene Specialist) বলে বিবেচিত হবে!

[ঞ]

মনে করো, তোমার সমাজে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে উঁচু-নিচুর ব্যবধান আছে। এখন তোমাকে এই ব্যবধান ঘুচাতে হবে—

- এজন্য তুমি যাকাতের বিধান প্রবর্তন করবে—যাতে সম্পদ ধনিকশ্রেণির হাতে পুঞ্জিভূত না হয়ে সুষম বণ্টনের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের কাছেও পৌঁছে। যাকাতের হুকুম, খাত, সময় ও শর্তগুলোও মনে করে বলে দেবে।
- ফল-ফলাদি, জীব-জন্তু, ফসল, অলংকার, ব্যবসায়িক পণ্য এবং ফিতরাহসহ—সব ধরনের যাকাতের বিধানই স্বতন্ত্রভাবে জানাবে।
- কোন সম্পদ কী পরিমাণ হলে তাতে যাকাত ওয়াজিব হবে—সেটাও সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্টভাবে বলে দেবে।
- যারা যাকাত উসুলের কাজে নিযুক্ত থাকবে তাদেরকে এই শিক্ষা দেবে যে, অন্যায়ভাবে কোনো ব্যক্তির উৎকৃষ্ট সম্পদ হাতিয়ে নেওয়া যেমন বৈধ নয়, একেবারে তুচ্ছ বস্তু গ্রহণ করে ফকির-মিসকিনদের অধিকার খর্ব করাও বৈধ নয়।

[ট]

মানুষ তো ক্রয়-বিক্রয় করবেই। সুতরাং এসম্পর্কেও তোমাকে বিস্তারিত বলতে হবে—

- সুতরাং ক্রয়-বিক্রয়ের বিধি-বিধান প্রবর্তন করতে ভুলবে না। বিক্রয়ের ক্ষেত্রে এখতিয়ার দেওয়া, বিক্রীত পণ্যের হুকুম, বিক্রীত পণ্য কি বিক্রির পরই ব্যবহার্য, নাকি হস্তগত করার পর? কেন? যদি ক্রেতা পণ্য ফিরিয়ে দিতে চায় তবে এর কী হুকুম?—এ সবই তুমি জানিয়ে দেবে।
- সুদের ব্যাপারেও জানাবে।
- কৃষক ফসল ফলানোর আগেই সুনির্দিষ্ট মূল্যে জমিনের ফসল বিক্রি করা বৈধ

www.QuranerAlo.net

কি না—সেসম্পর্কে তোমার অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী ব্যাখ্যা করবে।

- অর্থনীতির বইগুলো ভালোমতো পড়ার পর ফসল জন্মানোর আগেই বিক্রি করার ব্যাপারে তোমার মত জানাবে!

[ঠ]

বন্ধক, জিম্মাদারি, ওয়াকালাহ-সহ বিক্রয়ের অন্যান্য পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিত বলবে—

- হাওয়ালাহ, কাফালাহ, শারীকাহ, মুসাকাহ, ইজারা, আরিয়া, গাস্‌ব, শুফআ, ওয়াদীআ, ইহয়াউল মাওয়াত, জুআলা—ইত্যাদির বিধান ও পদ্ধতি আলোচনা করবে।
- রাস্তায় পড়ে থাকা মূল্যবান জিনিসপত্র এবং লাকিত ও লুকাতার বিধান সম্পর্কে যথার্থ ধারণা দেবে।
- হেবা তথা দান ও হাদিয়ার বিধান ও পদ্ধতিও বলে দেবে।

| এগুলো বলতে পারলে তুমি যুগশ্রেষ্ঠ অর্থনীতিবিদ বলে বরিত হবে।

[ড]

মনে রেখো, তোমার অনুসারীরা কিন্তু অন্যান্য জাতির সাথেও লেনদেন ও ওঠাবসা করবে। সুতরাং এর হুকুমও তুমি বলে দেবে—

- পার্শ্ববর্তী ও দূরবর্তী জাতিবর্গের সাথে আচরণের ক্ষেত্রে তুমি সুস্পষ্ট একটি নীতিমালা প্রণয়ন করবে।
- শত্রুপক্ষ ও মিত্রপক্ষের সাথে কেমন সম্পর্ক বজায় রাখতে হবে, যুদ্ধরত জাতির সাথে কেমন আচরণ করতে হবে এবং যুদ্ধে কী কী বিধান মানতে হবে—তার সবই তুমি বলে দেবে।
- যুদ্ধের ক্ষেত্র ও বিধান, যুদ্ধের সবচেয়ে উত্তম পন্থা, যুদ্ধের কারণ এবং অত্যাচারীদের সাথে আচরণের নীতি ও বিধানও বলে দেবে।
- সুতরাং এই চল্লিশ বছরে যুদ্ধবিদ্যা সম্পর্কে পড়তে ভুলো না কিন্তু।
- কূটনৈতিক সম্পর্ক কেমন হতে হয়—সেটাও পড়ে নিয়ো। পড়া শেষ হলে সেখান

www.QuranerAlo.net

থেকে সার-নির্যাস বের করে সেই আলোকে নতুন একটি শরীয়ত প্রবর্তন করবে।

এগুলোর ধারণা দিলে সবাই তোমাকে যুগশ্রেষ্ঠ সমরবিশারদ ও কূটনীতিবিদ বলে বরণ করে নেবে।

[ঢ]

মানুষের মধ্যে প্রায়ই ঝগড়া ও সংঘর্ষ হয়ে থাকে। সুতরাং এটারও একটা সমাধান বাতলে দেবে—

- তুমি প্রথমে মীমাংসার রীতি ও পদ্ধতি বাতলে দেবে। এরপর মীমাংসা ও বিচারের পার্থক্য বর্ণনা করবে।
- বিচারকার্যে বিচারকের বিধি-বিধান ও বিচারের পন্থা বলে দেবে।
- বিভিন্ন দাবী-দাওয়া, সাক্ষ্য-প্রমাণ, সাক্ষ্য বাতিল হওয়ার কারণ, শপথ, সাক্ষ্য গ্রহণ ইত্যাদি বিষয়ে একটি বিচারনীতি তৈরি করবে।

[ত]

মনে রেখো, মানুষের মধ্যে নারী-পুরুষের দুটি ভাগ আছে। সুতরাং—

- তাদের বিধি-বিধান কী হবে? বংশধারা কীভাবে সুরক্ষিত থাকবে? কীভাবে মানবসমাজকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচানো যাবে?—সেসম্পর্কে সুস্পষ্ট নির্দেশনা প্রদান করবে।
- কাকে বিয়ে করা যাবে? কাকে বিয়ে করা যাবে না? কী কী শর্তে বিয়ে বৈধ? কী কী শর্তে বিয়ে অবৈধ? স্বামী-স্ত্রী কখন বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটাতে পারবে? এবং কীভাবে তাদেরকে প্রতারণা থেকে রক্ষা করা যাবে?—সেম্পর্কেও অবগত করবে।
- তোমার শরীয়তের অনুসারী নারী-পরুষ অন্য ধর্মের অনুসারীকে বিয়ে করতে পারবে কি না, এবং কেন?—সেটাও ব্যাখ্যা করবে।
- মোহরসহ দাম্পত্য-জীবনের যাবতীয় বিধি-বিধানও বলে দেবে।

www.QuranerAlo.net

Contents

[থ]

মানুষের সন্তান-সন্ততি হয়। সুতরাং এই ব্যাপারেও তোমাকে সুচিন্তিত মতামত দিতে হবে—

- নবজাতকের বিধান কী? তার নামকরণের ব্যাপারে লক্ষণীয় কী? আকীকার বিধান কী?—ইত্যাদি সম্পর্কে জানাবে।
- তার জন্য কীভাবে ব্যয় করতে হবে? কীভাবে তাদেরকে প্রতিপালন করতে হবে?—সেই পদ্ধতিও বাতলে দেবে।

[দ]

কখনো স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কে টানা-পোড়েন হতে পারে। তখন তারা কী করবে?

- এ অবস্থায় তোমাকে তালাকের ব্যাপারটা প্রস্তুত করতে হবে। তালাকের ভয় দেখানোর বিধানও আলোচনা করতে হবে।
- খোলা তালাকের বিধান কী? যিহারের হুকুম কী? লিআনের হুকুম কী? একাধিক স্ত্রী রাখার বিধান কী? ইত্যাদি বলে দিতে হবে।
- তালাকপ্রাপ্তা নারীর হুকুম কী? সে কি বাড়িতে থাকবে নাকি চলে যাবে? এবং কেন?—সেটাও ব্যাখ্যা করবে।

[ধ]

আর হ্যাঁ, মানুষ মারা গেলে সম্পত্তি রেখে যায়। সুতরাং—

- উত্তরাধিকারসূত্রে সম্পত্তি কারা পাবে, আসাবা কারা হবে, কারা সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হবে—সেটাও বলে দিতে হবে।
- যে ব্যক্তি হারিয়ে গেছে তার সম্পত্তির বিধান কী, গর্ভের সন্তানের উত্তরাধিকারের হুকুম কী? তালাকপ্রাপ্তা নারীর উত্তরাধিকারের বিধান কী?—এগুলোও প্রজ্ঞার সাথে বন্টন করবে। যেন প্রত্যেক ওয়ারিস তার উপযুক্ত অংশ পায়।

> এসব জানাতে পারলে তুমি তোমার যুগের সবচেয়ে কীর্তিমান আইনশাস্ত্রবিদ বলে বিবেচিত হবে।

www.QuranerAlo.net

[ন]

আচার-আচরণ এবং চরিত্র নিয়েও গঠনমূলক আলোচনা করবে—

- গীবত কখন জায়েয, কখন নাজায়েয—সুক্ষ্মভাবে সেটা ব্যাখ্যা করবে।
- একনিষ্ঠতা, সত্যবাদিতা, সততা, সদাচরণ, আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা, কৃপণতা, রিয়া, নেফাক, ধৈর্য, সহনশীলতা, কৃতজ্ঞতা ও অল্পেতুষ্টিসহ যাবতীয় মানবিক গুণাবলি নিয়ে আলোচনা করবে।
- চরিত্রের ভালোমন্দ দিক ব্যাখ্যা করবে। কোনো গুণ ভালো হলে সেটা অর্জনের পদ্ধতি এবং কোনো দিক মন্দ হলে সেটা বর্জনের উপায় বলে দেবে।

> এ নির্দেশনাগুলো দিতে পারলে তুমি তোমার যুগের সবচেয়ে বড় নীতিশাস্ত্রবিদ বলে বিবেচিত হবে।

এবার বলো তো...

এবার বলো তো, নতুন একটি শরীয়ত বা জীবন-বিধান প্রণয়ন করতে গেলে ৪০ টা বছর তোমাকে কী পরিমাণ অধ্যয়ন ও গবেষণা করতে হবে! অধিকন্তু শরীয়তটিকে উন্নত গুণাবলিতে ভূষিত করতে হলে তোমাকে কী পরিমাণ মেধা ও শ্রম দিতে হবে?! পারবে কি তুমি এই অসাধ্য সাধন করতে! পারবে কি তুমি আমাদেরকে এমন একটি শরীয়ত দিতে—

১. যে শরীয়ত জীবনের সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে। এমন কোনো ক্ষেত্র খুঁজে পাওয়া যাবে না, যেখানে তোমার কোনো নির্দেশনা নেই।

২. যে শরীয়ত সব অনুসারীরই উপযোগী হবে; কেউ বলবে না যে, তার কাছে ইবাদত কম অথবা বেশি মনে হয়েছে। সুতরাং এতে সংযোজন বা বিয়োজনের প্রয়োজন আছে।

৩. যে শরীয়ত অধিকাংশ ক্ষেত্রে একটি সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা ও সমাধান প্রদান করবে। সাধারণ কারও জন্য এর ব্যতিক্রম করা বৈধ হবে না। তবে মুজতাহিদগণ এর আলোকে অন্যান্য সংজ্ঞা ও সমাধান বের করতে পারবেন।

৪. যে শরীয়তের পদ্ধতি রূঢ় ও রক্ষণশীল হবে না; বরং নিত্যনতুন মাসআলা উদ্ভাবন করা যাবে। তবে হক সর্বদা সুস্পষ্ট থাকবে। সন্দেহ সৃষ্টির কোনো অবকাশ থাকবে না।

www.QuranerAlo.net

৫. যে শরীয়তের নির্দেশনা-সংক্রান্ত বক্তব্যে কোনো বৈপরীত্য থাকবে না। অর্থাৎ তুমি পরস্পরবিরোধী কোনো নির্দেশনা দিতে পারবে না। কাজেই তুমি মদ, রেশমী কাপড়, অবাধ মেলামেশা ও অন্যান্য কাজ হালাল করে দিয়ে বলতে পারবে না যে, ব্যভিচার করা যাবে না! তাহলে একটা অন্যটার বিপরীত হয়ে যাবে; অধিকন্তু শরীয়তের নির্দেশনাবলি যেন পরস্পরকে সমর্থন করে এবং গ্রহণযোগ্যতা বাড়িয়ে দেয়।

৬. যে শরীয়তের প্রতিটি বিধান পর্যালোচনা করে বিশেষজ্ঞগণ সর্বদাই তোমার বক্তব্যের যথার্থতার ঘোষণা করবে। সাবধান! সুদকে হালাল করবে না। কারণ, সুদ তুরিৎ লাভ এনে দিলেও অর্থনীতিবিদরা বলেন, 'এই তুরিৎ লাভ সমাজের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় বিপর্যয় সৃষ্টি করে।' এ কারণে সুদ হালাল করলে তোমার শরীয়ত যথার্থতা হারাবে। সব বিষয়েই তুমি এমন নিখুঁত নির্দেশনা দেবে।

৭. যে শরীয়ত সর্বযুগে প্রযোজ্য হবে। এক হাজার বছর পর অনুসারীরা বলবে না যে, শরীয়তটা তাদের উপযোগী নয়।

৮. যে শরীয়ত সব স্থানেই প্রযোজ্য হবে; এমনকি যেখানে বছরে ছয় মাসই দিন থাকে সেখানেও শরীয়তের সুস্পষ্ট বিধান থেকে সমাধান বের করে প্রয়োগ করা যাবে।

৯. যে শরীয়তে কোনোভাবেই জীবনের কোনো অংশ বাদ যাবে না। অন্যথায় তোমার শরীয়ত সর্বদিক থেকে পূর্ণাঙ্গ হতে পারবে না।

১০. যে শরীয়তে তুমি করণীয় ও বর্জনীয়ের একটা স্তরবিন্যাস রেখে দেবে। এটা ওয়াজিব, ওটা হাসান, এটা মাকরূহ, ওটা না-জায়েয, এটা মুবাহ। এটা বেশি ভালো, ওটা কম ভালো, এটা বেশি খারাপ, ওটা কম খারাপ, এটা ভালোও না, আবার খারাপও না—এভাবে সবকিছু সহজেই বুঝিয়ে দেবে।

১১. তুমি স্বজাতির বিরোধিতা ও প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও নিজস্ব মতের উপর অটল থাকবে। প্রাণনাশের আশঙ্কা দেখা দিলেও তুমি তোমার সিদ্ধান্ত ও প্রণীত সিস্টেম থেকে এক চুলও সরবে না।

১২. এভাবে চল্লিশ বছর অধ্যয়ন ও গবেষণার পর কোনো অর্থনীতিবিদের কাছে যাওয়া যাবে না, কোনো দার্শনিকের শরণাপন্ন হওয়া যাবে না, কোনো জ্যোতির্বিদেরও সাহায্য নেওয়া যাবে না। চিকিৎসক, আইনবীদ, কূটনৈতিক, রাজনীতিবিদ বা অন্য

www.QuranerAlo.net

কারও কাছে পরামর্শ চাওয়া যাবে না। তারা ভুল করবে, অথবা উত্তর প্রদানে ব্যর্থ হবে—এজন্য নয়; বরং এজন্য যে, এই অনন্য মর্যাদা তোমাকে একক প্রচেষ্টায় অর্জন করতে হবে। এক্ষেত্রে কাউকে অংশীদার বানানো যাবে না।

কত সুন্দর পরামর্শ দিলাম!

আমি চাই, তুমি একক প্রচেষ্টায় কাজটি সম্পন্ন করো। কারণ, এটাই সবচে' নিরাপদ। এটা করতে পারলে যশ-খ্যাতি ও সম্মানে কেউ তোমার সমকক্ষতা অর্জন করতে পারবে না। এবার বলো, আবুল হাকাম, সুযোগটা কি গ্রহণ করবে? দীর্ঘ চল্লিশ বছর তুমি এতটা সাধনা ও পরিশ্রম করতে পারবে? আচ্ছা ধরে নিলাম, তুমি পারবে। সবাইকে তোমার দীর্ঘ সাধনার বিপুল অর্জন দেখিয়ে বিমুগ্ধ করে ফেলবে।

কিন্তু...

কিন্তু তোমার এই দীর্ঘ সাধনা, বিপুল অর্জন ও সর্বজনীন শরীয়ত প্রবর্তনের পর আমি তোমার কাছে অতিরিক্ত আরেকটি জিনিস চাইবো। আমি চাইবো, তুমি এখন ঘোষণা করবে—

- 'এই শাশ্বত ও সর্বজনীন শরিয়ত প্রবর্তনে আমার কোনো কৃতিত্ব নেই।'
- 'আমি শরীয়তের মুখপাত্র মাত্র।'
- 'সাবধান! আমার প্রতি সম্মান প্রদর্শনে তোমরা বাড়াবাড়ি করবে না।'
- 'আমার কোনো কর্তৃত্ব নেই।'
- 'এটা আমার রবের প্রজ্ঞা; আমার কৃতিত্ব নয়।'
- 'আমি যার কাছ থেকে এ শরীয়ত নিয়ে এসেছি, তোমরা আমাকে তার সমকক্ষ গণ্য করো না। কারণ, তিনি আমার থেকে অনেক মহান ও মর্যাদাবান।'

এবার একটু ভাবো...

দীর্ঘ ৪০ বছর নিরবচ্ছিন্ন সাধনা ও অমানবিক কষ্টের পর তুমি একটি শরীয়ত প্রবর্তন করেছ; কিন্তু এরপরও তুমি ঘোষণা করছ, আমি এই শরীয়তের প্রবর্তক নই; আমি তো কেবল একজন মুখপাত্র। এভাবে তুমি সব অর্জন, সব কৃতিত্ব আরেকজনকে দিয়ে দেবে। পারবে তো?

www.QuranerAlo.net

দীর্ঘ তিন যুগ প্রাণান্তকর চেষ্টা ও গবেষণার পর তুমি একটি সর্বজনীন জীবনব্যবস্থা প্রণয়ন করেছ; কিন্তু এরপরও তুমি ঘোষণা করবে, আমি এই জীবনবিধান প্রণয়নকারী নই। আমি একজন প্রচারক মাত্র। এভাবে তুমি বিনীত হয়ে নিজের অবদানকে ধুলোয় মিশিয়ে দেবে। পারবে তো?

বোধ করি, আমার আবদার তোমার মনের বিরুদ্ধে চলে যাচ্ছে। তুমি হয়তো ভাবছ, 'এটা একটা অযৌক্তিক আবদার। সুতরাং এটা কিছুতেই মানা সম্ভব নয়। এমন সুযোগ কি কেউ হেলায় নষ্ট করে?'

তুমি হয়তো চিৎকার করে বলে উঠবে—

'শুধু চল্লিশ বছর নয়; কয়েক জন্মেও আমি উল্লিখিত বিষয়গুলোর মধ্য হতে কোনো একটি বিষয়ে পূর্ণ ব্যুৎপত্তি ও সম্যক যোগ্যতা অর্জন করতে পারবো না।

আর আপনি চান—আমি সমাজ বিজ্ঞান, দর্শন, নীতিশাস্ত্র, আইনশাস্ত্র, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, কূটনীতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ইতিহাস, ধর্মতত্ত্বসহ সম্ভাব্য সকল বিষয়ে পূর্ণ ব্যুৎপত্তি ও পারদর্শিতা অর্জন করবো! সকল বিষয়ে প্রচলিত ধারণার ভুলগুলো চিহ্নিত করে সম্পূর্ণ নতুন ধারণা প্রদান করবো!

» আপনি চান—আমি এমন বাণী প্রদান করবো, যেখানে অসার কোনো শব্দ বা বাক্যের অনুপ্রবেশের সুযোগ থাকবে না। পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের কোনো অবকাশ থাকবে না।

» আপনি চান—আমি এমন কথা বলবো, যা আমার যুগের এবং পরবর্তী যুগের বিশেষজ্ঞদেরকেও বিমুগ্ধ করবে; চমকে দেবে? কিন্তু আমি তাদের থেকে কোনো বিষয়ে সাহায্য বা পরামর্শ নিতে পারবো না?

» আপনি চান—অনাগত কাল ও ভবিষৎ প্রজন্মের ব্যাপারে আমি ভবিষ্যদ্বাণী করবো। তাদের জন্য সর্বোপযোগী জীবনবিধান প্রণয়ন করবো।

» আপনি চান—আমি এমন জায়গার সুস্পষ্ট বর্ণনা দেবো, যে জায়গা আমি কখনো দেখিনি; যে জায়গায় আমি কখনো যাইনি।

» আপনি চান—আমি ভালো-মন্দের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য করে দেবো? এবং ভালো-মন্দের সুষম একটি স্তরবিন্যাস করবো।

www.QuranerAlo.net

» আপনি চান—আমি মানুষের সক্ষমতার পার্থক্যের বিষয়টা মাথায় রেখে সর্বজনীন একটি শরীয়ত প্রবর্তন করবো?

» আপনি চান—গবেষকদের গবেষণার জন্য একটি ক্ষেত্রও প্রস্তুত করে রাখবো।

» আপনি চান—আমার এই বিশাল গবেষণালব্ধ শরীয়তের কথাগুলো যেন সহজ ও সাবলীল হয়।

» আপনি চান—আমি এমন কথা বলবো, যার একটা অন্যটার বিপরীত হবে না; বরং একটা অন্যটার সহায়ক ও সমর্থক হবে?

» আপনি চান—আমি আমার প্রতিটি ভাষ্য, বক্তব্য ও বিধানকে সাহিত্যপূর্ণ ভাষায় উপস্থাপন করবো। আমার শব্দ প্রয়োগ, বাক্যগঠন ও উপস্থাপনায় সাহিত্যরথীরাও দিশেহারা বোধ করবে।

» এরপর আপনি চান—আমি আমার নিজের সাধনা ও অধ্যবসায়কে জলাঞ্জলি দিয়ে বিপুল অর্জন ও সমস্ত কৃতিত্ব আরেকজনকে দিয়ে দেবো। আপনি চান, আমি নিজের সঙ্গেই মিথ্যাচার করবো। প্রবর্তক হয়েও নিজেকে প্রচারক বলে পরিচয় দেবো। কীর্তিমান হয়েও নিজেকে অথর্ব বলে ঘোষণা করবো!

এরপর আবার বলছেন, এটা সোনালী সোপান!

আপনার এই অদ্ভুত প্রস্তাবে আমি বিরক্ত ও অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছি। এধরনের অবান্তর প্রস্তাব না দিয়ে চুপ থাকলেই পারতেন। কারণ, সদুত্তর না দিতে পারলে, চুপ থাকাই শ্রেয় এবং এটাও একধরনের ভদ্রতা। আপনার অহেতুক বাক্যালাপে সময় নষ্ট করায় এখন আফসোস হচ্ছে।

আমি বলবো, প্রিয় আবুল হাকাম, এ ব্যাপারে আমিও তোমার সাথে একমত।

শোনো তবে, নাস্তিকরা তো আমাদের নবীর ব্যাপারে এটাই দাবী করেছে। তারা তো এটাই বলতে চেয়েছে যে, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পূর্ববর্তীদের রচনা-গবেষণা দ্বারা উপকৃত হয়েছেন। প্রাচীন জাতি-গোষ্ঠীর ইতিহাস অধ্যয়ন করেছেন এবং তাদের শিক্ষাগুলোকে সমন্বিত করে নতুন একটি শরীয়ত প্রণয়ন করেছন। এরপর তিনি সমস্ত কৃতিত্ব আল্লাহকে দিয়ে নিজেকে তার রাসূল দাবী করেছন।

www.QuranerAlo.net

পূর্বের আলোচনা থেকে যদি এটাই বুঝে থাক যে, তোমার পক্ষে অধ্যয়ন ও গবেষণাভিত্তিক এমন শরীয়ত প্রণয়ন করা সম্ভব নয়; এবং সম্ভব হলেও সেই কৃতিত্ব অন্যকে দেওয়ার কোনো যৌক্তিকতা নেই—তবে তার পক্ষে এটা কী করে সম্ভব হলো। কী করে তিনি তাদের ধারণার চেয়েও বৃহৎ ও সমৃদ্ধ শরীয়ত নিয়ে এলেন?

বিভিন্ন ইসলামিক ওয়েবসাইট, ইসলামিক লাইব্রেরি এবং দ্বীনী রচনা ও গবেষণা নিয়ে চিন্তা করলে তুমি স্পষ্টতই বুঝতে পারবে যে, এসবই নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনীত শরীয়ত থেকে উৎসারিত—যে শরীয়তের বিকল্প আনতে বলায়, তুমি আমার প্রতি আক্রমণাত্মক হয়ে উঠেছিলে!

তাহলে সম্পূর্ণ নিরক্ষর হয়েও তিনি কীভাবে এমন সমৃদ্ধ ও সর্বজনীন একটি শরীয়ত আনতে সক্ষম হলেন?

আমার প্রতি তোমার অনুযোগ সত্য হলে তা তো নাস্তিকদের বিরুদ্ধেই যাবে; আমার বিরুদ্ধে নয়। তাই এসো, আবুল হাকাম, তোমাকে দৃঢ় বিশ্বাসের আলোকে শাশ্বত সত্যের সন্ধান দিই—

আল্লাহ তাআলা বলেন—

وَكَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَآ إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا ۚ مَا كُنتَ تَدْرِى مَا ٱلْكِتَٰبُ وَلَا ٱلْإِيمَٰنُ وَلَٰكِن جَعَلْنَٰهُ نُورًا نَّهْدِى بِهِۦ مَن نَّشَآءُ مِنْ عِبَادِنَا ۚ وَإِنَّكَ لَتَهْدِىٓ إِلَىٰ صِرَٰطٍ مُّسْتَقِيمٍ

এভাবেই আপনার কাছে প্রত্যাদেশ করেছি 'রূহ' তথা আমার নির্দেশ। আপনি জানতেন না, কিতাব কী এবং ঈমান কী? কিন্তু আমি একে আলো বানিয়েছি, যার মাধ্যমে আমি আমার বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা হিদায়াত দান করি। আর নিশ্চয় আপনি সরল পথের দিক নির্দেশনা দিন।[১]

আল্লাহ তাআলা বলেন—

قُلْ مَا كُنتُ بِدْعًا مِّنَ ٱلرُّسُلِ وَمَآ أَدْرِى مَا يُفْعَلُ بِى وَلَا بِكُمْ ۖ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰٓ إِلَىَّ وَمَآ أَنَا۠ إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ

[১] সূরা শূরা, আয়াত : ৫২

www.QuranerAlo.net

বলে দিন, 'আমি রাসূলদের মধ্যে নতুন নই। আর আমি জানি না আমার ও তোমাদের ব্যাপারে কী করা হবে। আমার প্রতি যা ওহী করা হয়, আমি কেবল তারই অনুসরণ করি। আর আমি একজন সুস্পষ্ট সতর্ককারী মাত্র' [১]

আমি তোমাকে বলেছিলাম না, এটাই রাসূলদের পথ? পড়ো তাহলে—

وَأَنزَلْنَآ إِلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَٰبِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ ۖ فَٱحْكُم بَيْنَهُم بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ ۖ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَآءَهُمْ عَمَّا جَآءَكَ مِنَ ٱلْحَقِّ ۚ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا ۚ وَلَوْ شَآءَ ٱللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَٰحِدَةً وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَكُمْ فِى مَآ ءَاتَىٰكُمْ ۖ فَٱسْتَبِقُوا۟ ٱلْخَيْرَٰتِ ۚ إِلَى ٱللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

আর আমি আপনার প্রতি সত্যসহ কিতাব অবতীর্ণ করেছি—পূর্ববর্তী কিতাবের সত্যায়নকারী সংরক্ষণকারীরূপে। সুতরাং আল্লাহ যা নাযিল করেছেন, আপনি তার মাধ্যমে ফয়সালা করুন এবং আপনার নিকট যে সত্য এসেছে, তা ত্যাগ করে তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করবেন না। তোমাদের প্রত্যেকের জন্য আমি নির্ধারণ করেছি শরীয়ত ও সুস্পষ্ট পন্থা এবং আল্লাহ যদি চাইতেন, তবে তোমাদেরকে এক উম্মত বানাতেন; কিন্তু তিনি তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তা দ্বারা তোমাদেরকে পরীক্ষা করতে চান। সুতরাং তোমরা ভালো কাজে প্রতিযোগিতা করো। আল্লাহরই দিকে তোমাদের সবার প্রত্যাবর্তনস্থল। অতঃপর তিনি তোমাদেরকে অবহিত করবেন—যা নিয়ে তোমরা মতবিরোধ করতে [২]

আরও পড়ো—

وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ ءَايَاتُنَا بَيِّنَٰتٍ قَالَ ٱلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَآءَنَا ٱئْتِ بِقُرْءَانٍ غَيْرِ هَٰذَآ أَوْ بَدِّلْهُ ۚ قُلْ مَا يَكُونُ لِىٓ أَنْ أُبَدِّلَهُۥ مِن تِلْقَآئِ نَفْسِىٓ ۖ إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰٓ إِلَىَّ ۖ إِنِّىٓ أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّى عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ

[১] সূরা আহকাফ, আয়াত : ৯

[২] সূরা মায়িদাহ, আয়াত : ৪৮

www.QuranerAlo.net

আর যখন তাদের সামনে আমার আয়াতসমূহ সুস্পষ্টরূপে পাঠ করা হয়, তখন যারা আমার সাক্ষাতের আশা রাখে না, তারা বলে, 'এটি ছাড়া অন্য কুরআন নিয়ে এসো। অথবা একে বদলে ফেলো।' বলে দিন, 'আমার নিজের পক্ষ থেকে এতে কোনো পরিবর্তনের অধিকার নেই। আমি তো শুধু আমার প্রতি অবতীর্ণ ওহীর অনুসরণ করি। নিশ্চয় আমি যদি রবের অবাধ্য হই তবে ভয় করি কঠিন দিনের আযাবের' [১]

আরও পড়ো—

وَمَا قَدَرُواْ ٱللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِۦٓ إِذْ قَالُواْ مَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ عَلَىٰ بَشَرٍ مِّن شَىْءٍ ۗ قُلْ مَنْ أَنزَلَ ٱلْكِتَٰبَ ٱلَّذِى جَآءَ بِهِۦ مُوسَىٰ نُورًا وَهُدًى لِّلنَّاسِ ۖ تَجْعَلُونَهُۥ قَرَاطِيسَ تُبْدُونَهَا وَتُخْفُونَ كَثِيرًا ۖ وَعُلِّمْتُم مَّا لَمْ تَعْلَمُوٓاْ أَنتُمْ وَلَآ ءَابَآؤُكُمْ ۗ قُلِ ٱللَّهُ ۙ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِى خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ

আর তারা আল্লাহকে যথার্থ সম্মান দেয়নি—যেহেতু তারা বলছে, আল্লাহ কোনো মানুষের ওপর কিছুই নাযিল করেননি। বলো, 'কে নাযিল করেছে সে কিতাব, যা মূসা নিয়ে এসেছিল—মানুষের জন্য আলো ও পথনির্দেশস্বরূপ, তোমরা তা বিভিন্ন কাগজে লিখে রাখতে; তোমরা তার কিয়দাংশ প্রকাশ করতে আর সিংহভাগই গোপন রাখতে; আর তোমাদেরকে এমন কিছু শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল—যা জানতে না তোমরা ও তোমাদের পিতৃপুরুষ'? বলো, 'আল্লাহ'। তারপর তাদেরকে ছেড়ে দাও, তারা তাদের অযাচিত সমালোচনায় লিপ্ত থাকুক [২]

আরও পড়ো—

قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِن نَّحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِۦ ۖ وَمَا كَانَ لَنَآ أَن نَّأْتِيَكُم بِسُلْطَٰنٍ إِلَّا بِإِذْنِ ٱللَّهِ ۚ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ

[১] সূরা ইউনুস, আয়াত : ১৫

[২] সূরা আনআম, আয়াত : ৯১

www.QuranerAlo.net

তাদেরকে তাদের রাসূলগণ বলল, 'আমরা তো কেবল তোমাদের মতোই মানুষ; কিন্তু আল্লাহ তার বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা অনুগ্রহ করেন। আর আল্লাহর অনুমতি ছাড়া তোমাদের কাছে প্রমাণ নিয়ে আসার সাধ্য আমাদের নেই। আর কেবল আল্লাহর ওপরই মুমিনদের তাওয়াক্কুল করা উচিত'।[১]

আরও পড়ো—

قُلْ إِنَّمَآ أَنَا۠ بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰٓ إِلَيَّ أَنَّمَآ إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَٰحِدٌ فَٱسْتَقِيمُوٓا۟ إِلَيْهِ وَٱسْتَغْفِرُوهُ ۗ وَوَيْلٌ لِّلْمُشْرِكِينَ

বলে দিন, 'আমি কেবল তোমাদের মতো একজন মানুষ। আমার কাছে ওহী পাঠানো হয় যে, তোমাদের ইলাহ কেবলমাত্র এক ইলাহ। অতএব, তোমরা তাঁর পথে দৃঢ়ভাবে অটল থাকো এবং তাঁর কাছে ক্ষমা চাও'। আর মুশরিকদের ধ্বংস অনিবার্য।[২]

বোঝার চেষ্টা করো—

قُلْ إِنَّمَآ أَنَا۠ بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰٓ إِلَيَّ أَنَّمَآ إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَٰحِدٌ ۖ فَمَن كَانَ يَرْجُوا۟ لِقَآءَ رَبِّهِۦ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَٰلِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِۦٓ أَحَدًۢا

বলুন, 'আমি তোমাদের মতোই একজন মানুষ। আমার নিকট ওহী প্রেরণ করা হয় যে, 'তোমাদের ইলাহই একমাত্র ইলাহ। সুতরাং যে তার রবের সাক্ষাৎ কামনা করে, সে যেন সৎকর্ম করে এবং তার রবের ইবাদতে কাউকে শরীক না করে'।'[৩]

বোঝার চেষ্টা করো—

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِى هَٰذَا ٱلْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَىٰٓ أَكْثَرُ ٱلنَّاسِ إِلَّا كُفُورًا

---

[১] সূরা ইবরাহীম, আয়াত : ১১

[২] সূরা ফুসসিলাত, আয়াত : ৬

[৩] সূরা কাহ্‌ফ, আয়াত : ১১০

www.QuranerAlo.net

আর অবশ্যই আমি মানুষের জন্য এই কুরআনে নানাভাবে বিভিন্ন উপমা বর্ণনা করেছি; কিন্তু অধিকাংশ মানুষই কুফরি করেছে।[১]

যিনি তোমাকে দুটি চোখ দিয়েছেন, একটি জিহ্বা ও দুটি ঠোঁট দিয়েছেন, সত্য-মিথ্যে দুটি পথ দেখিয়ে দিয়েছেন—তার শপথ করে বলো তো, কোন পথ নিরাপদ ও অনুসরণযোগ্য?

তুমি কি এখনো বালুকারাশির সঙ্গে তারকারাজির তুলনা করছ?

তুমি কি এখনো নিজেকে এতটাই ঘৃণা করছ যে, নাস্তিকতার কর্দম গায়ে মাখছ?

এখনো কি সময় আসে নি ফিরে আসার?

আল্লাহর শপথ করে বলছি, তুমি ভুল পথে চলছ!

সুতরাং এখনই ফিরে এসো।

সত্যকে আলিঙ্গান করো।

আরও বলবো? নাকি এবার তুমিই উত্তর দেবে? আমার ও তোমার রব সম্পর্কে আরও বলবো? নাকি তুমি ইসলাম গ্রহণের মাধ্যমে আমার ও তোমার রবের ডাকে সাড়া দেবে? কী করবে, আবুল হাকাম?

তোমার উত্তরের অপেক্ষায় রইলাম।

[১] সূরা বানী ইসরাঈল, আয়াত : ৮৯

www.QuranerAlo.net

সত্যের পথে যাত্রা

বেশ কিছুদিন পেরিয়ে গেল। এর মধ্যে আবুল হাকাম কী করল সে-সম্পর্কে কিছু জানা গেল না। একদিন হঠাৎ...

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ

এখন এবং এই মুহূর্ত থেকেই আমার ঈমানের যাত্রা শুরু হলো। আপনাদের সঙ্গে আমার যোগাযোগ রক্ষা করা উচিত ছিল; কিন্তু প্রিয় ভাই ও বোনেরা! ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও সেটা সম্ভব হয়নি। আশা করছি, বিষয়টি ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন।

প্রথমে ভেবেছিলাম, স্বতন্ত্র একটি পোস্টে নিজের ইসলামগ্রহণের বিষয়টি প্রকাশ করবো না। কারণ, অনেকে এটাকে রিয়া মনে করতে পারে; কিন্তু পরে ভাবলাম, এখান থেকেই তো আমি ইসলাম সম্পর্কে জানতে পেরেছি; আমার রবের সন্ধান পেয়েছি সুতরাং ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারটিও এখানেই প্রকাশ করা উচিত। তাই মহান আল্লাহর কাছে রিয়া থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করে এই পোস্টটি করছি—

যে-মহান স্রষ্টা কোনো স্তম্ভ ব্যতীতই মহাকাশকে সমুন্নত করে রেখেছেন আমি তার শপথ করে বলছি, ঈমানের স্বাদ অপার্থিব। এর কোনো তুলনা বা বিকল্প নেই।

আফসোস! জীবনের দীর্ঘ একটি সময় ঈমানের স্বাদ ও সান্নিধ্য থেকে বঞ্চিত থাকার জন্য। আজকের পর থেকে কেউ যদি আমার বয়স জানতে চায় তবে নিঃসকোচে বলবো—

www.QuranerAlo.net

» ইসলাম গ্রহণের আজকের এই দিনটিই আমার জন্মদিন।

» এই দিনটিই আমার আত্মপরিচয়-লাভের প্রথম দিন।

» এই দিনটিই আমার ঈমানে অভিষিক্ত হওয়ার প্রথম দিন।

» এই দিনটিই আমার আত্মিক প্রশান্তিলাভের দিন।

» এবং এই দিনটিই আমার পরম সৌভাগ্যলাভের সুখময় দিন!

প্রিয় ভাই হুসামুদ্দীন হামিদ,

আপনার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষা আমার জানা নেই। তবে আমি শুনেছি যে, এক মুসলিম অপর মুসলিমকে 'জাযাকাল্লাহু খাইরান' বলে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে থাকে। আমিও তাই করছি— 'জাযাকাল্লাহু খাইরান'।

সেই সঙ্গে মহান আল্লাহর কাছে কামনা করছি, তিনি যেন আমাদেরকে সত্যের ওপর অটল রাখেন এবং ডানহাতে আমলনামা প্রদান করেন।

কথা দিচ্ছি, আপনাদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করবো।

আপনাদের দ্বীনী ভাই
আবুল হাকাম

ঈমানের ব্যাপারে সংশয়গ্রস্ত এক বোনকে উপদেশ দিতে গিয়ে আবুল হাকাম বলেন—

সংশয়-ই আমাদেরকে ইসলামী আকীদা-বিশ্বাস যথাযথভাবে জানার সুযোগ করে দেয়। সংশয়ই আমাদেরকে সত্যে উপনীত হতে সাহায্য করে।

প্রিয় বোন, আপনি যদি আমার মতো সংশয় ও বিভ্রান্তিতে থাকতেন তবে বুঝতেন, সংশয় ও বিভ্রান্তির মানসিক যন্ত্রণা কতটা ভয়াবহ! কিন্তু সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর! তাঁর অনুগ্রহে আমি এখন আল্লাহ, কিতাব ও রাসূলদের ওপর ঈমান এনেছি। আমি দৃঢ় শপথ করেছি যে, বর্তমান বিশ্বাস থেকে আমি কখনো একচুল পরিমাণও সরবো না। আপনার শুভ পরিণতি কামনা করছি।

www.QuranerAlo.net

বোন আমার, বিশ্বাস করুন, যে একবার ঈমানের স্বাদ পেয়ে যায়, পূর্বের সব স্বাদ তার কাছে বিস্বাদ হয়ে যায়। আল্লাহর কসম করে বলছি, আপনি যদি সত্য-মিথ্যের পার্থক্য নিরূপণ করতে গিয়ে সংশয়গ্রস্ত হন এবং বিভ্রান্তির শিকার হন তবে বিশ্বের সমস্ত সম্পদ ও আনন্দোপকরণও আপনার অশান্ত হৃদয়কে প্রশান্ত করতে পারবে না। আপনাকে দু-দণ্ড স্বস্তি দিতে পারবে না। আপনার নির্ঘুম চোখে ঘুম এনে দিতে পারবে না। মৃত্যুচিন্তা আপনাকে অস্থির করে তুলবে। মৃত্যু-পরবর্তী জীবনের ব্যাপারে সংশয় আপনাকে কুরেকুরে খাবে।

ইসলামগ্রহণের পূর্বে আমার অবস্থাও এমনই ছিল। মৃত্যুচিন্তা আমার রাতের ঘুম কেড়ে নিয়েছিল; কিন্তু বিশ্বাস করুন, এখন আমি নিশ্চিন্তে ঘুমাতে পারি। মৃত্যুকে আর ভয় করি না।

আল্লাহর কাছে কামনা করছি, তিনি যেন আমাকে ইসলামের ওপর মৃত্যু দান করেন!

আল্লাহ আমাকে এবং আপনাকে ক্ষমা করুন।

www.QuranerAlo.net